CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৮ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 15 December 2021 ■ আগরতলা ১৫ ডিসেম্বর ২০২১ ইং ■ ২৮ অগ্রহায়ন ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

পাঁচ রাজ্যের নির্বাচন নিয়ে পর্যালোচনা, মুখ্যমন্ত্রীদের সাথে মোদি ও নাড্ডার বৈঠক

বারানসি, ১৪ ডিসেম্বর।। সামনেই পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন। এই নির্বাচনের রণকৌশল কি হবে তা নিয়ে তৎপরতা শুরু হয়ে গিয়েছে। মঙ্গলবার কাশিতে সফরকালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা বৈঠক করেছেন বিজেপি শাসিত বারটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের সাথে। এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে যদিও 'মুখ্যমন্ত্রী পরিষদ' এর ব্যানারে। বৈঠকে উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখন্ড, গোয়া, মণিপুর এবং পাঞ্জাবের বিধানসভা নির্বাচন নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলে সূত্রের দাবি। বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রীদের পাশাপাশি রাজ্যগুলির উপমুখ্যমন্ত্রীরাও উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে রাজ্যগুলির সুশাসন প্রতিষ্ঠার বিষয়েও আলোচনা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি মঙ্গলবার বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিকে জনগণের জীবনযাত্রা সহজ করার জন্য সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, বিজেপির লক্ষ্য হল উন্নয়ন এবং জীবনযাত্রার স্বাচ্ছন্দ্য উন্নত করা। বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডা, যিনি অনুষ্ঠানস্থলে প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানিয়েছেন তিনি বলেন বিজেপি এবং সুশাসন সমার্থক হয়ে উঠেছে এবং এটি বিজেপিই একমাত্র দল যা তার কর্মক্ষমতার ভিত্তিতে করছে। প্রধানমন্ত্রী 'ন্যূনতম সরকার, সর্বোচ্চ শাসন' নীতির পুনর্নিশ্চিত করেছেন এবং রাজ্যগুলিকে প্রাচীন হয়ে উঠেছে এমন আইনগুলি অপসারণ করতে এবং সম্মতির বোঝা কমানোর আহ্বান জানিয়েছেন।

বৈঠকে নাগরিকদের উন্নতির জন্য সুশাসন অনুশীলনের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী এবং উপ-মুখ্যমন্ত্রীরা তাদের নিজ নিজ রাজ্যের মূল কল্যাণমূলক প্রকল্পগুলিকে তুলে ধরেছেন।আলোচিত কিছু সেরা অনুশীলনের মধ্যে রয়েছে জলবায়ু স্থিতিস্থাপক অবকাঠামো প্রকল্প, পারিবারিক পরিচয়পত্র প্রদান, প্রাকৃতিক চাষের প্রচারের স্কিম, স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির সাথে গ্রামীণ জীবিকা কর্মসূচি ইত্যাদি।

প্রধানমন্ত্রী রাজ্যগুলিকে 'এক জেলা, এক পণ্য' প্রকল্পে অর্থনৈতিক সুযোগ বাড়ানো এবং আত্মনির্ভর হওয়ার সন্ধানকে শক্তিশালী করার উপায় হিসাবে কাজ করতে বলেছেন। মোদি প্রতিটি সরকারের জন্য অগ্রাধিকার খাত হিসাবে যুব উন্নয়ন এবং মহিলাদের ক্ষমতায়নের গুরুত্ব সম্পর্কেও কথা বলেছেন। এই প্রসঙ্গে, তিনি পোষণ অভিযানকে শক্তিশালী করার এবং অপুষ্টির হুমকির বিরুদ্ধে লড়াই করার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। তিনি তরুণদের মধ্যে খেলাধুলা ও ফিটনেসের সংস্কৃতিকে জনপ্রিয় করার ওপরও জোর দেন।

বৈঠকে যারা উপস্থিত ছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ, মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান, ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব, হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী মনোহর লাল খট্টর, হিমাচলের মুখ্যমন্ত্রী জয় রাম ঠাকুর, কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী বাসভরাজ বোমাই, আসামের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত বিশ্ব শর্মা, গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ভুপেন্দ্র ভাই প্যাটেল, উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি, মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী এন বিষেন সিং, অরুণাচলের মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্ডু, বিহারের ডেপুটি সিএম তারকেশ্বর প্রসাদ এবং রেনু দেবী, উত্তরপ্রদেশের ডেপুটি সিএম কেশব প্রসাদ মৌর্য এবং দীনেশ শর্মা

গৃহবধূকে ধর্ষণে ব্যর্থ হয়ে স্বামীকে পিটিয়ে খুন ছৈলেংটায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ডিসেম্বর।। ভাতিজার হাতে খুন কাকা। স্ত্রীকে ধর্ষণের হাত থেকে রক্ষা করতে স্বামী আসলে আপন ভাতিজার হাতে খুন কাকা। ঘটনার বিবরণে জানা যায় লংতরাইভ্যেলি মহকুমার ছৈলেংটা থানাধীন তারাবন ছড়ার এক পরিবারের স্বামীর অনুপস্থিতিতে স্ত্রীকে ধর্ষণের চেষ্টা করে এক যুবক।

ঘটনাস্থলে অর্থাৎ কিছুক্ষণ পরে স্বামী বাড়িতে আসলে তার স্বামী ঐ যুবককে আটকাতে গেলে সঙ্গে সঙ্গে একটি গাছের ডাল দিয়ে সজোরে তার মাথায় আঘাত করতে থাকে সঙ্গে সঙ্গে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে এবং তাকে রক্তাক্ত অবস্থায় প্রথমে ছৈলেংটা হাসপাতলে নিয়ে আসা হয় সেখান থেকে তার অবস্থার অবনতি থেকে ধলাই জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসে।

কিন্তু ধলাই জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসলে চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। এই বেদনাদায়ক ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এই হতদরিদ্র পরিবারটি অসহায় হয়ে ধলাই জেলা হাসপাতালে মঙ্গলবার সারাদিন কাটিয়ে দিল।

এদিকে ধলাই জেলা হাসপাতালে বিভিন্ন লোকের আর্থিক সহযোগিতায় ও তিপ্রা মথার আর্থিক সহযোগিতায় তার ময়নাতদন্ত শেষে তার মৃতদেহ বাড়ির উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়। এদিকে স্ত্রীকে ধর্ষণের চেষ্টা করে স্বামীকে হত্যা করে পালিয়ে যায় ঐ যুবক। ছৈলেংটা থানায় এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করা হয়েছে।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে সংশ্লিষ্ট এলাকায় তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। এডিসির সংশ্লিষ্ট এলাকার এক্সিকিউটিভ মেম্বার সহ পুলিশ প্রশাসনের পদস্থ আধিকারীকরা পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছেন বলে খবর।

ভোট রণকৌশল

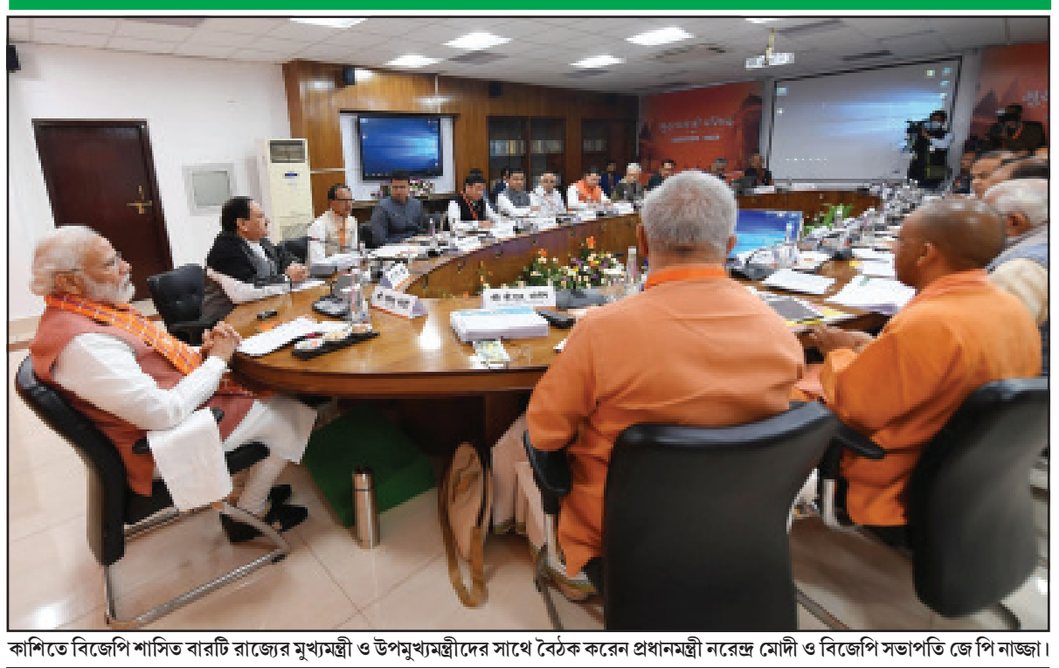

কাশিতে বিজেপি শাসিত বারটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও উপমুখ্যমন্ত্রীদের সাথে বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও বিজেপি সভাপতি জে পি নাড্ডা।

রাজ্যের পৃথক স্থানে তিনজনের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার, অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা/চুড়াইবাড়ি/কল্যাণপুর, ১৪ ডিসেম্বর।। রাজ্যের পৃথক স্থানে তিনজনের ফাঁসিতেচ ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। জানা গিয়েছে, সাতসকালে মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় বর্ডার গোল চক্কর এলাকায় তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়েছে। মঙ্গলবার রাজধানী আগরতলা শহরের বর্ডার গোলচক্কর এলাকায় বাজারের একটি পরিত্যক্ত ঘর থেকে এক ব্যক্তির ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

এদিন মৃতদেহটি দেখতে পেয়ে স্থানীয় লোকজন পুলিশকে খবর দেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে। মৃত ব্যক্তির নাম নারায়ন দেব বাড়ি চান্দিনামুড়া এলাকায় বলে জানা গেছে এবং পেশায় ওই ব্যক্তি গাড়ি চালক বলে চিহ্নিত হয়েছে।

স্থানীয়দের দাবি, দীর্ঘ নয় দশ বছর ধরে ওই ব্যক্তি বর্ডার গোলচক্কর এলাকায় থাকতেন। তিনি ভীষণ মদ্যপান করতেন। গতকাল রাতেও তাকে মদের ঠেক থেকে বের হতে দেখেছেন স্থানীয়রা। মঙ্গলবার সকালে স্থানীয় লোকজন বাজারের ওই পরিত্যক্ত ঘরে ঝুলন্ত মৃতদেহ দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দেন। তিনি ফাঁসিতে আত্মহত্যা করেছেন বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে। সে অনুযায়ী পুলিশ একটি অস্বাভাবিক মৃত্যু জনিত মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

তবে এর পেছনে অন্য কোন রহস্য আত্মগোপন করে রয়েছে কিনা তাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ। সাতসকালে বর্ডার গোলচক্কর বাজারের পরিত্যক্ত ঘরে ঝুলন্ত মৃতদেহ দেখতে পেয়ে স্থানীয় জনগণ রীতিমতো আতঙ্কিত হয়ে উঠেন। ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ক্রমে আসল রহস্য উদঘাটনের জন্য স্থানীয় জনগণ দাবি জানিয়েছেন।

এদিকে, উত্তর ত্রিপুরার পানিসাগর এলাকায় দুই নাবালিকার আত্মহত্যার রেশ কাটতে না-কাটতে ফের ঘটে গেল অনুরূপ এক ঘটনার। আজ মঙ্গলবার সকালে পানিসাগর থানাধীন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আজ উচ্চমাধ্যমিক ও কাল মাধ্যমিকের টার্ম ওয়ান পরীক্ষা শুরু হচ্ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ডিসেম্বর।। ত্রিপুরায় শুরু হচ্ছে টার্ম ওয়ান উচ্চ মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক পরীক্ষা। ১৫ ডিসেম্বর থেকে শুরু হবে ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত টার্ম ওয়ান উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা। এদিন পর্ষদের উচ্চমাধ্যমিক ও সমতুল মাদ্রাসা ফাজিলে কলা এবং ফাজিল থিওলজি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। ১৬ ডিসেম্বর থেকে শুরু হবে টার্ম ওয়ান মাধ্যমিক ও সমতুল মাদ্রাসা আলিম পরীক্ষা। আজ সন্ধ্যায় সচিবালয়ে নিজ অফিস কক্ষে সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ এই সংবাদ জানান।

এদিন তিনি জানান, এবছর উচ্চমাধ্যমিকে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ২৮,৯০২ জন। মোট ৪০৬টি বিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থী ৬৬টি সেন্টারে পরীক্ষায় বসবে। মাধ্যমিকের ক্ষেত্রে মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৪৩, ১৮০ জন। মোট ১০২৬ বিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থী ৮২টি সেন্টারে পরীক্ষায় বসবে। তিনি বলেন, উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা চলবে আগামী ৭ জানুয়ারি পর্যন্ত এবং মাধ্যমিক পরীক্ষা চলবে আগামী ২৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত।

তাঁর কথায়, এবছর উচ্চমাধ্যমিক এবং মাধ্যমিক টার্ম ওয়ান পরীক্ষা হবে ৫০ নম্বরের ভিত্তিতে। কলা বিভাগের ক্ষেত্রে ৪০ নম্বর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আবারও যান সন্ত্রাস, প্রাণ গেল যুবকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ডিসেম্বর।। রানীরবাজারের বৃদ্ধি নগর বিওসি সংলগ্ন এলাকায় পথ দুর্ঘটনায় এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। মৃত যুবকের নাম বিশ্বজিৎ সাহা। উদ্বেগের বিষয় হল, রাজ্যে পথদুর্ঘটনা নিত্যদিনের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রতিদিন কোথাও-না-কোথাও পথ দুর্ঘটনায় প্রাণহানির ঘটনা ঘটে চলেছে।

মঙ্গলবার রানীর বাজার থানা এলাকার বৃদ্ধি নগর বিওসি সংলগ্ন এলাকায় পথ দুর্ঘটনায় এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। মৃত যুবকের নাম বিশ্বজিৎ সাহা। তিনি প্রাণ কোম্পানিতে কাজ করতেন। কাজ সেরে বাড়ি ফেরার পথে সাড়ে আটটা নাগাদ একটি দ্রুতগামী গাড়ি ধাক্কা দিয়ে পালিয়ে যায়। স্থানীয় লোকজন সঙ্গে সঙ্গে দমকল বাহিনীকে খবর দেন। খবর পাঠানো হয় আহত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্কুল পড়ুয়া ছাত্রছাত্রীদের ঠকানোর দায়ে দুই প্রতারক পুলিশের জালে

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৪ ডিসেম্বর।। স্কুল পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে প্রতারণা করে টাকা আনতে গিয়ে হাতেনাতে আটক হল প্রতারক শ্যালক ও ভগ্নিপতি। দুজনকে আটক করে প্রতারণার মামলা গ্রহণ করে আদালতে সোপর্দ করেছে বিশালগড় থানার পুলিশ।

পুলিশ জানিয়েছে, সিপাহীজলা জেলা শিক্ষা আধিকারিক হাবুল লোধের স্বাক্ষর নকল করে এবং ত্রিপুরা স্টেট সোসাইটি ফর সাইন্স এন্ড টেকনোলজির প্যাড নকল করে চেচুড়ীমাই হাইস্কুলে গিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে টাকা তুলতে গিয়ে হাতেনাতে আটক হল দুই প্রতারক। তারা সম্পর্কে শ্যালক এবং ভগ্নিপতি। তাদের বাড়ি সিপাহী জলা জেলার নলছড় বিধানসভার বগাবাসা এলাকায়। তাদের নাম হল জীবন রায় ও শান্ত দাস।

এই দুই যুবক স্মার্ট ইন্ডিয়া ওয়ালেট নামে একটি এনজিওর কর্মকর্তা হিসেবে নিজেদের পরিচয় দেন। ওই এনজিও-র নামে বিভিন্ন স্কুল থেকে টাকা তুলেছে। চড়িলাম দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ঘুষের টাকা নিতে গিয়ে সিবিআইয়ের জালে উত্তরপূর্ব রেলের নির্মাণ শাখার চিফ টেকনিক্যাল অফিসার

গুয়াহাটি, ১৪ ডিসেম্বর (হি.স.)।। ঘুষের টাকা নিতে গিয়ে হাতেনাতে সিবিআইয়ের জালে পড়েছেন উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলের নির্মাণ শাখার (বিদ্যুৎ) চিফ টেকনিক্যাল অফিসার রঞ্জিতকুমার বরার বিরুদ্ধে অভিযোগ, বিভাগীয় বরাত দানের বিনিময়ে একটি কোম্পানির কাছে ২.৫০ কোটি টাকা ঘুষ দাবি করেছিলেন তিনি। আজ টেকনিক্যাল অফিসার রঞ্জিতকুমার বরাকে অগ্রিম ৫০ লক্ষ টাকা দিতে গিয়েছিলেন কোম্পানির জনৈক ব্যক্তি। তখনই সিবিআই অফিসাররা তাঁকে হাতেনাতে পাকড়াও করেছেন। পাশাপাশি বরাতপ্রাপ্তির জন্য যে ব্যক্তি ৫০ লক্ষ টাকা টেকনিক্যাল অফিসার রঞ্জিতকুমার বরাকে দিতে এসেছিলেন তাকেও আটক করেছে সিবিআই।

জানা গেছে, মালিগাঁওয়ে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সদর দফতরের পাশাপাশি হেঙেরাবাড়ি এলাকায় রঞ্জিতকুমার বরার বিলাসবহুল অ্যাপার্টমেন্টেও সিবিআই অভিযান চালিয়েছে। ওই অভিযানে বেশকিছু আপত্তিজনক নথিপত্র বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলে সূত্রের খবর।

প্রসঙ্গত, উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলের নির্মাণ বিভাগ এবং বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক ঠিকাদারদের লক্ষ লক্ষ থেকে কোটি টাকার বিনিময়ে বরাত দেওয়া হচ্ছে বলে নানা অভিযোগের ভিত্তিতে গত প্রায় এক সপ্তাহ থেকে অভিযান চালিয়েছে সিবিআই।

সরকারী স্কুলেও স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন হোক, চাইছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ডিসেম্বর।। সরকারী স্কুলেও স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজনে নবীন প্রজন্মকে উতাহিত করতে হবে। তবেই, ত্রিপুরায় সংকট ঘুচবে। আজ বামপন্থী যুব সংগঠনের উদ্যোগে চব্বিশ বারের অধিক রক্তদাতাদের সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে দৃঢ় প্রত্যয়ের সুরে একথা বলেন ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার। তাঁর কথায়, যুব প্রজন্ম এগিয়ে আসলে তবেই রক্ত সংকট মেটানো সম্ভব হবে। এদিন তিনি রক্তদানের মাধ্যমে মানব সেবায় নিঃস্বার্থ অবদানের জন্য দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী রক্তদাতাদের কুর্ণিশ জানিয়েছেন।

তিনি বলেন, কোন কিছুর বিনিময়ের আশা ছাড়াই ২৪ থেকে ২৫ বার রক্তদান প্রসংশার অধিকারী। তাঁদের সকলকে হৃদয় থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সাথে তিনি আবেদন রাখেন, ৬৫ বছরের নীচে বয়সীদের রক্তদানে সক্ষম সকলের মানব কল্যানে অবশ্যই এগিয়ে আসা উচিত।

এদিন তিনি ত্রিপুরায় রক্তদানে দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী জনৈক রক্তদাতার প্রসঙ্গ তুলে ধরে বলেন, ৮৭ বার রক্তদান করেছেন এমনও মহানুভব রয়েছেন আমাদের সমাজে। তাঁর রক্তদানের দাবি প্রথমে বিশ্বাস হয়নি আমার। তাই, তাঁর দেখা করে আশ্বস্ত হয়েছি, আমাদের মধ্যে এখনো এমন পরোপকারী মানুষ রয়েছেন। মানিক সরকার বলেন, ওই রক্তদাতা আমার থেকে বয়সে অনেক ছোট ছিলেন। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যসভায় অচলাবস্থা নিয়ে অসন্তুষ্ট নাইডু, দফায় দফায় মুলতুবি অধিবেশন

সংসদ থেকে বিজয় চক পর্যন্ত মিছিল বিরোধীদের গণতন্ত্রের দুর্ভাগ্যজনক হত্যা, বললেন রাহুল গান্ধী

নয়াদিল্লি, ১৪ ডিসেম্বর (হি.স.)।। বিরোধীদের মুখ্য দাবি হল, ১২ জন সাংসদের সাসপেনশন প্রত্যাহার করতেই হবে। সরকার বলছে, ক্ষমা চাইতে হবে সংশ্লিষ্ট সাংসদদের। দুই পক্ষই অনড়, আর তা নিয়েই অচলাবস্থা জিইয়ে রয়েছে রাজ্যসভায়। মঙ্গলবার রাজ্যসভার অধিবেশন শুরু হতেই ১২ জন সাংসদের সাসপেনশন প্রত্যাহারের দাবিতে সরব হন বিরোধীরা। স্লোগান চলতে থাকে।

তখন রীতিমতো ক্ষোভের সুরে রাজ্যসভার চেয়ারম্যান এম বেঙ্কাইয়া নাইডু বলেন, 'সদনের শিষ্টাচার ও সৌজন্য বজায় রাখুন। অবাধ্য ও অসংসদীয় আচরণ কোনও কাজে দেবে না।' এরপরও চলতে থাকে স্লোগান ও হইচই। ফলে দুপুর দু''টো পর্যন্ত মুলতুবি করে দেওয়া হয় রাজ্যসভার অধিবেশন। এদিন সকালেই সংসদের উভয়কক্ষের বিরোধী নেতারা বৈঠক করেছিলেন। কর্মপরিকল্পনা নিয়ে তাঁরা আলোচনা করেন। ১২ জন সাংসদের সাসপেনশন প্রত্যাহারের দাবিতে পরে সংসদ থেকে বিজয় চক পর্যন্ত মিছিল করেন বিরোধীরা। মিছিল সামিল হন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীও।

সংসদের অভ্যন্তরে আন্দোলন চলছিলই, এবার রাজ্যসভার ১২ জন সাংসদের সাসপেনশন প্রত্যাহারের দাবি জানিয়ে রাস্তায় নামল বিরোধীরা। মঙ্গলবার দুপুরে সংসদ থেকে বিজয় চক পর্যন্ত মিছিল করেন বিরোধীরা। মিছিল সামিল হন সাসপেন্ড হওয়া সমস্ত সাংসদরা, পাশাপাশি অন্যান্য বিরোধীরাও মিছিলে পা মেলান। সংসদ চত্বর থেকে বিজয় চক পর্যন্ত যায় ওই মিছিল।

কেন্দ্রের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করে রাহুল গান্ধী এদিন বলেছেন, 'বিলের পর বিল পাশ হয়ে যাচ্ছে সংসদে। এভাবে সংসদ চালানো যায় না। প্রধানমন্ত্রী সংসদে আসেন না। জাতীয় গুরুত্বের কোনও ইস্যু উত্থাপন করার অনুমতি নেই আমাদের। এটা গণতন্ত্রের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাড়ছে দুর্ঘটনা, নিয়ন্ত্রণে আনতে জাতীয় সড়কে কাগজপত্র পরীক্ষায় নামল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ডিসেম্বর।। যান সন্ত্রাস নিত্যদিনের ঘটনা হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। তবে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যান চালকদের গাফিলতির কারণে মূল্যবান প্রাণ হারাতে হচ্ছে। আগরতলা-সাব্রুম জাতীয় সড়কে যান দুর্ঘটনা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে যানবাহনের নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে ট্রাফিক পুলিশ রাস্তায় নেমেছে। মঙ্গলবার বেশ কিছু সংখ্যক যানবাহন আটক করে বৈধ কাগজপত্র না থাকার কারণে জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, আগরতলা-সাব্রুম জাতীয় সড়কের প্রতিনিয়ত যান দুর্ঘটনা ঘটে চলেছে। তাতে প্রাণহানির ঘটনা বাড়ছে। আবার দুর্ঘটনার কবলে পড়ে অনেকেই পঙ্গুত্বের জীবন-যাপন করতে বাধ্য হচ্ছেন। ফলে বহু পরিবার অসহায় হয়ে পড়ছে। পরিস্থিতি এমন এক পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে ঘর থেকে বের হয়ে পরিবারের কোনো সদস্য ঘরে ফিরে না আসা পর্যন্ত পরিবারের লোকজন নিশ্চিত হতে পারছেন না।

দুর্ঘটনার হার প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পেলেও ট্রাফিক পুলিশ এবং প্রশাসনের ভূমিকা সন্তোষজনক নয় বলে বিভিন্ন মহল থেকে অভিযোগ করা হয়েছে। অবশেষে বিশ্রামগঞ্জ থানার মূল ফটকের সামনে আগরতলা-সাব্রুম জাতীয় সড়কে যানবাহন আটক করে কাগজপত্র তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ।

মঙ্গলবার বেলা সাড়ে এগারটা নাগাদ বিশ্রামগঞ্জ থানার ট্রাফিক ইউনিটের উদ্যোগে বিশ্রামগঞ্জ থানার মূল ফটকের সামনে ৫০ থেকে ৬০টি গাড়ি আটক করে কাগজপত্র পরীক্ষা করা হয়েছে। গাড়িগুলির কাগজপত্র পরীক্ষা করে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৮ ◘ সংখ্যা ৭০ ◘ ১৫ ডিসেম্বর ২০২১ ইং ◘ ২৮ অগ্রহায়ণ ◘ বুধবার ◘ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

প্রবীণরা সমাজের বোঝা নয়

জন্ম-মৃত্যু জীবনের নিয়ম। সভ্যসমাজ সন্তানের জন্মকে উদযাপনীয় গণ্য করে। শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার প্রতীক্ষা করে মানুষ। সন্তানকে গর্ভে ধারণ ও লালন করেন যে-নারী, এজন্য তাহার বিশেষ যত্ন ও মর্যাদা প্রাপ্য হয়। আমন্ত্রিত প্রিয়জনদের মিয়া একটি আনন্দ অনুষ্ঠানে ছোট্ট শিশুর অন্নপ্রাশন দেওয়া হয়। ভাত আমাদের প্রধান খাদ্য। মানবশিশুর মুখে প্রথমবার সেই ভাত তুলিয়া দেওয়ার মুহূর্তটিও উদযাপনের বিষয় করিয়া নিই আমরা। সকলের প্রার্থনা থাকে, এই ছেলে বা মেয়েটি এইভাবে সারাজীবন তাহার প্রিয় সুখাদ্যগুলিই পাইবে। অন্নকষ্টের মতো কষ্ট নাই। এই শিশুটিকে কোনওদিন যেন সেই করুণ অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হইতে না-হয়। বাবা-মায়েরা ছেলেমেয়েদের পারিবারিক ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা দেন। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের উপযুক্ত করিয়া তোলা হয় তাহাদের। এইভাবে একটি মানুষ যৌবনে পা দেয়। তাহাকে কর্মজীবনে প্রবেশ করিতে হয়। নির্দিষ্ট বয়ঃক্রমে উপনীত মানুষকে কর্মজীবন থেকেও অবসর নিতে হয়। অবসরগ্রহণের দিনটিও উদযাপনীয়। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সহকর্মীরা অবসৃত কর্মীর জন্য সংবর্ধনার আয়োজন করেন। বিদায়সংবর্ধিত মানুষটি সেইদিন থেকে সিনিয়র সিটিজেন বা প্রবীণ নাগরিক নামে পরিচিত হন।

শিক্ষা-প্রশিক্ষণ পরবর্তী যে জীবনখণ্ড, সেটাই মূলত তাহার দেবার কাল বা কর্তব্যসম্পাদনের পর্ব। এই পর্বে মানুষকে কাজ করিতে হয় তাহার কর্মস্থলের জন্য। তাহার জন্য তিনি বেতন, পারিশ্রমিক কিংবা লভ্যাংশ পাইয়া থাকেন। সেই টাকা নানাভাগে বণ্টিত হয়। তাহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল পরিবার প্রতিপালন, করপ্রদানের মাধ্যমে রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকের কর্তব্য এবং বিবিধ সামাজিক দায়িত্ব পালন। কর্মজীবনের এই অপরিমেয় কর্তব্য-দায়িত্ব পালনের বিনিময়ে, অলিখিতভাবে, কিছু প্রাপ্য হয় মানুষের। যেমনপুত্র-কন্যাসহ পরিবারে যাহারা অনুজ থাকে, তাহারা প্রবীণদের প্রয়োজনীয় যত্ন নেবে, তাহাদের যথাবিহিত সম্মান করিবে। কিন্তু বাস্তবে অতটা সৌভাগ্যের অধিকারী সকলে হন না। প্রাণাধিক প্রিয় পুত্র-কন্যাদের অবহেলাই পাথেয় হয় অনেকের। বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে কোনও কোনও কীর্তিমান নিগ্রহও করে। তাহাদের কষ্টার্জিত অর্থে নির্মিত বাড়ি থেকেই বাবা-মাকে বাহির করিয়া দেয় কোনও কোনও কুলাঙ্গার। এই পাপাচার বন্ধ করিতে আদালতকেই হস্তক্ষেপ করিতে হয় শেষমেশ। হাইকোর্টের ভর্ৎসনা এবং কঠিন সাজার মুখে পড়িয়া অনেক কুসন্তান বাধ্য হয় বাবা-মাকে বাড়ি ফিরাইয়া নিতে, তাহাদের প্রাপ্য যত্নআত্তি করিতে।

শুধু সন্তান কিংবা পরিবারই নয়, প্রবীণদের প্রতি দায়িত্ব এড়াইয়া যায় রাষ্ট্রও। প্রবীণদের যে-ধরনের সামাজিক সুরক্ষা প্রাপ্য, বিশেষ করিয়া ভারতে, তাহা দেওয়া হয় না। বেশিরভাগ নাগরিকই পর্যাপ্ত পেনশন এবং স্বাস্থ্য পরিষেবা পান না। অথচ, শেষজীবনে এই দুটি জিনিসই সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। পেনশন নেই অথবা নামমাত্র বলিলে নাগরিকরা কিছু অর্থ সঞ্চয় করেনব্যাঙ্কে কিংবা ডাকঘরে ফিক্সড ডিপোজিট আকারে। এছাড়া কিছু অর্থ জমে পিএফ এবং পিপিএফ অ্যাকাউন্টে। অবসরের পর কেউ কিছু গ্র্যাচুইটিও পাইয়া থাকেন। মানুষের প্ল্যান থাকে, রিটায়ারমেন্ট বেনিফিট বাবদ প্রাপ্ত অর্থ নতুন করিয়া কোনও স্বীকৃত বিশ্বস্ত ফান্ডে গচ্ছিত রাখিবেন। তাহার থেকে অর্জিত সুদের টাকায় তাহার বাকি জীবনটা যা-হোক করিয়া পার হইয়া যাইবে। সঞ্চয়ের উপর সুদের হার হ্রাসে সাত বছরে রেকর্ড করিয়াছে কেন্দ্রীয় সরকার।। সঞ্চিত অর্থে প্রবীণদের সংসারখরচ নির্বাহ করা এক দুঃস্বপ্নে পরিণত হইয়াছে। এর বাইরেও কিছু সুবিধা পাইতেন তাহারা

বাংলাদেশ সীমান্তে পাচারচক্রের পর্দাফাঁস, ৬ রিভলভার, ১২ রাউন্ড গুলি, মাদক-সহ গ্রেফতার ২

বসিরহাট, ১৪ ডিসেম্বর (হি. স.) : রিভলভার, গুলি এবং তরল মাদক-সহ দুই দুষ্কৃতীকে হাতেনাতে গ্রেফতার করল বসিরহাট পুলিশ। বাংলাদেশেই সেগুলি পাচার করা হচ্ছিল বলে প্রাথমিক তদন্তের পর মনে করছে পুলিশ। মঙ্গলবার ঘোজাডাঙ্গা সীমান্ত থেকে ওই দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়।

ধৃতদের আমিন মণ্ডল এবং আজহারউদ্দিন মণ্ডল নামে শনাক্ত করা গিয়েছে। সেখানকার ইটিন্ডা সীমান্ত এলাকাতেই বাড়ি তাঁদের। পুলিশের অনুমান, বাংলাদেশে মাদক এবং অস্ত্র পাচার করছিলেন অভিযুক্তরা। বসিরহাট পুলিশের ডিএসপি হেড কোয়ার্টার গোলাম সরোয়ার জানিয়েছেন, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে গভীর রাতে ইটিন্ডার কলবাড়ি থেকে অভিযুক্তদের গ্রেফতার করা হয়। মঙ্গলবার বসিরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হয় দু'জনকে। ধৃতদের কাছ থেকে ৬টি রিভলভার, ১২ রাউন্ড গুলি এবং ১০ লিটার তরল মাদক উদ্ধার করা হয়েছে। সীমান্তের ওপারে সেগুলো পাচার করা হচ্ছিল বলে অনুমান। সেগুলি কোথা থেকে এল, আর কে কে এর সঙ্গে যুক্ত, ধৃতদের জেরা করে তা জানার চেষ্টা করছে পুলিশ। বসিরহাট মহকুমায় স্থলপথ এবং নদীপথ মিলিয়ে ২২১ কিলোমিটার সীমান্ত এলাকা রয়েছে। এর মধ্যে সামান্য অংশই কাঁটাতারে ঘেরা। তার বাইরের এলাকার একটা বড় অংশে অপরাধমূলক কাজকর্ম চলে। সমুদ্রলাগোয়া অঞ্চলগুলিতে নদীগুলিতে যদিও সীমান্তরক্ষী বাহিনীর জাহাজ টহল দেয়। ভাসমান আউটপোস্ট এহবং স্পিডবোটেও টহল দেওয়া হয়।

সিপিএমকে কংগ্রেসের গোপন মদত দেওয়া দেখে ওই দল ছেড়েছিলাম, গোয়ায় মমতা

পানাজি, ১৪ ডিসেম্বর (হি.স.) : গোয়ায় তীব্র ভাষায় কংগ্রেসকে আক্রমণ করলেন ওই দলের প্রাক্তন যুব নেত্রী তথা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কংগ্রেসের তোলা গোপন আঁতাতের বিরুদ্ধে সরব হয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, সিপিএমকে কংগ্রেসের গোপন মদত দেওয়া দেখে ওই দল ছেড়েছিলাম। মঙ্গলবার গোয়ার রাজধানী পানাজির জনসভায় কংগ্রেসকে নিশানা করে তিনি এও বলেন, আপনারা নিজেরা কিছু করছেন না বলে, অন্য কেউ কিছু করবে না, এমন ভাবনা ভুল।গোয়ার আসানোরায় তৃণমূলের সভায় মমতা তাঁর কংগ্রেস ছাড়ার কারণও ব্যাখ্যা করেন। তৃণমূলনেত্রীর অভিযোগ, "আমরাও কংগ্রেস করতাম। কিন্তু দেখেছি কংগ্রেস বরাবর গোপন সমঝোতা করে। পশ্চিমবঙ্গে সিপিএম আমাদের মারত। আর কংগ্রেস নেতৃত্ব সিপিএমের সঙ্গে গোপন সহযোগিতা করত। আমার শরীরের এমন অংশ নেই যেখানে আঘাত লাগেনি। অপারেশন হয়নি। হাত, পা, মাথা সব। কিন্তু তবুও সিপিএমকে কংগ্রেসের গোপন মদত দেওয়া দেখে ওই দল ছেড়েছিলাম।" বিজেপি-র বিরুদ্ধে লড়াইয়ে কংগ্রেসের আন্তরিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে মমতা বলেন, "তৃণমূল, এমজিপি এবং অন্যদের নিয়ে জোট তৈরি হয়ে গিয়েছে। এই জোটই এখন গোয়ায় বিজেপি-র মূল প্রতিপক্ষ।"

গোয়ার সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ সম্পর্কের কথা বোঝাতে গিয়ে মমতা জানান, দ্বিতীয় ইউপিএ সরকারের রেলমন্ত্রী থাকাকালীন তিনি গোয়ায় আন্তর্জাতিকক চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধনে এসেছিলেন। দুর্ঘটনা এড়াতে রেলের 'অ্যান্টি কলিশন ডিভাইস' তৈরির কারখানা তৈরি করেছিলেন গোয়ার মারগাঁওয়ে। পানজিমের সভায় 'জয় গোয়া' স্লোগানও দেন তৃণমূল নেত্রী। বাংলা-গোয়ার সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন বোজাতে উল্লেখ করেন পঞ্চাশের দশকের জনপ্রিয় ছবি হাওড়া ব্রিজের 'মেরা নাম চিং চিং চু' গানের জনপ্রিয়তার কথা।আসানোরার পাশাপাশি মঙ্গলবার বিকেলে রাজধানী পানাজি সহযোগী দল মহারাষ্ট্রবাদী গোমন্তক পার্টি (এমজিপি)-র সঙ্গে যৌথ সভা করেন মমতা।

বই দেখলেই মন ভালো হয়ে যায়

সুখেন্দু হীরা

ছাত্রজীবনে দেখতাম উপনয়নে বন্ধুরা গল্পের বই উপহার পেত। তার মধ্যে শরৎ রচনাসমগ্র বা বঙ্কিম রচনাবলীও থাকত। এসব দেখে আমার ভীষণ লোভ হত। আর ভাবতাম, ইস আমি যদি ব্রাহ্মণ হতাম তাহলে কী ভালোই না হত। আর গল্পের বই পাওয়া যেত স্কুলের পরীক্ষায় প্রথম, দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্থান দখল করলে। তাই ছেলেবেলায় ধারণা ছিল গল্পের বই শুধু উপহার হিসেবে পাওয়া যায়। স্থানীয় যে বইয়ের দোকান ছিল তা ছিল মূলত পাঠ্যবইয়ে ঠাসা। দু-চারটি গল্পের বই থাকত। বিয়ে বা উপনয়ন বাঁধলে সেগুলোর খোঁজ পড়ত। আমাদের ছোটবেলায় বইয়ের জগৎ ছিল লাইব্রেরি। রবীন্দ্রনাথের কথা ধার করে বলা যায়, জ্ঞানসমুদ্রের শত বৎসরের কল্লোল এখানে বাঁধা আছে। এখানে বই দেখা যেত, ছোঁয়া যেত, কিন্তু পড়ার জন্য একটির বেশি বই পাওয়া যেত, ছোঁয়া যেত, কিন্তু পড়ার জন্য একটির বেশি বই পাওয়া যেত না। তখন কলেজ স্ট্রিট সম্পর্কে সম্যাক ধারণা ছিল না। খবরের কাগজে পড়ে বইমেলা ও গ্রন্থমেলা সম্পর্কে জেনেছিলাম। এখন সম্পূর্ণ সরকারি ব্যবস্থাপনায় গ্রন্থমেলার আয়োজন হত। আর গিল্ডের ব্যবস্থাপনায় বইমেলা অনেক বেশি জনপ্রিয় ছিল। সরকার পরে গ্রন্থমেলা বন্ধ করে দেয়। বইয়ের মেলায় বই দেখার জন্য বাবার কাছে বায়না ধরলাম নিয়ে যাওয়ার জন্য। আমরা আকুলিতে সাড়া দিয়ে বাবা আমাকে নিয়ে বইমেলায় আসেন। তখন আমার ক্লাস নাইন। তখন রবীন্দ্রসদনের উল্টোদিকের মাঠে বইমেলা বসত। সেই শুরু তারপর থেকে প্রতি বইমেলায় গেছি। মাঝে তিন বছর বাদ গেছে। চাকরিসূত্রে কলকাতা থেকে দূরে থাকার জন্য। মাধ্যমিকের পর স্বঘোষিত সাবালক হয়ে বাবার হাত ছেড়ে বন্ধুদের সঙ্গে দল বেঁধে, কখনও সঙ্গীর অভাবে একা বইমেলা এসেছি। একা একা বইমেলায় ঘোরার আলাদা মজা। নিজের মতো করে ঘোরা যায়। বই দেখা যায়। সঙ্গে কেউ একজন থাকলেও ভালো। কিছু চোখ এড়িয়ে গেলে নজরে এনে দেয়। মনের ভাব বিনিময় করা যায়। কেনার সিদ্ধান্ত নেবার আগে আলোচনা করা যায়। দলবদ্ধভাবে গেলেও অনেক মজা। তুই কী কিনলি, তুই কী কিনলি দেখি? একে অন্যের থলে বয়ে হৈ হৈ করে কাটানো যায়। অর্থাৎ বইমেলা গেলেই আনন্দ। প্রথম বইমেলা দেখে যে অনুভূতি হয়েছিল তা হল এ তো হাজার হাজার লাইব্রেরি। এত বই একসাথে। নেড়েচেড়ে দেখ। বই খুলে অন্যের আগোচরে বইয়ের ঘ্রাণ নিয়ে নাও। সুচিপত্র যাচাই কর। দু'লাইন চোখ বুলিয়ে নাও। বই ছুঁয়ে দেখার আনন্দই আলাদা। আমার বই পড়ার থেকে বই দেখলে, বই ঘাঁটতে বেশি ভালো লাগে। পছন্দমতো বই পারলে কিনে নাও। এত আনন্দ আগে কখনও পাইনি। সেই আনন্দ

এখনও প্রবহমান। মাঝে ও তিনবছর কলকাতা বইমেলা আসতে পারিনি বটে, কিন্তু যে জেলায় ছিলাম, সেখানকার জেলা বইমেলা দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। শুধু জেলা বইমেলা নয়, স্থানীয় বইমেলাও দেখতে ছুটে গেছি। এমনকী ছাত্রজীবনে আমাদের বাড়ির কাছে পানিহাটি বইমেলাতেও যেতাম। জেলা তথা স্থানীয় বইমেলায় গেলে স্থানীয় সাংস্কৃতি ও সংস্কারের সঙ্গে পরিচিত হওয়া যায়। স্থানীয় লেখকরা লিটল ম্যাগাজিনের স্টলে তাঁদের ফসল মেলে ধরনে। আঘ্রান নেওয়া যায় মাটির গন্ধের জানা যায় জেলা সম্পর্কে, চেনা যায় মানুষজন।

জার্মানি। সম্মিলিত জার্মানি নতুন উন্মাদনা। কী সুন্দর পত্রিকা। ত্রৈমাসকি পত্রিকা চিল। বাড়িতে ডাকে পৌঁছে যেত। হঠাৎ একদিন বন্ধ হয়ে গেল। সোভিয়েত দেশের স্টলে রাদুগা প্রকাশনীর রূপকথা ও মহাকাশ অভিযানের সুদৃশ্য বই পাওয়া যেত। একবার প্রাপতি হল আনন্দবাজার পত্রিকার সাতদিনের সংবাদপত্রে মিনিয়েচার সংস্কার। দু'হাজার তিনের বইমেলায় 'দেশ' পত্রিকার সত্তরতম বর্ষে দেশও আমি নামে একটি মিনি বই। প্রতিদিন-এর স্টল থেকে মিলত নাখোশ। অর্থাৎ টিস্যু পেপারে তৈরি নাক ঢেকে রাখার মাস্ক। বাবা লোকনাথ ব্রহ্মচারীর ছবি প্রথম বইমেলাতে দেখি। তখন বিনামূল্যে বিভিন্ন সাইডের ছবি বিতরণ করা হত। বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থার দেওয়াল ক্যালেন্ডার, পকেট ক্যালেন্ডার তো ছিলই। ইদানীং এগুলোর চল কমেছে। হয়ত অত্যধিক ভিড়ের দাবি সামাল দেওয়া সম্ভবপর নয় বলে। তাছাড়া এই বই পার্বেনের সময় বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় বই নিয়ে যে আলোচনামূলক রচনা বেরোয় তা থেকে বিবিধি পুস্তক বিষয়ে জানা যায় এবং বই নিয়ে সম্যক ধারণা গড়ে ওঠে।

কলকাতা বইমেলা নিয়ে অন্যতম আলোচ্য বিষয় বইমেলার পরিবর্তন। অর্থাৎ আগের বইমেলার থেকে এখনকার বইমেলার পার্থক্য। আমার চোখে পড়ে পার্থক্য ভিড়। এখন বইমেলায় খুব ভিড় হয়। প্রথমদিকে কোনও স্টলে লাইন দিয়ে ঢুকতে হত না। কয়েকবছর বাদে বড় বড় পাবলিশার্সের স্টলে লাইন বাধ্যতামূলক হয়ে গেল। খাবারের দোকান নিয়ে অনেকে আপত্তি করেন। তখনও খাবারের দোকান ছিল। এখন হয়ত বেশি। আমা বইমেলা গেলেই বেনাফিসের চপ খেতাম। বছরের একবারই খেতাম। মেলার স্থান পরিবর্তন পাঁচ জায়গায় দেখেছি। রবীন্দ্রসদনের সামনের ময়দান , পার্কস্ট্রিট ক্রসিংয়ের কাছে ময়দান, সল্টলেক স্টেডিয়াম। মিলনমেলা আর এখন বিধাননগর মেলা প্রাঙ্গাণ। সব জায়গাতেই প্রধান শত্রু ধুলো। মিলনমেলাতে ধুলোর পরিমাণ কম ছিল। মাঝে একবার ময়দানে ধুলো বিনাশ করেছিল বিশেষ প্রক্রিয়াতে। অন্যবার কেন সেটা হয়নি বা কেন হয় না জানি না। বিধাননগর মেলায় পথে ধুলো কম, স্টলের ভেতরে দুলো বেশি। জানিনা সেটা কার্পেটের জন্য কিনা। যেহেতু পথ বাঁধানো তাতে ধুলো কম। স্টলের কার্পেটে ধুলো তাড়ানোর জন্য ভ্যাকুয়াম ক্লিনার ব্যবহার করা যেতে পারেস। সবাই বলে বইমেলায় এত ভিড় তবে পাঠক কেন কমে যাচ্ছে। আপনারা যদি কলেজ স্ট্রিটে যান দেখবেন প্রতিদিন। কী পরিমাণে বই বিক্রি হয়। বিভিন্ন জেলা থেকে পুস্তক বিক্রেতারা বা সাধারণ পাঠক যেভাবে ভিড় করে কলেজ স্ট্রিটে, তখন মনে হয় না পাঠক কমে গেছে। সার্বিকভাবে সাধারণ পাঠক কমে গেছে। না হলে স্থানীয় লাইব্রেরিগুলো বন্ধ হয়ে যেত না। জেলা বা টাউন লাইব্রেরিতে এখন পাঠক ধরে রাখতে পাঠ্যবইয়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার বই রাখতে হয়। অবশ্য এই বই রাখা দোষের কিছু নয়। আমি এরকম বন্ধ হয়ে যাওয়া লাইব্রেরির কর্মকর্তার সঙ্গে কথা বলেছি। ওনাদের কথায় লাইব্রেরির প্রধান পাঠক ছিল বাড়ির মা মাসি বোনেরা। গৃহকর্ম থেকে যে অবসর সময় পেতেন সেই সময় ওনারা গল্পের বই পড়তেন। এখন সেই সময়টা দখল করে নিয়েছে টিভি সিরিয়াল। কিন্তু পুস্তক বিক্রেতা বা পুস্তক প্রকাশনা সংস্থার ব্যক্তব্য সিরিয়াস পাঠক বরাবর ছিল, এখনও আছে। কারা বরাবর বই কিনে পড়েন। সেই অনুপাতে পাঠক বাড়ল না কেন? এটা গবেষণার বিষয় হতে পারে। পাঠক সংখ্যা বাড়ছে না, অথচ দিকে দিকে বইমেলা হচ্ছে। ভই পড়ছি না, কিন্তু বইমেলায় যাচ্ছি। এই বৈপরীতা অনেকের কাছে এক প্রকার গণভণ্ডামি মনে হতে পারে। কিন্তু বইমেলার প্রয়োজন আছে। যেভাবে জাপানে একটি মেয়ের স্কুলে যাবার জন্য ট্রেন চালানো হত। যেমন একজন ভোটারের জন্য গুরজাতে একটি বুথ আছে। প্রকৃত পাঠকের জন্য বইমেলার সত্যি প্রয়োজন আছে। খবরের কাগজে পড়ি কলেজ স্ট্রিটের বহু প্রকাশনা সংস্থা তাদের বছরকার রুটিরুজির ব্যবস্থা বইমেলাতে করে দেন। নামি প্রকাশনা সংস্থা ও ক্ষুদ্র প্রকাশনা সংস্থা উভয়েরই বক্তব্য বইমেলা তাদের কাছে বিজ্ঞাপন দেওয়ার জায়গা। একসঙ্গে অনেক লোকের কাছে তাদের প্রোডাক্ট তুলে ধরতে পারে। অনেকে ভইমেলা গিয়ে সমস্ত স্টল ঘুরে ক্যাটালগ সংগ্রহ করে আনেন। তারপর প্রয়োজনমতো কলেজ স্ট্রিট থেকে বই কিনে নেন। এটাই বা কম কীসের। বিভিন্ন প্রকাশনার বই দেখে তুল্যমূল্য বিচার করে কোনও বিশেষ বিষয়ের বই পছন্দ করা যেতে পারে। এ সুযোগ তো আর কোথাও পাওয়া যাবে না। অনেকে অনুযোগ করেন কিছু লোক বইমেলায় আসে ফুডকোর্ট থেকে খাবার খেয়ে, বইয়ের স্টলের সামনে সেলফি তুলে ফেসবুকে স্ট্যাটাস দেওয়ার জন্য। খাওয়ার ব্যাপারে আমরা স্মরণ করতে পারি গৌতম বুদ্ধের কথা খালি পেটে জ্ঞানচর্চা হয় না। বইয়ে স্টলের সামনে সেলফি তুলে স্যাটাস দিলে ক্ষতি কী? মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে দেবতার দর্শন তো হল, পূজা নাইবা করল। আমার তো বই দেখলেই মন ভালো হয়ে যায়, বই পড়ার আগেই। তাই বইমেলায় সহস্র পুস্তক প্রকাশিত হোক, মনেপ্রাণে এই শুধু চাওয়া।

(সৌজন্যে-দৈ : স্টেটসম্যান)

ফুলগুলো সরিয়ে নাও

স্বাগত দাস

কোমরে একটা লাথি পড়তেই আধোঘুমের মধ্যে আতঙ্কে কুঁকড়ে গেল বছর দশকের ছোট্ট রোগা শরীরটা। তারপর বিলাসবহুল ফ্ল্যাটের রান্নাঘরের মেঝেতে পাতা চটের বিছানা থেকে চুলের মুঠি ধরে কাজের মেয়েটিকে সটান তুলে দাঁড় করিয়ে দেন সুখী সংসারের গিন্নি, ঠেলে দেন গ্যাস-বার্নারের দিকে। ঝাঁজালো গলায় হিসহিসিয়ে ওঠেন, 'পই পই করে বলেছিলুম ভোরে খোকার সঙ্গে বসে সবাই মিলে মহালয়া শুনব, ঠিক সাড়ে চারটের মধ্যে আদা দিয়ে গরম চা করে দিবি, আর হারামজাদি পাঁচটা পর্যন্ত পড়ে পড়ে ঘুম দিচ্ছিস? ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে চায়ের জল চড়াতে থাকা শরীরটারি দিকে বাঁকা চোখে তাকিয়ে, কর্তা যোগ করেন, কলকাতার চাল জল পেটে পড়ে খুব তেল হয়েছে, দাও না বসিয়ে আরও ঘা কতক। বাইরের তরল অন্ধকারে আলোর আঁচড় পড়েছে তখন। আশ্বিনের শারদপ্রাতে খোকার ঘরের এফ এম রেডিও থেকে ছড়িয়ে পড়ছে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রর গলায় শ্রীশ্রীচণ্ডীর একাদশ অধ্যায়, 'নারায়ণীস্তুতি'-র সেই অমোঘ স্বীকৃতি 'বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি ভেদাঃ/ স্ত্রিয়াঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু মন্ত্র শুনতে শুনতে অভ্যাসবশে কপালে হাত ঠেকাচ্ছেন কর্তা গিন্নি। আড়াই হাজার বছরের আবহমান মন্ত্র বলতে চাইছে, 'হে দেবী, সকল বিদ্যা যেমন আপনারই অংশ, তেমনই জগতের সকল গুণান্বিতা স্ত্রীমূর্তি আপনারই বিগ্রহ'। পরিণত হচ্ছে শূন্যগর্ভ উচ্চারণে। বালিশ-ভেজানো কান্নায় বিনিদ্র রাত কাটাল কমনীয় চেহারার যে তরুণ, তার খোলা পিঠে চামড়ার বেল্টের মারে ফুটে ওঠা লম্বা লম্বা দাগ। তার অপরাধ সঙ্গিন—তার পুরুষশরীরে লুকিয়ে থাকা রাধা যে এই জনমেই পেতে চেয়েছে নিজের বনমালীকে। সেই অপরাধ প্রকাশ পেতেই বাবার হাতে উঠে এসেথে বেল্ট, কাক-জ্যাঠাদের মুখে অনার কিলিংয়ের হুমকি, 'আরেক দিন যদি ওই ছেলেটার সঙ্গে ঘুরতে দেখেছি বা ওই রকম মেয়েলিপনা করতে দেখেছি, আমরাই খুন করে ফেলব তোকে। আশ্বিনের ভোরে বারবার ঘর থেকে তার কানেও আসছে বীরেন্দ্রকৃষ্ণের কণ্ঠে সেই নারায়ণীস্তুতি। আর কী আশ্চর্য, সেই স্তব ক্রমশ ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিব-সহ সমস্ত পরাক্রান্ত পুরুষ দেবতার নারীসত্তার বর্ণনায় পৌঁছে যাচ্ছে। নারীসুলভ সেই পুরুষ শুনছে, 'ত্রিশূলচন্দ্রাহিধরে মহাবৃষভ বাহিনি/ মাহেশ্বরীস্বরূপেণ নারায়ণী নমোহস্তুতে। সে ও কি দেখতে পাচ্ছে ত্রিশূলচন্দ্রাহিধরে মহাবৃষভ বাহিনি/ মাহেশ্বরীস্বরূপেণ নারায়ণী নমোহস্তুতে। সে-ও কি দেখতে পাচ্ছে ত্রিশূল, চন্দ্র এবং অহি—অর্থাৎ সাপ ধারণ করে যে পরমা নারীমূর্তি বিশাল বৃষভ বা ষাঁড়ের পিঠে বাহিত, তিনি কিন্তু শিবের গৃহিণী পার্বতী নন, তিনি মাহেশ্বরী-দেবাদিদেবের প্রত্যক্ষ নারীরূপ বা নারীসত্তা। যে মারমুখী বাবা দিচ্ছিলেন রঢ় ধাক্কায় বলে উঠেছিলেন, একটা পাপের জন্ম দিয়েছ তুমি তিনিও তদশতভাবে শুনছেন, 'শঙ্খ চক্র দগা শার্ঙ্গগৃহীত পরমায়ুধে/ প্রসীদ বৈজ্ঞাবীরূপে নারায়ণী নমোহস্তুতে। কিন্তু বুঝছেন কি তিনি যে বিষ্ণুর পত্নী লক্ষ্মী কখনওই শঙ্খ-চক্র, গদা-পদ্ম ধারণ করেন না, বৈকুণ্ঠে স্বামীর পদসেবায় তাঁর অধিকার। এই বৈষ্ণবী কে ? ইনি বিষ্ণু জায়া নন, ইনি বিষ্ণার এক অল্টার ইগো, তাঁর নারীসত্তার পরম প্রকাশ।

> পৃথীবার অন্য কোনও প্রধান ধর্মের একটি মান্য গ্রন্থে স্ত্রী-জাতিকে প্রকৃতির ধাত্রী-শক্তি জ্ঞানে এবং পুরুষ দেবতায় অভিভাবকত্বের বাইরে এভাবে পুজো করতে শেখানো হয়েছে কি? কিন্তু সেই অনন্যতা হারিয়ে গিয়েছে মনুস্মৃতি ও ব্রাহ্মণ্যবাদ থেকে জন্ম নেওয়া বিধিনিষেধের বেড়াজালে। বাস্তব কী কালো রঙে ঘেরা।

নিজের বছর দেড়েকের রংচি মেয়েটাকে কোলে করে শ্বশুরবাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন এক মা। সম্বল ছিল শুধু সারা গায়ে কালশিটের দাগ। শাশুড়ি তখন তারস্বরে জানিয়ে দিচ্ছেন পাড়া প্রতিবেশীদের কোথা থেকে একটা ডাইনি এসে জুটেছিল, চালচলন সব খারাপ, ছেলেটাকে তো একদিনের জন্যও সখী হাতে দিয়েছে। তিল তিল খেটে সেই মা আজ একটা মার্কেটিং কোম্পানির সিনিয়র বাইস প্রেসিডেন্ট সেল্‌স। মেয়ের ১৫ বছরের জন্মদিনে নেমন্তন্ন করেছিলেন দু'দিকেরই অনেক আত্মীয়কে। স্কুলে বরাবর ফার্স্ট হয়ে আসা মেয়েটি পরে নিজের মুখ কিছু না বললেও মা শুনে ফেলেছিলেন তাঁর আড়ালে পিসি-মাসির দল ভরপেট খেয়ে উঠে কেমন করে জেরা করছে তাঁর মেয়েতে, হ্যাঁ রে, তোর মা রোজ অনেক রাত করে বাড়ি ফেরে না? ওর তো এখন অনেক ছেলে বন্ধু? তোদের বাড়িতে এতগুলো রাত কাটানোর পর, আশ্বিনের ভোরে এই মায়ের ঘরেও ধ্বনিত হয় বীরেনবাবুর চণ্ডীপাঠ। অননুকরণীয় সেই কণ্ঠস্বর ফুটিয়ে তোলে স্বেচ্ছধীন এক মহাদেবীকে বাহন, যাঁর কাজ দানবদলন করে বিশ্ব সংসারের এমনকী, মহাপরাক্রান্ত দেবতাদেরও রক্ষা কার। নারীদের জন্য পচিত সংসারের মস্ত নিষেধের গণ্ডি গুঁড়িয়ে দিয়ে সেই মহাদেবী যুদ্ধের তুঙ্গ মুহূর্তে, মধু তথা সুরাসব পান করতে করতে রক্তবদনা হয়ে সিংহের পিঠে দাঁড়িয়ে মহিষাসুরকে চরম প্রতিস্পর্ধায় বলে উঠতে পারেন, গর্জ গর্জ ক্ষণং মূঢ় মধু যাবৎ পিবামাহম/ ময়া ত্বয়ি হতেইতৈরির গর্জিষ্যান্ত্যাশু দেবতাঃ (রে মূঢ়, যতক্ষণ আমি মধুপান করি, ততক্ষণ তুই গর্জন করে নে। আমি তোকে বধ করলেই দেবতারা এখানে শীঘ্রই গর্জন করবেন। খণ্ড খণ্ড গল্প। দেখা, না-দেখায় মেশা। বহুশ্রুত ও বহুদৃষ্ট অভিজ্ঞাতায় অশ্রুপরিচয়। মজা এই যে, মার্কণ্ডেয় ঋষির অক্ষরমালা এখন ও নারীসত্তার উদ্‌যাপন করে, যাঁকে বাস্তবে প্রতিদিন অপমান উপেক্ষা ও প্রহার করে বাঁচে এই পুরুষ পধান সমাজ। নিদান হাঁকার বেলায় কখনও শরিয়াতি আইন আসে তো কখনও তার জায়গা নেয় মনুস্মৃতির প্রক্ষিপ্ত শ্লোক। দেবীপক্ষে লাল শালুতে মোড়া শ্রী শ্রী চণ্ডী ফুল-বেলাপাতার স্তূপের তলিয়ে যায়। বইটির পুজো হয় এর শ্লোকগুলির অর্ধগ্রহণ হয় না।

পৃথিবীর অন্য কোনও প্রধান ধর্মের একটি মান্য গ্রন্থে স্ত্রী-জাতিকে প্রকৃতির ধাত্রী শক্তি জ্ঞানে এবং পুরুষ দেবতার অভিভাবকত্বের বাইরে এভাবে পূজো করতে শেখানো হয়েছে কি? সম্ভবত না। কিন্তু এই অনন্যতা হারিয়ে গিয়েছে হিন্দু ধর্মেরই কড়াকড়িতে। মনুস্মৃতি ও ব্রাহ্মণ্যবাদ থেকে জন্ম ন্যেয়া বিধিনিষেধের বেড়াজালে। আমরা ভুলে গিয়েছি, চণ্ডীগ্রন্থে শিবের উল্লেখ থাকলেও, দেবীর সঙ্গে তাঁর কোনও বিশেষ সম্পর্ককে প্রাধান্য দেওয়া হয়নি। নারীশক্তির প্রতিভূ এই দেবী কারও ভার্যা, কারও কন্যা ইত্যাদি পরিচয়ের অনেক ঊর্ধ্বে, অনাদ্যন্ত ব্রহ্মস্বরূপিণী-স্বয়ংসম্পূর্ণা।

(সৌজন্যে-সংবাদ প্রতিদিন)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

পুরভোটে ‘নোটা’-তে রায় দিতে ভোটদাতাদের কাছে আর্জি গৃহমালিক সমিতির

কলকাতা, ১৪ ডিসেম্বর (হি. স.) : আগামী পুরভোটে ‘নোটা’-তে রায় দিতে ভোটদাতাদের কাছে আবেদন জানাচ্ছে গৃহমালিক সমিতি।

বাড়িভাড়া আইনের নানা সমস্যায়ও জটিলতা, প্রয়োগে প্রশাসনিক অনিচ্ছা, গাফিলতি প্রভৃতির প্রতিবাদেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে মঙ্গলবার জানিয়েছেন দি ক্যালকাটা হাউস ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সুকুমার রক্ষিত।

ধার্য কর ও সম্পত্তির মূল্যায়ন সম্পর্কে সংগঠনের এক কর্মকর্তা জানান, “আয়কর আইন অনুযায়ী ”ভাড়ার উপার্জন” একটি আয়। চাকরি, ব্যবসা ইত্যাদি থেকে আয়ের মতন ভাড়া-থেকে-আয় সিদ্ধ, গর্বের ও গোপনীয়। আয়কর দফতরেরই অধিকার আছে আয়ের তথ্য জানবার। পুরসভার কাজ পৌর পরিষেবা দেওয়ার। তার কী অধিকার বা প্রয়োজনীয়তা থাকতে পারে ”কে কত টাকা ভাড়া পায়” তা জানার? তার প্রয়োজনই বা কী? এলাকায় পৌর পরিষেবা দিতে কত খরচ হয় তার হিসেব কোনও শক্ত অঙ্ক নয়। পুরনো হিসেব থেকেই তা পাওয়া যাবে। এই খরচ সবার মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দেওয়া দরকার।

পৌর পরিষেবা ভোগ করে ব্যক্তি, সম্পত্তি নয়। সুতরাং তা ব্যক্তির দেয়। যত লোক, তত পরিষেবার খরচ ও চাহিদা। সুতরাং মাথা পিছু পৌর কর যুক্তিযুক্ত, বিতর্কহীন ও সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক। এক ভোট, এক কর। গরিবের কী হবে ভাবার কাজ পুরসভার নয়। তথাকথিত ”গরিব” যদি খোলা বাজারে সব জিনিস কিনতে পারে, মাথাপিছু কর দেবার অভ্যেসও তার ধীরে ধীরে হয়ে যাবে। পরিষেবার খরচা বাড়লে, মাথাপিছু করও বাড়বে। প্রশাসন দুর্নীতিমুক্ত হবে। প্রয়াত প্রাক্তন মেয়র সুব্রত মুখার্জি স্বীকার করেছিলেন যে কলকাতা পুরসভার অ্যাসেসমেন্ট ইন্সপেক্টররা অনেকেই ঘুষখোর। বিনা অ্যাসেসমেন্টে পুরসভা দিব্যি চলতে পারে।“

গত ৪ ডিসেম্বর সংগঠনের দৃষ্টিভঙ্গি ও ভবিষ্যৎ কর্মকান্ড নিয়ে শোনা হয় সদস্যদের ব্যক্তিগত সমস্যা। আগে কখনও এভাবে আলোচিত হবার সুযোগ পায়নি। সভা একটু দীর্ঘায়িত হলে আলোচনা হত আরও অনেক। এই সমস্যা একার নয়, একার পক্ষে এর সুরাহাও সম্ভব নয়। তাই সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি। সঙ্ঘ প্রসারিত না-হলে পরিষেবা ও যোগাযোগ থাকে সীমিত। সঙ্ঘের প্রসারনের জন্য প্রয়োজন জায়গা। প্রতি ওয়ার্ডে চাই কমিটি। তার জন্যে তো বটেই, কমিটির প্রচার ও পরিষেবা দেওয়ার জন্যেও চাই নিয়মিত বৈঠক। তার জন্যেও চাই। প্রত্যেক সদস্যকে অনুরোধ করা হচ্ছে নতুন ওয়ার্ড কমিটি ও বৈঠকের সম্ভাব্য জায়গার খবর রাখতে ও সাধারণ সম্পাদকের নজরে আনতে।

ভক্তদের হাত ধরে বিদেশে যাচ্ছে নবদ্বীপের কাঠের সিংহাসন

নদিয়া, ১৪ ডিসেম্বর(হি. স.) : শুধু রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত নয়, এবার বিদেশেও পাড়ি দিচ্ছে নদিয়ার নবদ্বীপের শিল্পীদের তৈরি কাঠের সিংহাসন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর হরিনাম সংকীর্তনের টানে দেশ-বিদেশের ভক্তরা নবদ্বীপ এবং মায়াপুরে আসেন। ভক্তরা নবদ্বীপের কাঠমিস্ত্রিদের তৈরি সিংহাসন কিনে নিয়ে যান। ইতিমধ্যেই ইসকনে আশা বিদেশি ভক্তদের হাত ধরে এখানকার তৈরি কাঠের সিংহাসন আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, রাশিয়া, ইউরোপ প্রভৃতি দেশে পাড়ি দিয়েছে। ফলে বিদেশের মাটিতেও নবদ্বীপের সিংহাসনের বেশ কদরও রয়েছে। এতে খুশি শিল্পী ও ব্যবসায়ীরা। তাঁরা বলেন, সরকারি সাহায্য ও সহযোগিতা পেলে আন্তর্জাতিক বাজারে সিংহাসনের চাহিদা বাড়বে।ফলে ব্যবসার উন্নতিও সম্ভব হবে। এব্যাপারে নবদ্বীপ পুরসভার প্রশাসক বিমানকৃষ্ণ সাহা বলেন, শিল্পীরা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করলে অবশ্যই বিষয়টি রাজ্য সরকারের নজরে আনব। আমার বিশ্বাস, সরকার শিল্পীদের পাশে দাঁড়াবে।

শহরের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে বেশ কিছু ছোট-বড় সিংহাসন কারখানা। ওই কারখানাগুলিতে প্রায় শতাধিক মানুষ যুক্ত। প্রতিদিনই শিল্পীরা বাটালি ও হাতুড়ির সাহায্যে সুন্দর কারুকাজের মাধ্যমে বিভিন্ন আয়তনের সিংহাসন তৈরি করেন। সিংহাসনের আবার হরেক রকম নাম রয়েছে। কোনওটির নাম নিতাই, গোরা। কোনওটি আবার গোপাল, রাধামাধব, বৃন্দাবনী। আবার কোনওটি গম্বুজ, তারা মা, রথ প্রভৃতি। নবদ্বীপের কাঠের সিংহাসনের চাহিদা স্থানীয় মঠ মন্দিরেও রয়েছে। এরাজ্যের বিভিন্ন জায়গা এমনকী ভিনরাজ্যেও এর ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। শিল্পীদের দাবি, সরকারি সাহায্য পেলে এই শিল্পের আরও উন্নতি সম্ভব। তাতে অনেকেরেই কর্মসংস্থান হবে। জানা গিয়েছে, কেউ সেগুন কাঠ, কেউবা শিরীষ বা আকাশমনি কাঠ দিয়ে সিংহাসন তৈরি করছেন। ডিজাইনের উপর দাম নির্ধারণ হয়। ছোট সিংহাসনের দাম একটু কম। সাড়ে তিন-চার হাজার টাকায় তা বিক্রি হচ্ছে। সেগুন কাঠের মাঝারি আয়তনের সিংহাসনের দাম ৩০-৪০ হাজার টাকা। স্থানীয় বাসিন্দা মানিক ঘোষ বলেন, ১৫ বছর ধরে এই সিংহাসন তৈরির কাজ করছি। সেগুন কাঠের সিংহাসনের চাহিদা ভালোই আছে। হাতুড়ি ও বাটালি দিয়ে সুন্দর কারুকাজ করতে হয়। সারাদিন পরিশ্রম করলে ৫০০ টাকা মজুরি পাই। বাইরের ভক্তরা এসে সিংহাসন পছন্দ করে যান। পরে অনেকে যোগাযোগ করে সিংহাসন বানিয়ে নিয়ে যান।

আমজনতার চাপ বাড়িয়ে দর বেড়েই চলেছে আনাজপাতির

কলকাতা, ১৪ ডিসেম্বর (হি. স.) : নিম্নচাপের জেরে ফসল নষ্ট। দর বেড়েই চলেছে আনাজপাতির। এবার আলুসিদ্ধ ভাত খাওয়ারও জো রইল না। কারণ বাড়ছে আলুর দর। মঙ্গলবার চন্দ্রমুখী আর জ্যোতি আলুর দাম হয়েছে কিলোপিছু যথাক্রমে ২৮ টাকা ও ২৪ টাকা। ৫০ কেজি বস্তার দর ১০০ টাকা বেড়ে গিয়েছে। অথচ হিমঘরগুলিতে পর্যাপ্ত আলু রয়েছে। পূর্ব বর্ধমান জেলা জুড়ে ৭৭টি হিমঘরে মজুত আলুর পরিমাণ ২০ লক্ষ কুইন্টাল। তাও বাজারে আলুর জোগান কমায় আলুর দর বাড়াকে ”মানুষের তৈরি সঙ্কট” বলছেন সাধারণ ক্রেতারা। এ নিয়ে কৃষিমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় জানান, “প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফসল নষ্ট হয়েছে ঠিকই, তবু যে হিমঘরে আলু থাকে। এবার সেই সময়সীমা বাড়িয়ে ৩১ ডিসেম্বর করা হয়েছে। তাতে গোটা জানুয়ারি পর্যন্ত বাজারে আলুর টান পড়ার কথা নয়।

আলু চাষের মরশুম পিছিয়ে যাওয়ায় জ্যোতি আলু লাগানো গেলেও চন্দ্রমুখীর চাষ একরকম করাই যাবে না বলে দাবি কৃষকদের। সবমিলিয়ে ১,০৮,২১০ হেক্টর জমির ধান কমবেশি ক্ষতিগ্রস্ত। ১৪,১১৫ হেক্টর জমির সরষে ক্ষতিগ্রস্ত। অকাল বর্ষণে পরিমাণ আলু হিমঘরে আছে, তাতে আলুর জোগান কম জেলাশাসককে নির্দেশ দিচ্ছি, কালোবাজারি রুখতে কড়া সবজির দফারফা হওয়ায় নতুন করে সবজি বুনে ফলাতে হওয়া উচিত নয়, দাম বাড়াও উচিত নয়। আমি ব্যবস্থা নিতে।” নিয়ম মোতাবেক নভেম্বর মাস পর্যন্ত সময় ও অর্থ দুটোই লাগবে।

চারধাম প্রোজেক্টকে গ্রিন সিগন্যাল সুপ্রিম কোর্টের, রাস্তা চওড়া করার অনুমতি

নয়াদিল্লি, ১৪ ডিসেম্বর (হি.স.): চারধাম জাতীয় প্রকল্পকে সবুজ সঙ্কেত দিয়ে দিল সুপ্রিম কোর্ট। নিরাপত্তার প্রয়োজনে চারধাম সংযোগকারী রাস্তা চওড়া করার অনুমতি দিয়েছে শীর্ষ আদালত। ফলে শীর্ষ আদালতে অনেকটাই স্বস্তি পেল কেন্দ্র। চারধাম জাতীয় প্রকল্প যা গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী, কেদারনাথ ও বদ্রীনাথএই চার ধর্মীয় স্থানকে যুক্ত করবে ৮৯৯ কিলোমিটার রাস্তা। কিন্তু, সমস্যা তৈরি হয় উত্তরাখণ্ডের দেহরাদূনে রাস্তা চওড়াকে কেন্দ্র করে। রাস্তা চওড়া হলে তা পরিবেশের ক্ষতি করতে পারে, এই আর্জি জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে মামলা হয়। মামলাকারীর যুক্তি ছিল, উত্তরাখণ্ডে প্রায়ই ভূমিধসের ঘটনা ঘটছে। গাছ কেটে ফেলার ফলে সঙ্কটে পড়েছে বন্যপ্রাণ। ফলে পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আদালতে কেন্দ্র জানায়, এর সঙ্গে দেশের নিরাপত্তা জড়িয়ে রয়েছে। সীমান্তের একদম কাছে চিন হেলিপ্যাড তৈরি করছে। রাস্তা বানাচ্ছে, যাতে দ্রুত সমরাস্ত্র পৌঁছনো যায়। ফলে নিরাপত্তার খাতিরে এই রাস্তা চাওড়া করা প্রয়োজন। কেন্দ্রের যুক্তি মেনে মঙ্গলবার চারধাম সংযোগকারী রাস্তা ১০ মিটার চওড়া করতে অনুমতি দিয়েছে শীর্ষ আদালত।

এদিন বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়, বিচারপতি সূর্যকান্ত এবং বিচারপতি বিক্রম নাথের ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়েছে, সীমান্তের নিরাপত্তায় কৌশলগত প্রয়োজনে রাস্তা তৈরি করতে হতে পারে। তবে, প্রকল্পের কাজে নজরদারি করার জন্য শীর্ষ আদালতের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে একটি কমিটি তৈরি করতে হবে। যে কমিটি প্রতি চার মাস অন্তর প্রকল্পের অগ্রগতি নিয়ে আদালতকে অবহিত করবে। এই কমিটিতে পরিবেশ মন্ত্রক এবং জাতীয় পরিবেশ গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সদস্যকে রাখতে হবে বলেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

মঙ্গলবার থেকে শুরু হাওড়ার ‘সিনার্জি’

কলকাতা, ১৪ ডিসেম্বর (হি. স.) : মঙ্গলবার থেকে শুরু হয়েছে হাওড়ার ‘সিনার্জি’। দেশের পাশাপাশি বৈদেশিক পুঁজিকে রাজ্যে বিনিয়োগে উৎসাহ দিতে চায় রাজ্য সরকার। সেকারণে এপ্রিলে আয়োজন করা হচ্ছে বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনের। পাশাপাশি বৃহৎ শিল্প পরিকাঠামোর সঙ্গে রাজ্যের নজরে রয়েছে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের মানোন্নয়ন। তারই পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় সিনার্জির আয়োজন করেছে রাজ্য সরকার। হাওড়ার ‘সিনার্জি’-তে ইঞ্জিনিয়ারিং, হোসিয়ারি, পশ্চিম জুয়েলারি সহ অন্যান্য বিষয়ের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হবে। শনিবার উত্তর ২৪ পরগনা দিয়ে শুরু হয়েছে এই সিনার্জি। এই জেলায় মূলত টেক্সটাইল ও হুগলির কৃষিভিত্তিক শিল্পের দিকে বাড়তি নজর দিতে শিল্প, বলা হয়েছে। আগামী ২৮ ডিসেম্বর হুগলির সিনার্জিতে প্রাধান্য পাবে কৃষিভিত্তিক সিল্ক প্রিন্টিং।

নদিয়া ও পূর্ব বর্ধমানকে একসঙ্গে নিয়ে কৃষ্ণনগরে ২৮ ডিসেম্বর এবং বর্ধমান, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়াকে নিয়ে ২২ ডিসেম্বর দুর্গাপুরে সিনার্জি হবে। দুর্গাপুরে লোহা, ইস্পাত, সিমেন্ট, ফ্লাই অ্যাশের ইট, ইঞ্জিনিয়ারিং, পুরুলিয়ার লাক্ষা শিল্পের উপর জোর দেওয়া হবে। কৃষ্ণনগরের সিনার্জিতে গুরুত্ব পাবে টেক্সটাইল, কৃষিভিত্তিক শিল্প ও পর্যটন শিল্প ইত্যাদি। বীরভূম ও মুর্শিদাবাদকে নিয়ে সিনার্জি বসবে ২০ জানুয়ারি। সেখানে কৃষিভিত্তিক শিল্প ও পর্যটনের দিকে বেশি জোর দেওয়া হবে। ২৮ জানুয়ারি দক্ষিণ ২৪ পরগনার সঙ্গে কলকাতাকে জুড়ে দিয়ে একটাই সিনার্জি হবে। খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, সার্জিক্যাল সামগ্রী, আগরবাতি, চামড়া ও পোশাক শিল্পের উপরে জোর দেওয়া হবে। দুই মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রাম জেলাকে নিয়ে পশ্চিম মেদিনীপুরের সিনার্জিতে গুরুত্ব পাবে ইঞ্জিনিয়ারিং, পোলট্রি ফার্ম, কৃষিভিত্তিক শিল্প, শালপাতা, জঙ্গলের সামগ্রীভিত্তিক নানা শিল্প।

৪ জনের শরীরে মিলল করোনার নয়া রূপ, দিল্লিতে ওমিক্রনে সংক্রমিত বেড়ে ৬

নয়াদিল্লি, ১৪ ডিসেম্বর (হি.স.): রাজধানী দিল্লিতে করোনাভাইরাসের নতুন প্রজাতি ওমিক্রনের প্রকোপ ক্রমেই বাড়ছে।

দিল্লিতে আরও ৪ জনের শরীরে মিলেছে ওমিক্রনের হদিশ, নতুন করে ৪ জন ওমিক্রনে সংক্রমিত হওয়ার পর রাজধানীতে মোট ওমিক্রনে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৬। মঙ্গলবার দিল্লির স্বাস্থ্যমন্ত্রী সত্যেন্দ্র জৈন জানিয়েছেন, দিল্লিতে আরও ৪ জনের শরীরে মিলেছে ওমিক্রনের হদিশ, মোট আক্রান্ত বেড়ে হল ৬। ৬ জনের মধ্যে একজন রোগীকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে ৩৫ জন করোনা রোগী এবং ৩ জন সন্দেহভাজন লোক নায়েক জয়প্রকাশ নারায়ণ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

দিল্লির পাশাপাশি রাজস্থানেও বাড়ছে ওমিক্রনের সংক্রমণ। মঙ্গলবার রাজস্থানের স্বাস্থ্যমন্ত্রী পি লাল মীনা জানিয়েছেন, রাজস্থানে আরও ৪ জন ওমিক্রনে আক্রান্ত হয়েছেন। প্রত্যেকের শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল। আগে যাঁরা সংক্রমিত হয়েছিলেন তাঁদের রিপোর্ট এখন নেগেটিভ।

পুরভোটের আগে কলকাতা থেকে উদ্ধার ১ কোটি টাকা, গ্রেফতার যুবক

কলকাতা, ১৪ ডিসেম্বর (হি. স.) : সামনেই পুরভোট। তার আগে খাস কলকাতা থেকে এক কোটি টাকা-সহ গ্রেফতার এক যুবক। ধৃতকে মঙ্গলবার তোলা হবে আদালতে। কোথা থেকে এসেছিল সে? কী কারণে ওই টাকা নিয়ে ঘোরাঘুরি করছিল তা জানার চেষ্টা করছে পুলিশ।

জানা গিয়েছে, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালায় এসটিএফ। তখনই পার্ক স্ট্রিটের অ্যাসেম্বলি অফ গড চার্চের সামনে এক সন্দেহভাজন যুবককে গ্রেফতার করে। ধৃতের নাম প্রীতম পাল। বয়স ২৭ বছর।

মহেশতলার পূর্বপাড়ার বাসিন্দা ধৃত। ধৃতের কাছ থেকে উদ্ধার হয় এই বিশাল পরিমাণ টাকা। এখন, ১ কোটি টাকা কোথা থেকে এল? এই টাকা নিয়ে পুরভোটের আগে ওই ব্যক্তি কোথায় যাচ্ছিল? এই সকল প্রশ্নের কোনও সদুত্তর মেলেনি।

এই ঘটনার সঙ্গে হাওয়ালার যোগের সম্ভাবনাও উড়িয়ে দিচ্ছেন না তদন্তকারীরা। সবদিক খতিয়ে দেখেই শুরু হয়েছে তদন্ত। চলতি সপ্তাহেই কলকাতার পুরভোট। তার আগে এই টাকা উদ্ধার একাধিক প্রশ্ন তুলে দিচ্ছে। পুরভোটের কারণেই কী শহরে আনা হয়েছিল এই টাকা? নাকি এর পিছনে রয়েছে অন্য কারণ? তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে রহস্যভেদ হতে পারে বলে ধারণা তদন্তকারীদের।

সিঙ্গুরে বিজেপি নেতৃবৃন্দ, প্রশ্ন লকেটের অনুপস্থিতি নিয়ে

কলকাতা, ১৪ ডিসেম্বর (হি. স.) : সিঙ্গুরের ধর্ণাস্থলে রাজ্য বিজেপি-র অন্য নেতারা থাকলেও লকেট চট্টোপাধ্যায়ের অনুপস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে নানা মহলে। প্রথমদিকে এই কর্মসূচিতে স্থানীয় সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়ের উপস্থিত থাকার কথা জানা গেলেও পরবর্তীতে জানা যায়, তিনি থাকবেন না। দলের রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার, প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, দলের আর এক প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি রাহুল সিনহা প্রমুখ থাকলেও নিজের এলাকায় দলের কর্মসূচিতে সাংসদের অনুপস্থিতি স্বাভাবিকভাবেই একাধিক প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। উল্লেখ্য, কিছুদিন আগেই বাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে বিজেপি সাংসদদের এক প্রতিনিধি দল দিল্লি গিয়েছিলেন। সেই সফরে তাঁরা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে দেখা করে গোটা পরিস্থিতির খুঁটিনাটি তুলে ধরেন। সেই দলে থাকার কথা থাকলেও সেবার গরহাজির ছিলেন হুগলির বিজেপি সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়। তা নিয়ে গুঞ্জনও শুরু হয়। পরে একা মোদীর সঙ্গে দেখা করেন লকেট। এবারও দলের কর্মসূচিতে থাকছেন না তিনি

Tripura State AIDS Control Society

NACO
National AIDS Control Organisation
India's Voice Against AIDS
Ministry of Health & Family Welfare, Government of India
www.naco.gov.in

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক
এবং
জাতীয় এইডস নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠান (NACO)-এর
উদ্যোগে

SHORT FILM COMPETITION

বিদ্যালয় পর্যায়	মহাবিদ্যালয়/বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়
প্রথম পুরস্কার ঃ ২৫,০০০/- টাকা	প্রথম পুরস্কার ঃ ৩৫,০০০/- টাকা
দ্বিতীয় পুরস্কার ঃ ২০,০০০/- টাকা	দ্বিতীয় পুরস্কার ঃ ৩০,০০০/- টাকা
তৃতীয় পুরস্কার ঃ ১৫,০০০/- টাকা	তৃতীয় পুরস্কার ঃ ২৫,০০০/- টাকা
সান্ত্বনা পুরস্কার ১টি ঃ ৪,০০০/- টাকা	সান্ত্বনা পুরস্কার ১টি ঃ ৫,০০০/- টাকা

- শর্ট ফিল্মটির সময়সীমা সর্বোচ্চ ২০ মিনিট
- বাংলা, হিন্দি অথবা ককবরক ভাষায় শর্টফিল্ম নির্মাণ করা যাবে। তবে ইংরেজি/বাংলা সাবটাইটেল অবশ্যই থাকতে হবে
- নির্মিত শর্টফিল্মটি অফিস চলাকালীন সময়ে ত্রিপুরা স্টেট এইডস কন্ট্রোল সোসাইটির কার্যালয়ে (আখাউড়া রোড, আইজিএম হাসপাতালের বিপরীত অফিসে জমা দিতে হবে)
- একমাত্র বিদ্যালয় এবং মহাবিদ্যালয়/বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায় ছাত্রছাত্রীরাই (সরকারি এবং বেসরকারী) অংশ নিতে পারবে। অংশগ্রহণকারীদের নিজস্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচিতি পত্র অবশ্যই জমা দিতে হবে
- শর্ট ফিল্মটি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ঃ ৭ ফেব্রুয়ারী, ২০২২

বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

ত্রিপুরা স্টেট এইডস কন্ট্রোল সোসাইটি
আখাউড়া রোড, আগরতলা, ফোন ঃ ০৩৮১-২৩২১৬১৪

পারডুবিতে স্বামীর অধিকারের দাবি জানিয়ে ধর্নায় বসলেন মহিলা

পারডুবি, ১৪ ডিসেম্বর (হি.স.) : কোচবিহারের মাথাভাঙ্গা ২ ব্লকের পারডুবির বরাইবাড়ি এলাকায় স্বামীর অধিকারের দাবি জানিয়ে ধর্নায় বসলেন এক মহিলা।মঙ্গলবার ধর্নায় বসেন ললিতা বর্মন নামে ওই মহিলা। ঘোকসাডাঙ্গা থানায় অভিযোগ দায়ের করেন তিনি। ওই মহিলা জানান, প্রায় দু’বছর আগে ওই এলাকার যুবকের সঙ্গে বিয়ে হয় ললিতাদেবীর। অভিযোগ, এরপর থেকে তাঁর ওপর শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার করা হত। তাই বাধ্য হয়ে বাবার বাড়ি থাকতেন তিনি। সোমবার তিনি শুনতে পান তাঁর স্বামী তপন বর্মন অন্যত্র বিয়ে করতে যাচ্ছেন।

গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৫ জন পড়ুয়া কোভিড-আক্রান্ত, পাঁচদিনের জন্য বন্ধ হোস্টেল ও পঠনপাঠন

গুয়াহাটি, ১৪ ডিসেম্বর (হি.স.) : গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৫ জন পড়ুয়া কোভিড-১৫-এ সংক্রমিত হয়েছেন। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সব হোস্টেলকে কনটেইমেন্ট জোন ঘোষণা করে প্রতিটি বিভাগের শ্রেণিকোঠায় পঠন-পাঠন বন্ধ করে দিয়েছেন কর্তৃপক্ষ। এস সঙ্গে এতজন ছাত্রছাত্রীর শরীরে কোভিড পজিটিভ শনাক্ত হওয়ায় রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতর থেকে সংক্রমণ রুখতে বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনটি হোস্টেল কনটেইমেন্ট জোন ঘোষণা করার পাশাপাশি সব বিভাগের শ্রেণিকোঠায় অফলাইনে পঠন-পাঠন নিষিদ্ধ করতে কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছে। এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্টার জানিয়েছেন, হোস্টেলগুলির নিয়মিত অফলাইন পাঠদান আগামী ১৫ ডিসেম্বর থেকে ১৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত বন্ধ থাকবে। আজ ১৪ ডিসেম্বর থেকে যে ‘বিশ্ববিদ্যালয় সপ্তাহ’ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল, তা-ও বাতিল করা হয়েছে। ‘বিশ্ববিদ্যালয় সপ্তাহ’ উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠেয় যাবতীয় সাংস্কৃতিক কার্যসূচিও বাতিল করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন রেজিস্টার। তিনি জানান, কোভিডে আক্রান্ত বেশিরভাগ পড়ুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হোস্টেলের আবাসিক।

রেজিস্টার আরও জানান, রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতরের নির্দেশে গত সপ্তাহে বিশ্ববিদ্যালয়ের সব হোস্টেলের আবাসিকদের কোভিড-১৯ পরীক্ষা করা হয়েছিল। কোভিড-আক্রান্ত সবাইকে হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে, জানান তিনি।

ওয়ার্ড বদলালেও জয়ের ধারা অটুটই থাকবে মলয়ের ধারণা পর্যবেক্ষকদের

কলকাতা, ১৪ ডিসেম্বর (হি. স.) : প্রথমে পুরসভার কাউন্সিলর ছিলেন। পরে মেয়র পারিষদ। এবার বিধায়ক হয়েছেন। একুশে হাইভোল্টেজ বিধানসভা ভোটে বামেদের হেভিওয়েট প্রার্থী সুজন চক্রবর্তীকে হারিয়ে যাদবপুর কেন্দ্রটি পুনরুদ্ধার করেছেন। এবারও ফের আসন্ন কলকাতা পুরভোটে তৃণমূলের টিকিটে প্রার্থী। বিধায়ক দেবব্রত মজুমদার। যাদবপুর এলাকায় সকলের প্রিয় মলয় বলেই পরিচিত।

আগে ৯৬ নম্বর ওয়ার্ড থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন দেবব্রত মজুমদার। সেটি মহিলা সংরক্ষিত হয়ে যাওয়ায় এবার সেখানে ঘাসফুলের প্রার্থী হয়েছেন বাম আমলের মন্ত্রী তথা নেতা প্রয়াত ক্ষিতি গোস্বামীর মেয়ে বসুন্ধরা। আর দেবব্রত মজুমদার লড়ছেন পাশের ওয়ার্ড ৯৭ নম্বর ওয়ার্ড থেকে।

টালিগঞ্জ বিধানসভার এই ওয়ার্ড অবশ্য যাদবপুর নয়, টালিগঞ্জ বিধানসভার অন্তর্গত। অশোকনগর, কুদঘাট, শান্তিগড়, শান্তিনগর, বিবেকান নগর, মুর অ্যাভিনিউ, রিজেন্ট কলোনি, নেহরু কলোনি এবং সংলগ্ন এলাকা নিয়ে কলকাতা পুরসভার ১০ নম্বর বরোর অধীন এই ৯৭ নম্বর ওয়ার্ড। ২০১১-র জনগণনায় লোকসংখ্যা ছিল ৩৭ হাজার ১৯৯। ২০০৫ থেকে পর পর তিনবার জিতেছে তৃণমূল। এবার বাম প্রার্থী সিপিএম-এর সুশান্ত পাল, বিজেপি-র সোমা ঘোষ। এলাকায় কাজের মানুষ, কাছের মানুষ বলে পরিচিত মলয়ের ওয়ার্ড বদলালেও জয়ের ধারা বদলাবে বলে দাবি করতে পারছেন না তাঁর চরম সমালোচকও। শুধু নিজের ওয়ার্ড নয়, তিনি বিদায়ী পুরবোর্ডের প্রশাসকমণ্ডলীতে গুরুত্বপূর্ণ পদে থাকার সুবাদে এবং বিধায়ক হয়ে যাওয়ার পর অন্য ওয়ার্ডে দলীয় প্রার্থীদের সমর্থনে প্রচারে যেতে হচ্ছে দেবব্রত মজুমদারকে। তবে, দেবব্রতবাবুর প্রচারে অনেকটাই সক্রিয় হয়েছেন স্থানীয় বিধায়ক অরূপ বিশ্বাস। প্রচারের ফাঁকে সামলাতে হচ্ছে বিধায়কের কাজও। নির্বাচনী বিধি লাগু থাকায় বিদায়ী কাউন্সিলররা এখন সার্টিফিকেট দিতে পারবেন না। তাই বিধায়ক হিসেবেই সেই সার্টিফিকেট দিতে হচ্ছে মানুষকে।

অসম : লখিমপুরে অ্যাসিড হামলা, আহত দুই মহিলা

লখিমপুর (অসম), ১৪ ডিসেম্বর (হি.স.) : নিদ্রাবস্থায় অ্যাসিড হামলার শিকার হয়েছেন দুই মহিলা। ঘটনা গতকাল সোমবার রাতে উজান অসমের লখিমপুরে সংঘটিত হয়েছে। অ্যাসিড হামলায় আহত দুই মহিলাকে রেহেনা বেগম এবং নুরেজা বেগম বলে পরিচয় পাওয়া গেছে। ফেরার হামলাকারী রফিকুল ইসলাম। তাকে ধরতে জাল পেতেছে লালুক থানার পুলিশ। এদিকে আহত দুই মহিলাকে লখিমপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে ভরতি করা হয়েছে।

প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, উত্তর লখিমপুর জেলার অন্তর্গত লালুক পুলিশ ফাঁড়ির অধীন রঙাজান এলাকার করুণাবাড়ি গ্রামের বাসিন্দা রফিকুল ইসলাম তার স্ত্রী রেহেনা বেগম এবং শ্যালিকা নুরেজা বেগমের ওপর অ্যাসিড হামলা করেছে। রাতে খাওয়া-দাওয়া করে দিদি রেহেনাকে সঙ্গে নিয়ে নুরেজা একই বিছানায় ঘুমিয়েছিলেন। ঘরটি ছিল শ্যালিকা নুরেজার। নুরেজার ঘরে ঢুকে শয্যাশায়ী দুজনের ওপর অ্যাসিড ছুঁড়ে মারে রফিকুল। এদিকে ঘটনার তদন্তকারী পুলিশ অফিসার জানান, গতকাল রাতেই অ্যাসিড-আক্রান্ত রেহেনা বেগম এবং নুরেজাকে লখিমপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে ভরতি করা হয়েছে। তাদের দুজনেরই মুখ ও হাত ঝলসে গেছে। হামলাকারী রফিকুল ইসলাম তাদের ওপর অ্যাসিড ছুঁড়ে পালিয়ে গা ঢাকা দিয়েছে। তিনি জানান, গার্হস্থ্য হিংসার দরুন স্বামীগৃহ ছেড়ে বেশ কয়েকদিন ধরে ছোটবোন নুরেজার ঘরে থাকতেন রফিকুলের স্ত্রী রেহেনা। তবে কী কারণে রফিকুল তাদের ওপর অ্যাসিড হামলা করেছে তা এখনও জানা যায়নি। ইতিমধ্যে রফিকুলের বিরুদ্ধে উত্তর লখিমপুর থানায় অ্যাসিড হামলার শিকার দুই মহিলার ভাই একটি এফআইআর করেছেন। এফআইআরের ভিত্তিতে মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছেন তাঁরা, জানান পুলিশ অফিসার।

রেলের ওয়ার্কশপে নির্মীয়মাণ কোচে বিধ্বংসী আগুন, লোকসানের আশঙ্কা

খড়গপুর, ১৪ ডিসেম্বর (হি. স.) : মঙ্গলবার সকালে খড়গপুরে রেলওয়ের ওয়ার্কশপে নির্মীয়মাণ কোচে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড হয়। পুড়ে ছাই হয়ে যায় গোটা কোচ। মনে করা হচ্ছে রেলের প্রচুর ক্ষতি হয়েছে।

রেলের ওয়ার্কশপে চলছিল ট্রেনের অত্যাধুনিক কোচ তৈরির কাজ। তাতে বাথরুমের কাজ করার সময় আচমকা আগুন ধরে যায়। কালো ধোঁয়া ছড়াতে শুরু করে। প্রথম ওয়ার্কশপে থাকা একটি ইঞ্জিন আগুন আয়ত্তে আনার চেষ্টা করে। পরে খবর দেওয়া হয় দমকলে। ঘটনাস্থলে পৌঁছয় আরও ২ টি ইঞ্জিন। তিনটি ইঞ্জিনের বেশ কিছুক্ষণের চেষ্টায় আয়ত্তে আসে লেলিহান শিখা।

অদ্বৈত মল্লবর্মন জন্ম-বার্ষিকী-২০২২

রাজ্য ভিত্তিক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা (সর্ব সাধারণের জন্য)

অমর কথা সাহিত্যিক অদ্বৈত মল্লবর্মনের ১০৮-তম জন্ম বার্ষিকী উপলক্ষ্যে রাজ্য ভিত্তিক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিযোগিতায় ১ম, ২য় এবং ৩য় স্থানাধিকারীকে যথাক্রমে ২০০০/-, ১৫০০/- এবং ১০০০/- টাকা পুরস্কৃত করা হবে (বিঃদ্রঃ ইতিপূর্বে যারা এই উৎসবের প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় পুরস্কৃত হয়েছেন তারা অংশগ্রহণ করতে পারবেন না)।

বিষয় ঃ “জলজীবিদের জীবন যন্ত্রণায় সেকাল ও একাল প্রসঙ্গ ঃ- অদ্বৈত মল্লবর্মন”

প্রতিযোগীগণ তাদের প্রবন্ধ আগামী ২৪ই ডিসেম্বর, ২০২১ এর মধ্যে অধিকর্তা, তপশিলী জাতি কল্যাণ দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার, গোর্খাবস্তী, পোঃ কুঞ্জবন, আগরতলা-৭৯৯০০৬ অফিসে জমা দিতে পারিবেন এবং **Email:-directorscw@gmail.com** এই ইমেইল এর মাধ্যমে ও পাঠাতে পারিবেন।

২৪/১২/২০২১ ইং তারিখ বিকাল ৫.৩০ মিনিটের পর কোনো প্রবন্ধ জমা রাখা হবে না অথবা কোনো মেইল গৃহীত হবে না।

সন্তোস দাস
আহ্বায়ক
অদ্বৈত মল্লবর্মন-জন্ম-বার্ষিকী
উদ্‌যাপন কমিটি, ২০২২

ICA/D/1437/21

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

কনট্যাক্ট ট্রেসিং অ্যাপের পরীক্ষা শুরু করলো স্পেন

করোনাভাইরাসের সংক্রমণ কমাতে এবার কনট্যাক্ট-ট্রেসিং অ্যাপের পরীক্ষা শুরু করতে যাচ্ছে স্পেন।শুক্রবার মরোক্কোর অদূরে ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জের গোমেরা দ্বীপে অ্যাপটি উন্মুক্ত করবে দেশটি। পরীক্ষার জন্য অ্যাপ ব্যবস্থায় কয়েকশ'' 'ভুয়া' আক্রান্ত ব্যক্তির তথ্য ইনপুট দবে স্পেন। ভুয়া এই ইনপুটগুলোকে বলা হচ্ছে 'সিমুলেটর'।স্পেন সরকারের দাবি, ব্যবহারকারী করোনাভাইরাস আক্রান্ত ব্যক্তির কাছাকাছি সংস্পর্শে এলে সতর্ক করবে অ্যাপটি।সরকারের এক মুখপাত্র বলেন, ''এখানে ধারণাটি হচ্ছে, প্রায় তিন হাজার ব্যক্তি অ্যাপটি ডাউনলোড করবেন এবং আমরা আরও প্রায় তিনশ' সিমুলেটর, বেটা পরীক্ষক ইনপুট দেবো, যাতে ১০ শতাংশ জনগণের মধ্যে মহামারীর অনুকরণ দেখানো যায়।''

অ্যাপটিতে গ্রাহকের গোপনতা রক্ষা করতে 'কনট্যাক্ট রেকর্ড' কেন্দ্রীয় সার্ভারের বদলে ডিভাইসেই মজুদ করবে অ্যাপটি, অ্যাপল-গুগলের প্রযুক্তির মাধ্যমে।শুক্রবার থেকে দুই সপ্তাহের জন্য পরীক্ষা শুরু করবে স্পেন। এই পরীক্ষা থেকেই দেশটি সিদ্ধান্ত নেবে অ্যাপটি দেশ জুড়ে উন্মোচনের জন্য প্রস্তুত কি না।তিন লাখ ৭৫ হাজার মার্কিন ডলারে পাইলট প্রকল্পটি ব্যবস্থাপনার চুক্তি পেয়েছে প্রযুক্তি ও প্রতিরক্ষা প্রতিষ্ঠান ইনদ্রা।জনপ্রিয় পর্যটন শহর তেনেরিফের নিকটবর্তী গোমেরার বাসিন্দা প্রায় ২২ হাজার। করোনাভাইরাস মহামারীতে স্পেনে মারা গেছেন ২৮ হাজারের বেশি ব্যক্তি। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসায় কঠোর লকডাউন থেকে বেরিয়ে আসছে দেশটি।

এই সময়ে ত্বকের ক্ষতি সামলাতে

ভাইরাস থেকে রক্ষা করলেও বেশিরভাগ সময়ে মাস্ক ব্যবহারে ত্বকের সমস্যা হতে পারে।এছাড়া ঘরে থেকেও ত্বকে 'ব্রেক আউট' বা মলিনভাব দেখা দিতে পারে।শরীরচর্চার অভাব, কার্বোহাইড্রেট ও চর্বি গ্রহণের হার বৃদ্ধি, অধিকাংশ সময় স্ক্রিনের সামনে কাটানো, মানসিক চাপ ও ঘুম চক্রের পরিবর্তনের কারণে ত্বকে নানাবিধ সমস্যা দেখা দেয়।জীবনযাপন-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে মুখে মাস্ক পরিধানের কারণে হওয়া সমস্যা ও তার সমাধান সম্পর্কে জানানো হল। ফেইস মাস্ক ব্যবহারের কারণে 'ব্রেকআউটস'এই পরিস্থিতিতে সুস্থ থাকতে হলে 'মাস্ক' ব্যবহার করতেই হবে। আর নিয়মিত মাস্ক ব্যবহারের কারণে ত্বকে হঠাৎ করেই 'ব্রেকআউট' দেখা দিতে পারে।এ সম্পর্কে ভারতীয় ত্বক-বিশেষজ্ঞ ডা. রাশমি শেঠি বলেন, ''নিয়মিত ব্যবহার্য প্রসাধনী ব্যবহার করে মুখে মাস্ক পরিধান করলে তা ত্বকে ব্রেকআউট সৃষ্টি করতে পারে। মুখের যে অংশ মাস্ক দিয়ে ঢাকা থাকে তা অপেক্ষাকৃত গরম থাকে এবং এতে বাতাস চলাচল কম হয়। তাছাড়া টি-জোন এলাকাতে তেল উৎপাদন বেশি হয়।''তাছাড়া মাস্কের ভেতরে শ্বাস প্রশ্বাস চলায় ব্যবহৃত প্রসাধনী ঘাম ও তেলের সঙ্গে মিশে এবং এখানে বাতাস চলাচল না থাকায় তা ত্বকে অস্বস্তি সৃষ্টি করে। তাছাড়া নিয়মিত দীর্ঘক্ষণ মাস্ক পরে থাকলে তা সংক্রমণ সৃষ্টি করতে পারে।এছাড়াও ঋতু পরিবর্তন ও আর্দ্রতার মাত্রা বৃদ্ধির কারণে ত্বক মলিন হয়ে যাওয়া বিষয়টি বিবেচনা করেন তিনি।এ সম্পর্কে তিনি বলেন, ''আমরা অনেকেই ত্বক এক্সফলিয়েট করি না এবং দিনে দুতিনবার করে মুখ ধুই না। ফলে ত্বক মলিন ও নির্জীব হয়ে যায়।'' শরীরচর্চা ও সতেজ বাতাসের অভাবেও ত্বক ক্ষতি গ্রস্ত হয় বলে জানান তিনি। করণীয়-এই সমস্যায় ডা. শেঠি হালকা ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করার পরামর্শ দেন।তিনি আরও বলেন, ''মুখের যে স্থান উন্মুক্ত থাকে কেবল সেখানেই সান ব্লক ব্যবহার করা উচিত। এছাড়াও, ধবংস করে ফেলা যায় এমন মাস্ক ব্যবহার এবং প্রতিবার নতুন মাস্ক ব্যবহার করার পরামর্শ দেন। আর কাপড়ের মাস্ক ব্যবহার করতে চাইলে কয়েকটি মাস্ক ব্যবহার করুন যেন তা অদল বদল করে ব্যবহার করা যায়।''এসবের পাশাপাশি ডা. শেঠি মনে করেন, খাদ্যাভ্যাসেও পরিবর্তন আনা উচিত। মজার বিষয় হল, ঘরে স্বাস্থ্যকর খাবার থাকলেও আমরা বরাবর মজাদার খাবারের দিকেই ঝুঁকি। অনেকক্ষেত্রে সেসব খাবার স্বাস্থ্যকর নাও হতে পারে। অনেক সময় আলসেমির কারণে স্বাস্থ্যকর খাবার রান্না করা হয় না।স্বাস্থ্যকর খাবার ব্রণ ও ত্বকের মলিনভাব দূরে রাখে। অক্সিডেন্ট ও প্রদাহ বিরোধী এবং ভিটামিন সি সমৃদ্ধ খাবার বেশি পরিমাণে খাওয়ার পরামর্শ দেন ডা. শেঠি।

পালস অক্সিমিটার যেভাবে কাজ করে করোনাভাইরাসের এই সময়ে 'পালস অক্সিমিটার' নামক যন্ত্রটির জনপ্রিয়তা বেড়েছে উল্লেখযোগ্য মাত্রায়।গ্লাভস, মাস্ক, পিপিই, হ্যান্ড স্যানিটাইজার, সাবান, ব্লিচিং পাউডার, সামাজিক দূরত্ব- ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে এই মহামারীর সময়ে পরিচিত হতে হচ্ছে।এরমধ্যে 'পালস অক্সিমিটার' নামক যন্ত্রটির কথাও কানে গেছে প্রায় সবার।এই যন্ত্রটির কাজ, ব্যবহার পদ্ধতি, কার্যকারিতা ইত্যাদি বিষয়ে জানানো হলো স্বাস্থ্যবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিতি প্রতিবেদনের আলোকে।'পালস অক্সিমিটার'য়ের কাজ হল রক্তে অক্সিজেনের মাত্রা ও হৃদস্পন্দনের গতি নির্ণয় করা।হাতের আঙুলে 'ক্লিপ'য়ের সাহায্যে লাগানো হয় যন্ত্রটি এবং করোনাভাইরাস আসার আগে তার ব্যবহারকারীরা ছিলেন শ্বাসতন্ত্রের সমস্যায় আক্রান্ত মানুষগুলো। তবে বর্তমানে তা ব্যবহার হচ্ছে রক্তে অক্সিজেনের মাত্রা কমে যাচ্ছে কি-না সেদিকে নজর রাখার জন্য, যা করোনাভাইরাসের প্রভাবে হয়ে থাকে।'অ্যাসিমোম্যাটিক' কোভিড-১৯ রোগী হলেন তারাই যারা করোনাভাইরাসে আক্রান্ত কিন্তু কোনো উপসর্গই তারা অনুভব করছেন না। ফলে রোগী কিছু বোঝার আগেই তার রক্তে অক্সিজেনের মাত্রা মারাত্বক হারে কমে যায়।পালস অক্সিমিটা'য়ের পরিমাপ অনুযায়ী, রক্তে অক্সিজেনের স্বাভাবিক মাত্রা হল ৯৫ থেকে ১০০ শতাংশ। আর সেই মাত্রা ৯২ শতাংশের নিচে নামলেই তাকে অস্বাভাবিক বিবেচনা করা হয় এবং সেসময় চাই তাৎক্ষণিক চিকিৎসা ব্যবস্থা।অক্সিজেনের মাত্রা এতটা কমে গেলে রোগী শ্বাস নিতে সমস্যা হওয়া উচিত। তবে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত রোগীরা ধীরে ধীরে অক্সিজেন হ্রাস পাওয়া সঙ্গে মানিয়ে নিতে থাকে।সিদ্ধান্তহীনতা কিংবা প্রচণ্ড উত্তেজনা বা আনন্দ অনুভব করা হতে পারে এই পরিস্থিতির বাহ্যিক লক্ষণ। আর এখানেই কাজে আসে 'পালস অক্সিমিটার'।ব্যবহারবিধি ও কার্যপ্রণালীসাধারণত হাতের আঙুলে যন্ত্রটি বসানো হলেও, পায়ের আঙুল কিংবা কানের লতিতেও তা বসানো যায়। আলোর সাহায্যে রক্তে অক্সিজেনের মাত্রা নির্ণয় করে যন্ত্রটি।'ক্লিপ' দিয়ে বসানো যন্ত্রটির এক অংশ শরীরের রক্তের ভেতর দিয়ে আলো ছড়ায় যা অপর অংশ আবার গ্রহণ করে। রক্তে ভেতর দিয়ে আলো চলাচলের সময় তার কতটুকু রক্তে শোষিত হয়েছে সেটার পরিমাপ হিসাব করে নির্ণয় হয় রক্তে অক্সিজেনের মাত্রা।যাদের দরকার হাঁপানি, ব্রঙ্কাইটিস ইত্যাদি শ্বাসতন্ত্রের জটিলতায় যারা ভুগছেন তাদের এই যন্ত্র থাকা উচিত। কোনো সম্ভাব্য করোনাভাইরাস রোগী আশপাশে যারা গিয়েছেন তারা যন্ত্রটি ব্যবহার করতে পারেন। আবার যাদের ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ ও অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদি ফুসফুস কিংবা হৃদরোগ আছে তাদের কোভিড-১৯'য়ে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা বেশি। তাই এই মানুষগুলোরও উচিত রক্তে অক্সিজেনের মাত্রার দিকে নজর রাখা। অস্বাভাবিক অবসাদ কিংবা জ্বর হলে যন্ত্রটি ব্যবহার করে অক্সিজেন মেপে নিতে দোষ নেই। আর যারা চিকিৎসা সেবা দিচ্ছেন তাদের যন্ত্রটি নিয়মিত ব্যবহার করা উচিত।মনে রাখতে হবে রক্তে অক্সিজেনের মাত্রা আশঙ্কাজনক নয় বলেই যে আপনি সুস্থ তা নিশ্চিতভাবে বলা যায়না। তাই 'পালস অক্সিমিটার'য়ের 'রিডিং' ভালো বলেই যে চিকিৎসা নেবেন না এমনটা করা যাবে না।

উজ্জ্বল ত্বকের জন্য ভেষজ মাস্ক

প্রাকৃতিক উপাদান ব্যবহার করে ত্বকের যত্ন নেওয়া ত্বকের পাশাপাশি পরিবেশের জন্যও উপকারী।এতে রাসায়নিক পণ্যের ব্যবহার কমে এবং ত্বকের কোনো রকম সমস্যা হয় না।রূপচর্চা-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে ভেষজ রূপচর্চার ভারতীয় ব্র্যান্ড 'পল পেন্ডারস বায়োটেকনিক্যাল'য়ের পরিচালক সারগাম ধাওয়ান ভায়ানার দেওয়া প্রাকৃতিকভাবে ত্বক সুন্দর ও উজ্জ্বল রাখতে ভেষজ উপাদানে তৈরি কয়েকটি মাস্ক সম্পর্কে জানানো হল। শসার মাস্ক ত্বক সতেজ করে উপকরণ: আধা শসার কুচি। এক টেবিল-চামচ লেবুর রস। দুতিনটা পুদিনা পাতা কুচি।পদ্ধতি: একটা কাচের বাটিতে শসার কুচি নিন। এতে পুদিনা-পাতা ও লেবুর রস যোগ করুন।সব উপকরণ একসঙ্গে মিশিয়ে মুখ ও গলায় ব্যবহার করুন। প্যাক শুকিয়ে আসলে মুখ ঠাণ্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।উপকারিতা: শসা ও পুদিনা ত্বক ঠাণ্ডা রাখে। গরম ও রোদের কারণে হওয়া ত্বকের জ্বলুনি ও প্রদাহ দূর করতে সহায়তা করে।এটা ভিটামিন সি সমৃদ্ধ আর্দ্রতা রক্ষাকারী মাস্ক যা ত্বকের মলিনভাব কমায় এবং ত্বক উজ্জ্বল ও মসৃণ করে। লেবুর অ্যাসিডিক উপাদান ত্বককে ব্রণ থেকে রক্ষা করে এবং গরমের কারণে হওয়া অ্যালার্জি থেকে বাঁচায়।কলা ও হলুদের মাস্কত্বক উজ্জ্বল করেউপকরণ: দুই টেবিল-চামচ কলা পিষে নিন। আধা চা-চামচ হলুদ। এক চিমটি বেইকিং সোডা।

পদ্ধতি: একটা কাচের পাত্রে চটকে নেওয়া কলার সঙ্গে হলুদ ও বেইকিং সোডা যোগ করে ভালো মতো মেশান। মাস্কটি সারা মুখ ও গলায় মেখে শুকানো পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। তারপর কুসুম গরম পানি দিয়ে ধুয়ে আলতো করে মুছে নিন।উপকারিতা: এই প্যাক ব্যাক্টেরিয়া রোধী উপাদান সমৃদ্ধ যা ব্রেক 'আউট' কমায়।অতিরিক্ত সিবাম উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করে তৈলাক্তভাব কমায় যা বর্তমান আবহাওয়ায় আর্দতা ও ঘামের কারণে হওয়া সাধারণ সমস্যা।লোমকূপের আকার সংকুচিত করে। এর প্রদাহ নাশক উপাদান ত্বকের লালচেভাব কমায়।

থাই চিকেন সালাদ

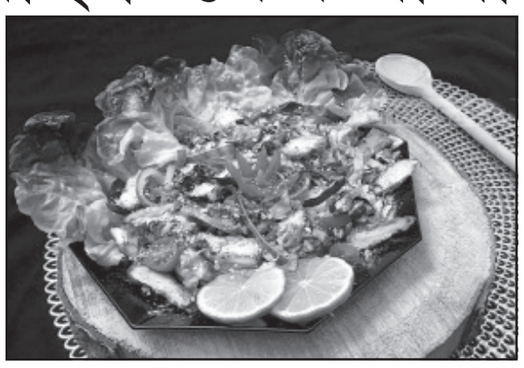

'সাইড ডিশ' হিসেবে চমৎকার এই সালাদ। রেসিপি দিয়েছেন রন্ধনশিল্পী ডা. ফারহানা ইফতেখার। উপকরণ: মুরগির বুকের মাংস ১ কেজি, আধা ইঞ্চি পুরু করে কাটা। ২টি মাঝারি পেঁয়াজ-কুচি। ১/৪ কাপ পুদিনাপাতা কুচি ৩ টেবিল-চামচ ধনেপাতা কুচি।

লেটুসপাতা (পরিবেশনের জন্য)।টপিংয়ের জন্য লাগবে: গাজর, টমেটো, শসা পছন্দ মতো করে কাটা। ১ টেবিল চামচ মুড়ির গুঁড়া।ড্রেসিংয়ের জন্য লাগবে: ১ কেঁয়া রসুন মিহিকুচি। ১টি বড় সবুজ মরিচ মিহিকুচি। ১টি লেবুর রস। লবণ স্বাদ মতো। ২ টেবিল-চামচ লেমনগ্রাস মিহিকুচি (শক্ত বাইরের পাতাগুলি সরিয়ে টেন্ডার হোয়াইট অংশটা কেটে নিন)। দেড় টেবিল-চামচ ফিশ সস। দেড় চা-চামচ ব্রাউন সুগার। ১/৪ চা চামচ রেড চিলি ফ্লেক্স।প্রস্তুতি: মুরগির মাংসে লবণ এবং গোলমরিচ গুঁড়া দিয়ে মেখে গ্রিল করুন অথবা প্যানে হাল্কা তেলে বাদামি করে ভেজে নিন। কিছুটা ঠাণ্ডা হয়ে এলে পাতলা ফালি করে কেটে নিন।ড্রেসিংয়ের জন্য একটি ছোট বাটিতে রসুন, সবুজ মরিচ, লেবুর রস, ফিশ সস, লেমনগ্রাস, ব্রাউন সুগার এবং রেড চিলি ফ্লেক্স একত্রিত করে ভালো করে মিশিয়ে নিন।এবার একটি মাঝারি পাত্রে রান্না করা মুরগি, গাজর, টমেটো, শসা, পেঁয়াজ, পুদিনা এবং ধনেপাতা একত্রিত করে ড্রেসিং দিয়ে মিশিয়ে সার্ভিং ডিশে লেটুস পাতার ওপরে সালাদ সাজিয়ে মুড়ির গুঁড়া ছিটিয়ে পরিবেশন করুন সাইড ডিশ হিসেবে।

আইবিএম গাড়ির চাবি হতে যাচ্ছে মালিকের আইফোন

শীঘ্রই আইফোন এবং অ্যাপল ওয়াচের মাধ্যমেই নিরাপদে গাড়ি আনলক করতে পারবেন গ্রাহক, সোমবার 'কারকি' নামের এমনই এক ফিচারের ঘোষণা দিয়েছে অ্যাপল।'নিয়ার ফিল্ড কমিউনিকেশন' (এনএফসি) প্রযুক্তির মাধ্যমে কাজ করে নতুন আইওএস ১৪-এর এই ফিচারটি, যা অ্যান্ড্রয়েড ডিভাইসে অনেক আগে থেকেই রয়েছে। অ্যাপলের ডিজিটাল চাবি ফিচারটি প্রথম গ্রহন করছে জার্মান গাড়ি নির্মাতা বিএমডব্লিউ-- খবর আইএএনএস-এর।নতুন এই ফিচারটির মাধ্যমে আইফোন বা অ্যাপল ওয়াচ দিয়ে নিরাপদে গাড়ি আনলক বা চালু করতে পারবেন গ্রাহক। বার্তা পাঠিয়ে সহজে অন্যের সঙ্গে ডিজিটাল চাবি শেয়ারও করা যাবে।

ডিভাইস হারিয়ে গেলে আইক্লাউডের মাধ্যমে সহজে ডিজিটাল চাবি বন্ধও করে দিতে পারবেন গ্রাহক।চলতি বছরই এনএফসি প্রযুক্তিভিত্তিক এই ফিচারটি উন্মুক্ত হবে বলে সোমবার ভার্চুয়াল ডেভেলপার সম্মেলন 'ডব্লিউডব্লিউ ডিসি২০'-এ জানিয়েছে অ্যাপল।নতুন এই ডিজিটাল চাবি ফিচারে আলট্রা ওয়াইডব্যান্ড প্রযুক্তিও ব্যবহার করেছে অ্যাপল। ইউ১ চিপের মাধ্যমে বাড়তি সুবিধা মিলবে। অ্যাপল কারকি ফিচারের মাধ্যমে ভবিষ্যতের গাড়ির মডেলগুলো আনলক করতে পকেট বা ব্যাগ থেকে আইফোন বের করতে হবে না। সামনের বছরই উন্মুক্ত হবে ফিচারটি।

মুখের ক্ষত সারাতে

মুখগহ্বরের নানান কারণে হওয়া ক্ষত বা আলসার থেকে পরিত্রাণের জন্য রয়েছে প্রাকৃতিক উপাদান। স্বাস্থ্য-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে মুখের ভেতর হওয়া ক্ষত দূর করার কয়েকটি উপাদান সম্পর্কে জানানো হল। মধু: মুখের আলসার রোধে খাঁটি মধু খুব ভালো কাজ করে। এর অ্যান্টিবায়োটিক উপাদান আক্রান্ত স্থান আর্দ্র রেখে এবং শুষ্কতার হাত থেকে রক্ষা করে। এতে এক চিমটি কাঁচা হলুদ ব্যবহার করলে তা আরও ভালো কাজ করবে।নারিকেল তেল: প্রদাহ ও ব্যাক্টেরিয়া রোধী উপাদান সমৃদ্ধ যা ঘরোয়া ওষুধ হিসেবে কাজ করে। এটা ব্যথানাশক হিসেবে তাৎক্ষণিক কাজে দেয়। তাই ভালো ফলাফল পেতে ও ব্যথা কমাতে দিনে কয়েকবার করে নারিকেল তেল ব্যবহার করতে পারেন। পরামর্শ- আক্রান্ত স্থানে জমাট বাঁধানো আধা চামচ নারিকেল তেল ধরে রাখুন। তাৎক্ষণিক আরাম মিলবে। অ্যালো ভেরা: অ্যালো ভেরার জেলে আছে আরামদায়ক উওপাদান যা ব্যথা কমিয়ে আরাম প্রদানে সহায়তা করে। অ্যালো ভেরার রস মুখে নিয়ে দিনে দুবার কুলকুচি করুন, আলসারের কারণে হওয়া ব্যথা কমে যাবে।পরামর্শ- অ্যালো ভেরার রস পাওয়া না গেলে তাজা অ্যালো ভেরা আক্রান্ত স্থানে ব্যবহার করতে পারেন। অ্যাপল সাইডার ভিনিগার: বহুমুখি উপকারিতার জন্য এই ভিনিগার বেশ জনপ্রিয়। এর প্রাকৃতিক অ্যাসিডিক উপাদান ক্ষততে থাকা ব্যাক্টেরিয়া ধ্বংস করতে সহায়তা করে। ব্যথা দূর করতে ভিনিগার মুখে নিয়ে ধুয়ে ফেলুন।পরামর্শ- অ্যাপল সাইডার ভিনিগার পানির সঙ্গে মিশিয়ে মুখ কুলকুচি করুন।লবণ পানি: মুখের অভ্যন্তরের যে কোন সমস্যা- ব্যথা, ফোলাভাব ইত্যাদি উপশমে লবণ সারা বিশ্বজুড়েই ব্যবহার করা হয়। ক্ষত সারাতে ও ব্যাক্টেরিয়া কমাতে লবণ উপকারী। মুখ পরিষ্কার করতে ও ব্যাক্টেরিয়ার কারণে হওয়া মুখের দুর্গন্ধ রোধ করতে লবণ সহায়তা করে।পরামর্শ- লবণ পানি দিয়ে দিনে দুবার মুখ কুলকুচি করুন। টুথপেস্ট: টুথপেস্টে আছে অ্যান্টি মাইক্রোবিয়াল উপাদান যা সংক্রমণের কারণে হওয়া ব্যাক্টেরিয়ার বিরুদ্ধে কাজ করে। আক্রান্ত স্থানে টুথপেস্ট ব্যবহার করলে খনিকের জন্য জ্বালাপোড়া হতে পারে কিন্তু তা ধীরে ধীরে আক্রান্ত স্থানকে সুস্থ করে তোলে।পরামর্শ- 'ইয়ার-বাড' বা ' 'কিউ-টিপ' ব্যবহার করে আক্রান্ত স্থানে টুথপেস্ট লাগান। দিনে একবার ব্যবহারে ভালো ফলাফল পাওয়া যাবে।রসুন: রসুনে রয়েছে প্রাকৃতিক অ্যান্টিমাই ক্রোবিয়াল যা আলসারের কারণে হওয়া দাঁতের ব্যথা দূর করতে সহায়তা করে। এতে আছে অ্যালিসিন নামক উপাদান যা দাঁতের ব্যথা ও ফোলাভাব কমায়।পরামর্শ- এক কোষ রসুন মুখের আক্রান্ত স্থান ঘষুন। দিনে দুইবার ব্যবহারে ভালো ফল পাওয়া যাবে। কমলার রস: ভিটামিন সি'য়ের স্বল্পতা দেখা দিলে মুখে আলসার হতে পারে। কমলার রস ভিটামিন সি'র ভালো উৎস এবং তা মুখের ব্যথা গভীর থেকে উপশম করতে পারে।পরামর্শ- বাজার থেকে কেনা কমলার জুসের পরিবর্তে তাজা কমলা খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলুন।

মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের প্রভাব

ব্যক্তি জীবনের পাশাপাশি মানসিক বিকাশে নেতিবাচক প্রভাব রাখতে পারে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোর অতিরিক্ত ব্যবহারের মাধ্যমে তা আসক্তিতে পরিণত হয়। যা মানসিক ভাবে একজনকে বিপর্যস্ত করতে পারে।মানসিকস্বাস্থ্য-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে আসক্ত হওয়ার ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে জানান হল।

তিরস্কার: সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে যেহেতু কেউ কারও সামনাসামনি থাকেনা তাই খুব সহজেই একে অপরকে খারাপ বা কঠিন মন্তব্য করে ফেলেন। এই ধরনের মন্তব্য ব্যক্তির মানসিক অবস্থার ওপরে প্রভাব ফেলে ও মানসিক শান্তি নষ্ট হয় এবং আত্মবিশ্বাস দুর্বল হয়ে যায়। তাছাড়া বর্তমানে সাইবার অপরাধকে বেশ গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে। এর ফলে কারাদণ্ডের মতো শাস্তিও হতে পারে।

তুলনা: কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কাজে লাগিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম মানুষের ব্যক্তিগত তথ্য সম্পর্কে ধারণা পাচ্ছে ও বিগত 'সার্চ হিস্ট্রি'র ভিত্তিতে বিজ্ঞাপন প্রচার করছে। এতে করে প্রয়োজনীয় অনেক পণ্যের বিজ্ঞাপন সামনে আসে ফলে ভালো মন্দ যাচাই করাটা বেশ কঠিন হয়ে পড়ে। সৌন্দর্য, স্বাস্থ্য ও জীবনযাত্রার অবাস্তব মান ব্যক্তির সার্বিক জীবনযাপনের ওপর প্রভাব ফেলে। তাই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোর মধ্যে খুব বেশি আকৃষ্ট হয়ে গেলে তা মানসিক চাপ সৃষ্টি করে।

যোগাযোগ কমা: সামাজিক যোগাযোগে মাধ্যমগুলোতে আসক্তি বেড়ে যাওয়ায় একে অপরের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ হ্রাস পাচ্ছে। ফলে হতাশা ও একাকিত্ব বৃদ্ধি পায়।

২০১৯ সালে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারকারী ২৩ জন কিশোরের ওপর টেক্সাস স্টেট ইউনিভার্সিটির মনোবিজ্ঞান বিভাগের করা এক গবেষণা থেকে জানা যায় তাদের হতাশা সম্পর্কে।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারের মাধ্যমে কিশোর কিশোরীদের মধ্যে নেতিবাচক আচরণ যেমন- অন্যের সঙ্গে নিজেকে তুলনা করা, ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ, ক্ষতিকারক পোস্ট শেয়ার করা বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের অপব্যবহার ইত্যাদি দেখা যায়।

এই সময়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের আসক্তি থেকে নিজেকে দূরে রেখে বরং নিজেকে বোঝার চেষ্টা করা ও সুস্থ এবং স্বাভাবিকভাবে নিজেকে সারা জগতের সঙ্গে জড়িত রাখার চেষ্টা করা উচিত।

মরশুমের শীতলতম দিন কলকাতায় ফের পারদ-পতন দক্ষিণবঙ্গে

কলকাতা, ১৪ ডিসেম্বর (হি.স.): উত্তুরে হওয়ার আগমণে দ্রুত পারদ-পতন হচ্ছে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। সোমবারের তুলনায় মঙ্গলবার আরও নামল তাপমাত্রা। এদিন কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৪.২ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। যা স্বাভাবিকের থেকে ১ ডিগ্রি কম। এখনও পর্যন্ত মঙ্গলবারই মরসুমের শীতলতম দিন কলকাতায়। এদিন সকাল থেকেই পরিষ্কার ছিল কলকাতার আকাশ।

ঘূর্ণিঝড়, নিম্নচাপ-এমনই একাধিক বাধা পাওয়ার পর অবশেষে দক্ষিণবঙ্গে জাঁকিয়ে ঠাণ্ডা পড়ছে। শীতের আমেজ সবথেকে বেশি অনুভূত হচ্ছে রাতে ও ভোরের দিকে। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শীত আবার উধাও হয়ে যাচ্ছে। তবে, শিরশিরানি ভাব থাকছেই। মহানগরীর তুলনায় কনকনে ঠাণ্ডায় কাঁপছেন গ্রাম বাংলার মানুষজন। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, নতুন করে তাপমাত্রা খুব বেশি না কমলেও, আগামী কয়েক দিন বজায় থাকবে এই ঠাণ্ডা। আগামী সপ্তাহ থেকে ঠান্ডা আরও বাড়তে পারে।

কেন বিএসএফ-এর ক্ষমতা বৃদ্ধি, শুনানিতে কেন্দ্রের বক্তব্য জানতে চাইল হাই কোর্ট

কলকাতা, ১৪ ডিসেম্বর (হি. স.) : সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)-র পরিধি বৃদ্ধি সংক্রান্ত মামলায় কেন্দ্রের বক্তব্য জানতে চাইল কলকাতা হাই কোর্ট। মঙ্গলবার প্রধান বিচারপতি প্রকাশ শ্রীবাস্তব ও বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজের ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশ, দু'মাসের মধ্যে ওই বিষয়ে কেন্দ্রকে হলফনামা জমা দিতে হবে। পঞ্জাব ও পশ্চিমবঙ্গ সীমান্তে ৫০ কিলোমিটার পরিধি পর্যন্ত এলাকায় বিএসএফ-এর ক্ষমতা বৃদ্ধি করেছে কেন্দ্রীয় সরকার, যা আগে ছিল ১৫ কিলোমিটার। সেই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয় হাই কোর্টে। মামলাকারীর আইনজীবী সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায় সওয়াল করেন, "বিএসএফ-এর আইন অনুযায়ী যে কোনও ক্ষেত্রে তাদের কার্যক্ষেত্রের পরিধি বাড়তে পারে। ফলে এখন ১৫ কিলোমিটার, এর পর ৫০ কিলোমিটার, তার পর হয়তো আরও বৃদ্ধি পাবে! তাই এখনই এটাকে আটকানো দরকার।"

এর পাল্টা হিসাবে কেন্দ্রের অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল ওয়াই জে দস্তুর বলেন, "এর বিপরীতও রয়েছে। সেটা বলা হচ্ছে না। রাজস্থান এবং গুজরাত সীমান্তে ৮০ কিলোমিটার থেকে কমানো হয়েছে। কেন বিএসএফ-কে বাড়তি ক্ষমতা দেওয়া হল, তার সবটাই আমরা বিস্তারিত আদালতে জানাব।"এ নিয়ে রাজ্যের মতামত জানতে চান প্রধান বিচারপতি শ্রীবাস্তব। রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল সৌমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় আদালতে জানান, "যে হেতু বিএসএফ-এর ক্ষমতা বৃদ্ধি নিয়ে ইতিমধ্যে সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছে পঞ্জাব সরকার, তাই তারা কী আবেদন করেছে, তা আমাদের জানা নেই। না দেখে অবস্থান জানানো এখনই সম্ভব নয়।" তার পরই এই মামলার পরবর্তী শুনানি ২২ ফেব্রুয়ারি ধার্য করেছে হাই কোর্ট।

SHORT NOTICE INVITING AUCTION

AUCTION NOTICE NO: 01/NIA/EE/DWS/BLN/2021-22.

Dated, 06-12-2021

The Executive Enginee, PWD(DWS), Belonia Division, South District, Tripura invites on behalf of the Governor of Tripurs in sealed Percentage rale Auction from the Central & State Public sector undertaking / Enterprise and eligible Contracts/ Firms/Agencies of appropiate class registered with PWD/ TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD up to 3.00 P.M. On 23-12-2021 for the following works.

Auction from may be collected from the office of the undersigned during office hourl w.e.f. 08-12-2021 to 20-12-2021. Cast of Auction from ₹500/-, Last date of setting & dropping of Auction form-20-12-2021 & 23-12-2021

SL. No.	Number of DNIA	Estimate cost	Earnest Money	Time for completion
1	DNIA No:-01/ DNIA/EE/DWS/ BLN/2021-22	₹ 25,446.00	₹ 254.00	01(One) month

Auction notice can also be seen in the webssite www.wprocure.gov.in

All other necessary information can be seen in the office of the undersigned durring office hours.

For and on behalg of Governor of Tripura

Executive Engineer

PWD (DWS), Division, Belonia

Belonia, South Tripura

ICA-C-2939-2021-22

SHORT NOTICE INVITING TENDER (SNIT)

The undersigned, on behalf of the Governor of Tripura, invites quotation in scaled envelope for the repair/maintenance of Desktop Computers/ Peripherals and Sharp Digital Copier. The interested service providers are to visit office of the Directorate of Fire & Emergency Service, Agartala from 13.12.2021 to 20.12.2021 to inspect the Peripherals/items during office hours. The quotation in sealed envelope shall be received in this office up to 4.00 PM of the office's clock on 21.12.2021 and will be opened on the same day at 5.00PM, in presence of the bidders who shall remain present

SL. No.	Particulars	Total Quantity
1	Desktop Computer HP	03 nos
2	Computer Printer Canon -LBP 2900B	02 nos
3	Computer Printer HP P1007	01 nos
4	HP P1108	01 nos
5	Antivirus (quick heal)	05 nos
6	Sharp Digital Copier Model No.235AT	01 nos

The bidders must abide by the terms & condition laid down by the Directorate of Fire & Einergency Services. Agartala, Tripura West.The terms & condition are also available in the office or www.fireservice.tripura.gov.in.

ICA-C-2933-2021-22

Fire & Emergency services.
Tripura, Agartala

NOTICE INVITING TENDER

Sealed tenders are invited by the undersigned on behalf of the Government of Tripura from the bonafide suppliers/resourceful manufactures/dealers for procurement/installation of 01 (one) Water Cooler in the Crime Branch Office, Agartala.

The details of the item will be available in detailed Tender Notice, copy of which may be obtained free of cost from the Office of the Supdt. of Police(Anti Narcotics), A.D.Nagar, Agartala under the DIGP(Crime Branch), Tripura during office hour on request. The closing date of Tender is fixed on **05-01-2022 at 1600 hrs** & the Tender will be opened on **05-01-2022 at 1700 hrs.**

The detailed Tender Notice may also be seen at Tripura Police website **www.tripurapolice.nic.in**

Sd/- Illegible
Deputy Inspector General of Police (Crime Branch),
Tripura Police Crime Branch
Tripura, Agartala.

ICA-C-2926/2021-22

-ঃ সন্ধান চাই ঃ-

Ref :- East Agartala Women PS G. D. Entry No- 09, dated : 12/12/2021

পাশের ছবিটি শ্রীমতি অনিমা মণ্ডল, স্বামী - শ্রী অরুণ কুমার সরকার, সাং- উজান অভয়নগর, বিদ্যাসাগর পল্লী, হিন্দি স্কুলের নিকট, থানা - আগরতলা পূর্ব থানা, পশ্চিম ত্রিপুরা, উচ্চতা - ৫ ফুট, গায়ের রঙ - শ্যামলা, পরনে চুড়িদার, বয়স - ৩৬ বছর। গত ১১/১২/২০২১ ইংরেজি তারিখ বিকাল আনুমানিক ৫টার সময় কাউকে কিছু না বলে বাড়ি থেকে বাহির হয়ে যায়। কিন্তু আজ পর্যন্ত ফিরে আসেনি। বহু খোঁজাখুঁজি করার পরও কোনও সন্ধান পাওয়া যায়নি।

উপরে উল্লেখিত নিখোঁজ মহিলার সম্বন্ধে কাহারো কোনও তথ্য জানা থাকিলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ও ফোন নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হল।

১) পুলিশ সুপার (পশ্চিম ত্রিপুরা) - ০৩৮১-২৩২-৩৫৮৬
২) সিটি কন্ট্রোল ঃ- ০৩৮১-২৩২-৫৭৮৪/১০০
৩) আগরতলা পূর্ব মহিলা থানা - ০৩৮১-২৩২-৪৯১৮

পুলিশ সুপার
পশ্চিম ত্রিপুরা

ICA-D-1440/2021-22

বর্তমান ও আসন্ন বিপদ প্রতিরোধে নিরন্তর কাজ করে চলেছে ডিআরডিও : রাজনাথ সিং

নয়াদিল্লি, ১৪ ডিসেম্বর (হি.স.): ডিফেন্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ডিআরডিও)-এর ভূয়সী প্রশংসা করলেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। মঙ্গলবার "ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুতি" বিষয়ক ডিআরডিও-এর একটি সেমিনারে অংশ নিয়ে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেছেন, 'অভিনব পদ্ধতিতে বর্তমান ও আসন্ন বিপদ প্রতিরোধে নিরন্তর কাজ করে চলেছে ডিআরডিও।' তিনি বলেছেন, 'আমরা তথ্যপ্রযুক্তি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং রোবোটিক্সের মতো প্রযুক্তিগত যুদ্ধে প্রতিদিন একটি নতুন অধ্যায় যোগ করে চলেছি।' ডিআরডিও-র ভূমিকা কী সে প্রসঙ্গে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বলেছেন, 'ডিআরডিও এখন একটি নতুন ভূমিকা রয়েছে। শুধুমাত্র প্রতিরক্ষা গবেষণা ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে পরিষেবা প্রদানই নয়, বেসরকারি সেক্টরে অভ্যন্তরীণ গবেষণা ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে সুবিধাজনকও হবে।' দেশের প্রথম সেনা সর্বাধিনায়ক জেনারেল বিপিন রাওয়াত, তাঁর স্ত্রী ও ১১ জন জওয়ানের মৃত্যুতে দুঃখপ্রকাশ করে রাজনাথ সিং বলেছেন, 'আনন্দ এবং দুঃখের মিশ্র অনুভূতি রয়েছে আমার; একদিকে ডিআরডিও "আজাদি কা অমৃত মহোৎসব" উদযাপন করছে এবং অন্যদিকে সিডিএস জেনারেল বিপিন রাওয়াত, তাঁর স্ত্রী এবং ১১ জন আমাদের সঙ্গে আর নেই।'

মহারাষ্ট্র এমএলসি ভোটে ৪টি আসনে জয় বিজেপির, মোদী ও নাড্ডার প্রতি কৃতজ্ঞ দেবেন্দ্র

মুম্বই, ১৪ ডিসেম্বর (হি.স.): মহারাষ্ট্র বিধান পরিষদ (এমএলসি) নির্বাচনে ৬টি আসনের মধ্যে ৪টি আসনে জয়লাভ করেছে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)। শিবসেনার থেকে আকোলা-বুলধানা-ওয়াসিম আসন ছিনিয়ে নিয়েছে বিজেপি। নাগপুরেও জয়লাভ করেছে বিজেপি। কংগ্রেস ও শিবসেনা জয়ী হয়েছে একটি করে আসনে, যথাক্রমে কোলহাপুর ও মুম্বইয়ে। এর আগে ধুলে-নান্দুরবার ও মুম্বইয়ের দু"টি মধ্যে একটি আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জিতেছে বিজেপি। এই জয়ের পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ।

গত ১০ ডিসেম্বর মহারাষ্ট্র বিধান পরিষদের নির্বাচন হয়েছিল। ৬টি আসনের মধ্যে ৪টি আসনেই মঙ্গলবার জয়লাভ করেছে বিজেপি। কোলহাপুরে জয় পেয়েছে কংগ্রেস এবং মুম্বইয়ে শিবসেনা। নাগপুরে কংগ্রেস সমর্থিত নির্দল প্রার্থী মঙ্গেশ দেশমুখকে হারিয়েছেন বিজেপির চন্দ্রশেখর বাওয়ানকূলে, ১৭৬ ভোটে। আকোলা-বুলধানা-ওয়াসিম আসনে ৪৪৩ ভোটে জিতেছেন বসন্ত খান্ডেলওয়াল। নির্বাচন কমিশন সূত্রের খবর, আকোলা-বুলধানা-ওয়াসিম আসনে ৩১টি ভোট অবৈধ ঘোষিত হয়েছে ও নাগপুরে ৫টি ভোট। এদিন বিজেপি নেতা ও মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ বলেছেন, মহারাষ্ট্র বিধান পরিষদ নির্বাচনে ৬টি আসনের মধ্যে ৪টিতে জয়ী হয়েছে, এজন্য আমি ভীষণ খুশি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তিনটি দল একত্রিত হলেও, যে জয় নিশ্চিত হয় না, তা প্রমাণিত হল।

সংসদে নয়, প্রধানমন্ত্রীকে শুধু বারাণসী ও অযোধ্যাতেই দেখতে পাবেন : পি চিদম্বরম

নয়াদিল্লি, ১৪ ডিসেম্বর (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে কটাক্ষ করলেন প্রবীণ কংগ্রেস নেতা ও প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পালানিয়াপ্পন চিদম্বরম। কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ পি চিদম্বরম বলেছেন, 'সংসদে নয়, প্রধানমন্ত্রীকে শুধু বারাণসী ও অযোধ্যাতেই খুঁজে পাবেন।' সোমবার ছিল সংসদে জঙ্গি হামলার ২০ তম বছর, ওই দিন টুইট করে শহিদদের শ্রদ্ধা জানালেও সংসদ চত্বরে শহিদদের শ্রদ্ধা জানাতে দেখা যায়নি প্রধানমন্ত্রীকে। কাশী বিশ্বনাথ মন্দির করিডরের উদ্বোধনের জন্য প্রধানমন্ত্রী ছিলেন উত্তর প্রদেশের বারাণসীতে। তা নিয়ে কটাক্ষ করেন চিদম্বরম। মঙ্গলবার কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ পি চিদম্বরম বলেছেন, 'সংসদের প্রতি প্রধানমন্ত্রীর এতটাই "শ্রদ্ধা" যে তিনি ১৩ ডিসেম্বর শহিদ নিরাপত্তা কর্মীদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন এড়িয়ে যান। তিনি সমস্ত কিছু এড়িয়ে যাবেন এবং বারাণসী চলে যাবেন। সংসদে নয়, প্রধানমন্ত্রীকে শুধু বারাণসী ও অযোধ্যাতেই খুঁজে পাবেন।'

মধ্যরাতে বারাণসী স্টেশনে মোদী, জানালেন রেলকে যাত্রীবান্ধব করে তুলতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ

বারাণসী, ১৪ ডিসেম্বর (হি.স.): মধ্যরাতে কাশীনগরীর নাগরিকদের রীতিমতো চমকে দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথকে সঙ্গে নিয়ে মধ্যরাতেই বারাণসী স্টেশনে পৌঁছে যান প্রধানমন্ত্রী। স্টেশন চত্বর তখন তুলনামূলক ফাঁকা ছিল, অনেক রাত পর্যন্ত স্টেশনেই ছিলেন প্রধানমন্ত্রী। সমস্ত কিছু খুঁটিয়ে দেখেন তিনি। কথা বলেন স্টেশনে উপস্থিত অনেকের সঙ্গে। প্রধানমন্ত্রী নিজেই গভীর রাতে টুইট করে জানিয়েছেন, 'পরবর্তী স্টপেজ...বারাণসী স্টেশন। রেল যোগাযোগ বাড়ানোর পাশাপাশি পরিচ্ছন্নতা, আধুনিক ও যাত্রীবান্ধব রেল স্টেশন নিশ্চিত করতে আমরা কাজ করছি।' মধ্যরাতে কাশীতে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজও খতিয়ে দেখেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সর্বদা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। টুইট করে প্রধানমন্ত্রী জানান, 'কাশীতে গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়নমূলক কাজ পরিদর্শন করলাম। এই পবিত্র শহরের জন্য সম্ভাব্য সর্বোত্তম ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরি করা আমাদের প্রচেষ্টা।' অর্থাৎ কাশী সফরের গোটা দিনই চরম ব্যস্ততার মধ্যে কেটেছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর।

ভোটের আগে অর্ধসমাপ্ত প্রকল্পের উদ্বোধনে কোনও লাভ হবে না বিজেপির : মায়াবতী

লখনউ, ১৪ ডিসেম্বর (হি.স.): উত্তর প্রদেশে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন, ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন নিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-কে খোঁচা দিলেন বহুজন সমাজ পার্টি (বিএসপি)-র প্রধান মায়াবতী। বিএসপি সুপ্রিমো বলেছেন, বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে একাধিক ঘোষণা, শিলান্যাস ও অর্ধসমাপ্ত প্রকল্পের উদ্বোধনে করে কোনও লাভ হবে না বিজেপির। পাশাপাশি তিনি দাবি করেছেন, পঞ্জাবে এবার ক্ষমতায় আসবে শিরোমণি অকালি দল ও বিএসপি-র জোট।

মঙ্গলবার বিজেপিকে কটাক্ষ করে মায়াবতী বলেছেন, 'বিধানসভা নির্বাচনের ঘোষণার ঠিক আগে, উপর্যুপরি ঘোষণা, নতুন প্রকল্পের শিলান্যাস এবং কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের অর্ধ-সমাপ্ত প্রকল্পের উদ্বোধন সেই দলকে (বিজেপি) বিশেষ সাহায্য করবে না।' মায়াবতী আরও জানান, 'আমার বিশ্বাস সুখবীর সিং বাদলের নেতৃত্বে শিরোমণি অকালি দল (এসএডি) এবং বহুজন সমাজ পার্টি (বিএসপি)-র জোট পঞ্জাব বিধানসভা নির্বাচনে পূর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় আসবে।'

স্বপনের হয়ে ভোট প্রচারে ফিরহাদ, কথা বললেন সাধারণ মানুষের সঙ্গে

কলকাতা, ১৪ ডিসেম্বর (হি.স.): পুরভোট নিয়ে বর্তমানে চরম ব্যস্ত রাজনৈতিক দলগুলো। আর এবার পুরভোটের প্রার্থী তালিকায় চমক রেখেছে তৃণমূল। কলকাতা পুরসভার ৮২ নম্বর ওয়ার্ডের প্রার্থী রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। মঙ্গলবার কলকাতা পুরসভার ৫৬ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল প্রার্থী স্বপন সমাদ্দারের হয়ে প্রচার করলেন ফিরহাদ। বিজেপি, তৃণমূল থেকে বামেরা সকলেই নেমে পড়েছে পুরভোটের প্রচারে। পুরভোটে ৮২ নম্বর ওয়ার্ডের প্রার্থী রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম হলেও নিজের ওয়ার্ডে প্রচারের পাশাপাশি অন্যান্য ওয়ার্ডের তৃণমূল প্রার্থীদের হয়েও প্রচার সারছেন রাজ্যের মন্ত্রী। প্রায় প্রতিদিনই প্রচার সারছেন ফিরহাদ হাকিম।

শিক্ষা অধিকর্তার সাথে ডেপুটেশনে মিলিত হন চাকরীচ্যুত ১০,৩২৩'র জেএমসির প্রতিনিধিরা। ছবি ঃ নিজস্ব।

দৈনিক সংক্রমণ কমে ৬-হাজারের নীচে কোভিড থেকে সুস্থতাও বাড়ছে ভারতে

নয়াদিল্লি, ১৪ ডিসেম্বর (হি.স.): ভারতে একধাক্কায় অনেকটাই কমে গেল দৈনিক করোনা-সংক্রমণ। মৃত্যুর সংখ্যা অবশ্য খানিকটা বেড়েছে। সোমবার সারাদিনে ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৫ হাজার ৭৮৪ জন। এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে ২৫২ জনের। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনার থেকে সেরে উঠেছেন ৭,৯৯৫ জন, ভারতে সুস্থতার হার এই মুহূর্তে ৯৮.৩৭ শতাংশ। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা কমে ৮, ৮৯,৯৩-এ পৌঁছেছে, শেষ ২৪ ঘন্টায় সক্রিয় রোগীর সংখ্যা কমেছে ২,৪৬৩ জন।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৫,৭৮৪ জন। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.২৬ শতাংশ রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় করোনাভাইরাসের টিকা পেয়েছেন ৬৬ লক্ষ ৯৮ হাজার ৬০১ জন প্রাপক, ফলে ভারতে মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ১, ৩৩,৮৮,১২,৫৭৭ জনকে কোভিড টিকা দেওয়া হয়েছে।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ২৫২ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৪,৭৫,৮৮৮ জন (১.৩৭ শতাংশ)। করোনার বাড়বাড়ন্তের মধ্যে সুস্থতাই খানিকটা স্বস্তি দিচ্ছে, মঙ্গলবার সারা দিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৭,৯৯৫ জন। মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৩,৪১,৩৮,৭৬৩ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৩৭ শতাংশ।

২৪ ঘন্টায় ৬৬-লক্ষাধিক, ভারতে ১৩৩.৮৮-কোটি টিকাকরণ সম্পূর্ণ

নয়াদিল্লি, ১৪ ডিসেম্বর (হি.স.): কোভিড টিকাকরণে নতুন মাইলফলকের দোরগোড়ায় পৌঁছে গেল ভারত। দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানে বিগত ২৪ ঘন্টায় করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন ৬৬ লক্ষ ৯৮ হাজার ৬০১ জন প্রাপক। ফলে ভারতে ১৩৩.৮৮-কোটি টিকাকরণ সম্পূর্ণ হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত মোট ১,৩৩,৮৮,১২, ৫৭৭ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে।

ভারতে ৬৫.৭৬-কোটির ঊর্ধ্বে পৌঁছে গেল করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা। মঙ্গলবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ১৩ ডিসেম্বর সারা দিনে ভারতে ৯, ৯০,৪৮২ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৬৫,৭৬, ৬২,৯৩৩-এ পৌঁছে গিয়েছে। পরীক্ষিত ৯,৯০,৪৮২ জনের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৫ হাজার ৭৮৪ জন।

পূর্ব ইন্দোনেশিয়ায় ৭.৩ তীব্রতার ভূমিকম্প, সুনামির প্রবল সম্ভাবনা

জাকার্তা, ১৪ ডিসেম্বর (হি.স.): তীব্রতর ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল পূর্বাঞ্চলীয় ইন্দোনেশিয়া। মঙ্গলবার জোরালো ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে ফ্লোরেস দ্বীপের উপকূলবর্তী এলাকা। রিখটার স্কেলে কম্পনের তীব্রতা ছিল ৭.৩। শক্তিশালী এই কম্পনের পরই সুনামির সতর্কতা জারি করা হয়। আমেরিকার ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা (ইউএসজিএস) জানিয়েছে, মঙ্গলবার ভোররাত ৩.২০ মিনিট নাগাদ ভূমিকম্প অনুভূত হয় মাউমেরে শহর থেকে ১০০ কিলোমিটার উত্তরে, ফ্লোরেস সমুদ্রের ১৮.৫ কিলোমিটার (১১ মাইল) গভীরে।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় সুনামি সতর্কতা কেন্দ্র জানিয়েছে, ভূমিকম্পের উৎসস্থল থেকে ১, ০০০ কিলোমিটার (৬০০ মাইল)-এর মধ্যে উপকূলবর্তী এলাকায় সুনামির সম্ভাবনা রয়েছে। ইউএসজিএস জানিয়েছে, ভূমিকম্পে হতাহতের সম্ভাবনা অত্যন্ত ক্ষীণ। এই ভূমিকম্পে কোনও ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি। ভূমিকম্পের তীব্রতায় ঘর-বাড়ি কেঁপে ওঠে।

মঙ্গলবার মিউনিসিপ্যাল রিটার্নিং অফিসারদের সঙ্গে বৈঠকে কমিশন

কলকাতা, ১৪ ডিসেম্বর (হি. স.) : শিয়রে কলকাতা পুরসভার নির্বাচন। তারই মধ্যে চোখ রাঙাচ্ছে করোনা ভাইরাসের নতুন ভ্যারিয়েন্ট 'ওমিক্রন"। রাজ্যে এখনও ওমিক্রনে আক্রান্তের খবর না মিললেও প্রস্তুতিতে কোনও খামতি রাখতে চাইছে না রাজ্য নির্বাচন কমিশন। মঙ্গলবার মিউনিসিপ্যাল রিটার্নিং অফিসারদের সঙ্গে বৈঠকে বসতে চলেছে কমিশন। বৈঠকে সামগ্রিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে বলে খবর।

মঙ্গলবার বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন কলকাতার নির্বাচনী আধিকারিক তথা দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলাশাসক পি উলগানাথন, কলকাতার পুলিশ কমিশনার ও নির্বাচন প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণের দায়িত্বে থাকা ১৬ পর্যবেক্ষক। করোনা আবহে ভোট থেকে শুরু করে আইনশৃঙ্খলা, বৈঠকে যাবতীয় বিষয়ে আলোচনা হবে বলে খবর। এদিনের বৈঠকে কলকাতা পুলিশের তরফে আইনশৃঙ্খলা নিয়ে প্রাথমিক একটি রিপোর্টও জমা পড়ার কথা রয়েছে। অশান্তি পাকাতে পারে সন্দেহে ইতিমধ্যেই দু'শোর বেশি দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করেছে কলকাতা পুলিশ। পাশাপাশি কলকাতা এলাকার থানাগুলির ৫০০টিরও বেশি জামিন অযোগ্য গ্রেফতারি পরোয়ানা কার্যকর করা হয়েছে। বহিরাগতদের আনাগোনার উপর বিশেষ নজর রাখা হচ্ছে। কলকাতা সংলগ্ন এলাকার হোটেলগুলিতে প্রতিনিয়ত সজাগ দৃষ্টি রাখা হচ্ছে। রাজ্য নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, করোনা আবহে ভোটে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের ব্যবস্থাপনাকেই মডেল করা হবে। অর্থাৎ ভোটের লাইনে শারীরিক দূরত্ববিধি থেকে শুরু করে থার্মাল গান, স্যানিটাইজার, ভোটারদের এক হাতের গ্লাভস থেকে শুরু করে বিধানসভা নির্বাচনের ধাঁচে সমস্ত ব্যবস্থা থাকবে। পাশাপাশি, কোনও ভোটার যদি করোনা আক্রান্ত হন, সেক্ষেত্রেও থাকছে বিশেষ ব্যবস্থা। কলকাতার নির্বাচনে ৪৭৪২টি বুথ রয়েছে। অতিরিক্ত ৩৮৫টি বুথ রাখা হয়েছে। প্রতিটি বুথে এই ব্যবস্থাপনা রাখা হবে। কিন্তু কোন কায়দায় গোটা বিষয়টি পরিচালনা হবে, তা নিয়ে বৈঠকে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা হবে বলে সূত্রের খবর। এদিকে বয়কটের কথা বলেও সোমবার পুরভোটের আইনশৃঙ্খলা নিয়ে দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলাশাসকদের ডাকা বৈঠকে যোগ দিল বিজেপি। প্রথমে রাজ্য বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব জানায়, আইনশৃঙ্খলা নিয়ে বৈঠক হলে তা রাজ্য নির্বাচন কমিশনের দফতরে হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তাই রাজ্য বিজেপির তরফে কোনও প্রতিনিধি ওই বৈঠকে যোগ দেননি। কিন্তু শেষে দেখা যায়, বিজেপির ৭৩ নম্বর ওয়ার্ডের প্রার্থী ইন্দ্রজিৎ খটিক বৈঠকে উপস্থিত। তাঁর দাবি, তাঁকে ফোন করে কমিশনের তরফে ডাকা হয়েছিল। তাই তিনি গিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর বৈঠকে যোগ দেওয়া নিয়ে রাজ্য বিজেপির তরফে কোনও বক্তব্য মেলেনি।

শর্তসাপেক্ষে সিঙ্গুরে অবস্থান বিক্ষোভের মঞ্চ বাঁধার অনুমতি পেল বিজেপি

কলকাতা, ১৪ ডিসেম্বর (হি. স.) : সিঙ্গুরে বিজেপির অবস্থান বিক্ষোভের অনুমতি নিয়ে তৈরি হয়েছিল জটিলতা। সোমবার রাত পর্যন্ত মঞ্চ বাঁধার অনুমতি দেয়নি পুলিশ। মঙ্গলবার সকালে অবশেষে অনুমতি মিলেছে বলেই দাবি বিজেপির। তবে এবিষয়ে কোনও মন্তব্য করেনি পুলিশ। অবস্থান বিক্ষোভে দিলীপ-শুভেন্দু থাকলেও যাবেন না সাংসদ লকেট। যা স্বাভাবিকভাবেই উসকে দিয়েছে জল্পনা। নতুন করে পশ্চিমবঙ্গে নিজেদের পায়ের নিচের মাটি শক্ত করতে সিঙ্গুরকে বেছে নিয়েছে বিজেপি। দলের তরফে বিশেষ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। আগেই ১৪ থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত অর্থাৎ ৭২ ঘন্টা অবস্থান বিক্ষোভ করার কথা ঘোষণা করেছিল বিজেপি। সেই মতো প্রস্তুতি শুরু হলেও পুলিশের অনুমতি মিলছিল না বলেই জানা গিয়েছিল। মঞ্চ বাধতে গিয়ে বাধা পেয়েছিলেন বিজেপি কর্মীরা। যে এলাকায় কর্মসূচির জন্য চিহ্নিত করা হয়েছিল, সেটা জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের অধীন। ফলে তাঁরা অনুমতি দিলেই পুলিশ তাতে সিলমোহর দেবে বলে জানানো হয়েছিল। পরবর্তীতে কর্মসূচির অনুমতি চেয়ে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষকে দেওয়া চিঠি পুলিশকে দেয় বিজেপি। স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, মঙ্গলবার অবশেষে শর্তসাপেক্ষে মঞ্চ বাধার অনুমতি মিলেছে। যদিও এ বিষয়ে পুলিশ কোনও মন্তব্য করায় জারি ধোঁয়াশা। তবে দিলীপ ঘোষ আগেই জানিয়েছিলেন, কর্মসূচি হবেই। বাধা দিলে অনশনের হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন।এদিন এই কর্মসূচিতে যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, মেদিনীপুরের সাংসদ দিলীপ ঘোষ, রাজ্য বিজেপির সভাপতি সুকান্ত মজুমদার-সহ রাজ্য বিজেপির একাধিক প্রথম সারির নেতার।

পুরভোটে ১২৩ ওয়ার্ডে যেন হ্যাটট্রিকের অপেক্ষায় সুদীপ

কলকাতা, ১৪ ডিসেম্বর (হি স)। কলকাতা পুরসভার টানা দুটি নির্বাচনে জয়ী। তৃতীয়বার জয়ের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী। বিজেপি সহ বিরোধীরা এখানে পরিযায়ী, ভোটপাখি। কলকাতা পুরসভার ১২৩ নম্বর ওয়ার্ডে এবারও তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সুদীপ পোল্লে। তাঁর দাবি, জয় কার্যত নিশ্চিত তবুও মানুষের দুয়ারে যেতে হয়। এবং সেটাই নির্বাচনের অঙ্গ।

বড়িশা এবং সংলগ্ন অঞ্চল নিয়ে কলকাতা পুরসভার ১৩ নম্বর বরোর অধীন এই ১২৩ নম্বর ওয়ার্ড। ২০১১-র জনগণনায় লোকসংখ্যা ছিল ৩৫ হাজার ৮৩৬। ২০০৫-এ জিতেছিল সিপিএম, তার পর দুবার তৃণমূল প্রার্থী। এবার এই ওয়ার্ডে বাম প্রার্থী সিপিএম-এর প্রসেনজিৎ ঘোষ, বিজেপি-র শর্মিষ্ঠা ভট্টাচার্য। সুদীপ পোল্লের কথায়, "ভোটের আগে মানুষের ঘরে ঘরে গিয়ে ভোট চাওয়া নির্বাচনের অঙ্গ। আমি যদি না যাই মানুষের খারাপ লাগার একটা জায়গা থাকতে পারে। অনেকে ভাবতে পারেন কাউন্সিলরের হয়তো দম্ভ হয়েছে। সেই জায়গা থেকে ঘরে ঘরে প্রচার করছি।' ১২৩ নম্বর ওয়ার্ডে কাজের খতিয়ান তুলে ধরে তৃণমূলের হোর্ডিং দিয়েছে, কাউন্সিলরের কাজ তুলে ধরেছে। এবার মানুষ বিচার করুন, তাঁরা কাকে সমর্থন করবেন।

সুদীপ জানান, "কাজের কথা বলে যে হোর্ডিং আমি লাগিয়েছি, সেখানে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে এবং শেষ দু-বছরে পুরসভার কাজের। বাইরে এখানে মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে যা করেছি সেটাই তুলে ধরেছি। বিশেষ করে করোনার পূর্ব অভিজ্ঞতা আমাদের ছিল না। এই রোগ নিয়ে কেউ অসুস্থ হয়েছেন, তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া বা মৃতদেহ সংকার করা এইসব কাজ করেছি। সেখানেই নিজের কাছে কোথাও একটা আত্মতৃপ্তি আছে।'

লখিমপুর খেরির ঘটনা পূর্ব পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র, বলল উত্তর প্রদেশের সিট

নয়াদিল্লি, ১৪ ডিসেম্বর (হি.স.): লখিমপুর খেরির ঘটনাকে পূর্বপরিকল্পিত বলল উত্তর প্রদেশের বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট)। বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) মঙ্গলবার আদালতে জানিয়েছে, ওই ঘটনা পূর্বপরিকল্পিত ছিল। তদন্তকারী অফিসার বিদ্যারাম দিবাকর রিপোর্টে জানিয়েছেন, এটা কোনও দুর্ঘটনা নয়। আগে থেকে পরিকল্পনা করেই এই ঘটনা ঘটানো হয়েছে। ফলে অস্বস্তি বাড়তে চলেছে কৃষক-মৃত্যুর ঘটনায় প্রধান অভিযুক্ত কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী অজয় মিশ্র টেনির ছেলে আশিস মিশ্র ওরফে মনুর।

সিজেএম আদালতে লখিমপুর খেরি-কাণ্ডে হত্যা, গুরুতর আহত করা এবং অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারের ধারা যুক্ত করার অনুমতি চেয়েছেন বিদ্যারাম। মঙ্গলবার সব অভিযুক্তকে তলব করেছে আদালত। আদালতে বিদ্যারাম জানিয়েছেন, এখনও পর্যন্ত যে প্রমাণ সংগ্রহ করা হয়েছে, তা থেকে তাঁদের মনে হয়েছে, লখিমপুর খেরিতে সে দিনের ঘটনার পিছনে সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র ছিল। তাই এই ঘটনায় ৩০৪ এ ধারা বাতিল করতে চান তাঁরা। সেই জায়গায় ৩০৭ ধারা (খুনের চেষ্টা) যুক্ত করতে চান। এ ছাড়াও ৩২৬, ৩৪, ২৭৯, ৩৩৮ এবং ৩০৪এ-র মতো ধারা যোগ করার অনুমতি চেয়েছেন তিনি।

গুয়াহাটির বি বরুয়া কলেজের ছয় শিক্ষার্থী কোভিড-আক্রান্ত

গুয়াহাটি, ১৪ ডিসেম্বর (হি.স.) : গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পর এবার বি বরুয়া কলেজের ছয় জন পড়ুয়া কোভিড-১৫-এ সংক্রমিত হয়েছেন বলে খবর পাওয়া গেছে। গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের উদ্ধৃতি দিয়ে রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতর এই খবর জানিয়েছে।

গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মাইক্রো বায়োলজি বিভাগের রাজ্যস্তরের ভাইরাল রিসার্চ এবং ডায়াগনস্টিক লেবরেটরি থেকে বি বরুয়া কলেজের ছাত্রছাত্রীদের কোভিড-১৯ পরীক্ষা করা হয়েছিল। এঁদের মধ্যে ছয় ছাত্রকে কোভিড-১৯ পজিটিভ বলে নিশ্চিত করা হয়েছে। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কলেজের অফলাইন পঠন-পাঠন বাতিল করা হয়েছে কি না তা এখনও জানা যায়নি।

এদিকে ইতিমধ্যে গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৫ জন পড়ুয়া কোভিড-১৫-এ সংক্রমিত হয়েছেন। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সব হোস্টেলকে কনটেইমেন্ট জোন ঘোষণা করে প্রতিটি বিভাগের শ্রেণিকোঠায় পঠন-পাঠন বন্ধ করে দিয়েছেন কর্তৃপক্ষ। এক সঙ্গে এতজন ছাত্রছাত্রীর শরীরে কোভিড পজিটিভ শনাক্ত হওয়ায় রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতর থেকে সংক্রমণ রুখতে বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনটি হোস্টেল কনটেইমেন্ট জোন ঘোষণা করার পাশাপাশি সব বিভাগের শ্রেণিকোঠায় অফলাইনে পঠন-পাঠন নিষিদ্ধ করতে কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছে।

এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্টার জানিয়েছেন, হোস্টেলগুলির নিয়মিত অফলাইন পাঠদান আগামী ১৫ ডিসেম্বর থেকে ১৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত বন্ধ থাকবে। আজ ১৪ ডিসেম্বর থেকে যে 'বিশ্ববিদ্যালয় সপ্তাহ' অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল, তা-ও বাতিল করা হয়েছে। 'বিশ্ববিদ্যালয় সপ্তাহ' উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠেয় যাবতীয় সাংস্কৃতিক কার্যসূচিও বাতিল করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন রেজিস্টার। তিনি জানান, কোভিডে আক্রান্ত বেশিরভাগ পড়ুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হোস্টেলের আবাসিক।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

২০১৯-এর আগস্ট থেকে জম্মু-কাশ্মীরে নিরাপত্তা পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে : স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ১৪ ডিসেম্বর (হি.স.): সংসদে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক ফের দাবি করল, ২০১৯ সালের আগস্ট মাসের পর থেকে জম্মু ও কাশ্মীরের নিরাপত্তা পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে। মঙ্গলবার সংসদে লিখিত জবাবে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী নিত্যানন্দ রাই জানিয়েছেন, ২০১৯ সালের আগস্টের পর থেকে জম্মু ও কাশ্মীরের নিরাপত্তা পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে। সন্ত্রাসী হামলার ঘটনাও নিরন্তর কমেছে। এবছর ৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত ২০৬টি সন্ত্রাসী হামলার ঘটনা ঘটেছে। ২০২০ সালে সেই সংখ্যা ছিল ২৪৪।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী নিত্যানন্দ রাই আরও জানিয়েছেন, চলতি বছর ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত জম্মু ও কাশ্মীরের ২৮টি অনুপ্রবেশের ঘটনা ঘটেছে, ২০২০ সালে সেই সংখ্যা ছিল ৫১। অর্থাৎ ২০২০ সালের তুলনায় এ বছর অনুপ্রবেশের ঘটনা অনেকটাই কমেছে। সংসদে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক আরও জানিয়েছে, ২০১৮ সাল থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত বেআইনি কার্যকলাপ (প্রতিরোধ) আইনের অধীনে ৩০ বছরের কম বয়সী ২, ৫০০ জনেরও বেশি গ্রেফতার করা হয়েছে।

এদিকে, শ্রীনগরের উপকণ্ঠে জেওয়ান এলাকায় শ্রীনগর-জম্মু হাইওয়ের উপর জম্মু ও কাশ্মীর সশস্ত্র পুলিশের বাসে জঙ্গি হামলার ঘটনায় কেন্দ্রকে দুষলেন কংগ্রেস নেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরী। এদিন সংসদের বাইরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে অধীর রঞ্জন চৌধুরী বলেছেন, 'জম্মু ও কাশ্মীরে উপর্যুপরি সন্ত্রাসী হামলা এটাই বুঝিয়ে দিচ্ছে যে কাশ্মীর ইস্যুতে সরকারের নীতি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে।'

শ্রীনগরে পুলিশের বাসে হামলা পরিকল্পিত ছিল, শীঘ্রই নিকেশ হবে সন্ত্রাসীরা : বিজয় কুমার

শ্রীনগর, ১৪ ডিসেম্বর (হি.স.): শ্রীনগরের উপকণ্ঠে জেওয়ান এলাকায় জম্মু-কাশ্মীর পুলিশের বাসে সন্ত্রাসী হামলা পূর্ব পরিকল্পিত ছিলেন। জানালেন কাশ্মীরের ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ (আইজিপি) বিজয় কুমার। মঙ্গলবার সকালে কাশ্মীরের আইজিপি বলেছেন, 'দুই বিদেশি (পাকিস্তান) সন্ত্রাসী ও এক স্থানীয় জঙ্গি পূর্ব পরিকল্পনা করে হামলা চালিয়েছে। ৩ জন পুলিশ কর্মী হামলায় মারা গিয়েছেন। একজন জঙ্গি পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে, জঙ্গিদের শীঘ্রই নিকেশ করা হবে।'

সোমবার সন্ধ্যায় শ্রীনগরের উপকণ্ঠে জেওয়ান এলাকায় শ্রীনগর-জম্মু হাইওয়ের উপর জম্মু ও কাশ্মীর সশস্ত্র পুলিশের বাসে হামলা চালায় জইশ-ই-মহম্মদ জঙ্গি সংগঠনের ''কাশ্মীর টাইগারস'' সন্ত্রাসীরা। সোমবারই মারা গিয়েছিলেন দু''জন জওয়ান। আহত হয়েছিলেন ১২ জন, তাঁদের মধ্যে কনস্টেবল রামিজ আহমেদের মৃত্যু হয়েছে মঙ্গলবার সকালে। বাকি দু''জন শহিদ পুলিশ কর্মীর নাম হল-সাব-ইন্সপেক্টর গুলাম হাসান এবং সফিক আলি। কাশ্মীরের ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ (আইজিপি) বিজয় কুমার জানিয়েছেন, হামলার দায় স্বীকার করেছে চালায় জইশ-ই-মহম্মদ জঙ্গি সংগঠনের ''কাশ্মীর টাইগারস''।

শহিদ পুলিশ কর্মীদের এদিন শেষশ্রদ্ধা জানান কাশ্মীরের আইজিপি বিজয় কুমার ও অন্যান্য শীর্ষ পুলিশ অধিকারিকরা। সেই সময় কাশ্মীরের আইজিপি জানিয়েছেন, '২৫ জন পুলিশ কর্মীকে নিয়ে ক্যাম্পে ফিরছিল বাসটি। সেই ৩ জইশ জঙ্গি বাস লক্ষ্য করে গুলি চালায়। পরিকল্পিত হামলা ছিল। ওই গ্রুপের সম্পর্কে আমাদের কাছে অনেক তথ্য এসেছে। শীঘ্রই সন্ত্রাসীদের নিকেশ করা হবে।

আজ উমাকান্ত একাডেমী এলামনির সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

আগরতলা, ১৪ ডিসেম্বর।। রবীন্দ্র চরণস্পর্শধন্য ও রাজন্য স্মৃতি বিজড়িত শতবর্ষোত্তর প্রাচীনতম বিদ্যালয় উমাকান্ত একাডেমী-র প্রতিষ্ঠা দিবস আগামী ১৫ ডিসেম্বর, ২০২১, বুধবার। দিবসটি উদযাপন করতে বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রদের সংগঠন উমাকান্ত একাডেমী এলামনি বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এক সান্ধ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। এই দিন সন্ধ্যা ৫ টায় বিদ্যালয়ের সামনে এলামনি প্রতিষ্ঠিত রবীন্দ্র মূর্তির পাদদেশে সম্প্রতিকালে হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় প্রয়াত দেশের প্রথম চিফঅব ডিফেন্স স্টাফ বিপিন রাওয়াত সহ অন্যান্য অকাল প্রয়াত সেনানীদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাবেন প্রাক্তনীরা। এরপর থাকবে রাজ্যের প্রখ্যাত শিল্পীদের পরিবেশনায় এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে সকল প্রাক্তনীদের সপরিবারে সবান্ধবে উপস্থিত থাকতে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন উমাকান্ত একাডেমী এলামনি'র সাধারণ সম্পাদক শুভাশিস মজুমদার।

পূর্ব গনকিতে মার্কেট স্টলের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ১৪ ডিসেম্বর।। খোয়াই আর.ডি ব্লকের অধীন পূর্ব গনকি গ্রাম পঞ্চায়েতের তাঁতী পাড়াতে নতুন মার্কেট স্টলের শুভ উদ্বোধন করলেন ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিলের সচিব তথা বিজেপি খোয়াই জেলা প্রভারী অমিত রক্ষিত। উপস্থিত ছিলেন খোয়াই জিলা পরিষদের সদস্য তথা বিজেপি খোয়াই মন্ডল সভাপতি সুব্রত মজুমদার এবং পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান তাপস কান্তি দাস সহ অন্যান্যরা। এদিন প্রথমেই পূর্ব গণকি গ্রাম পঞ্চায়েতের ২০২০-২১ অর্থ বছরের আয়-ব্যায়ের হিসাব প্রদান নিয়ে গ্রাম সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে উক্ত গ্রাম সভার উদ্বোধন করেন ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিলের সচিব তথা বিজেপি খোয়াই জেলা প্রভারী অমিত রক্ষিত, খোয়াই মন্ডল সভাপতি সুব্রত মজুমদার।

১৪ হাজার গাঁজা গাছ ধ্বংস করলো পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ১৪ ডিসেম্বর।। পর্দার আড়ালে থাকা গাঁজা মাফিয়াদের আস্ফালনে গাঁজার সাম্রাজ্যে পরিণত সোনামুড়া মহকুমায়।আর এই গাঁজার সাম্রাজ্য ধ্বংস করতে ময়দানে কলমচৌড়া থানার পুলিশ।পর পর কয়েকবার গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গাঁজা বিরোধী অভিযানে নেমে বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে গজিয়ে ওঠা গাঁজা বাগান ধ্বংস করে চলেছে পুলিশ।মঙ্গলবার কলমচৌড়া থানার ওসি বিষ্ণুপদ ভৌমিক মোবাইল ফোন ট্র্যাকের মাধ্যমে গাজা বাগান চিহ্নিত করে গাজা বিরোধী অভিযানে নামে। কলমচৌড়া থানাধীন নজুরপুরা এলাকার জঙ্গলে এই গাঁজা বিরোধী অভিযান চালায়।এই অভিযানের টিলাভূমিতে ২ হেক্টর বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে গজিয়ে ওঠা প্রায়১৪ হাজারেরও বেশি গাঁজা গাছ কেটে ধ্বংস করে ভস্মীভূত করে দেয় পুলিশ।যার বাজার মূল্য প্রায় ২০ লক্ষাধিক টাকার উপর হবে বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে।

মঙ্গলবার প্রাতঃ ১০ ঘটিকা থেকে পুলিশের কাছে গোপন সূত্র মারফত একটি খবর আসে কলমচৌড়া থানাধীন নজুরপুর গভীর জঙ্গলের টিলাভূমিতে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে কয়েকটি জায়গায় গাঁজার অবাধ বিচরণ হচ্ছে।আর সেই খবরের ভিত্তিতেই থানার পুলিশ ও টি এস আর বাহিনী গভীর জঙ্গলের টিলাভূমিতে দফায় দফায় হানাদারি চালায়।মঙ্গলবারের এই অভিযানে ছিলেন কলমচৌড়া থানার ওসি বিষ্ণুপদ ভৌমিক,এস আই রথীন্দ্র দেববর্মা সহ বিশাল টি এস আর বাহিনী।আর তাতেই আসে ব্যাপক সাফল্য।অভিযানে উদ্ধার হয় বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে ২ হেক্টর জমিতে গজিয়ে ওঠা গাঁজা বাগানের সাম্রাজ্য।সঙ্গে সঙ্গেই আরক্ষা বাহিনী গাঁজা গাছ কেটে আগুন জ্বালিয়ে বাগান ধ্বংস করে দেয়।যদিও এখনো পর্যন্ত তেমন কোন কিছুই জানা যায়নি যে এই বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে গজিয়ে ওঠা গাঁজা চাষের সঙ্গে কে বা কারা উতপ্রোতভাবে জড়িত রয়েছে।

তবে প্রাথমিকভাবে জানা যায় মূল পান্ডাকে আটক করার জন্য তদন্ত চলছে।এই দিকে পুলিশ জানান-মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের স্বপ্ন ''নেশামুক্ত ত্রিপুরা'' গড়তে ও বর্তমানে নেশার তীব্র কবল থেকে বর্তমান যুব সমাজকে রক্ষা করতে ও সুস্থ সমাজ গঠনে পুলিশের এই নেশা বিরোধী অভিযান আগামী দিনেও জারি থাকবে।তবে এইদিকে পর পর কয়েকবার কলমচৌড়া থানার পুলিশ এই গাঁজা-বিরোধী অভিযানের ব্যাপক সাফল্যে সন্তুষ্টি প্রকাশ করে চলেছেন শুভবুদ্ধি সম্পন্ন সচেতন ও তথ্যবিজ্ঞ মহল জুড়ে।

লামডিঙে কামরূপ এক্সপ্রেস থেকে উদ্ধার প্রায় আড়াই লক্ষ টাকার গাঁজা

লামডিং (অসম), ১৪ ডিসেম্বর (হি.স.) : রাজ্যে ব্যাপক নেশা-বিরোধী অভিযান অব্যাহত রেখেছে পুলিশ। তবু কমছে না নেশাদ্রব্যের রমরমা কারবার। রেলযোগে এখনও চলছে মাদকদ্রব্য পাচার। এ ধরনের এক খবর পাওয়া গেছে লামডিং রেলওয়ে স্টেশন থেকে। জানা গেছে, গতকাল রাতে লামডিং জিআরপি এবং আরপিএফ-এর যৌথ অভিযানে ১৫৯৬০ ডাউন ডিব্রুগড়-হাওড়া কামরূপ এক্সপ্রেসে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণের নিষিদ্ধ গাঁজা বাজেয়াপ্ত করেছে।আজ মঙ্গলবার জিআরপি থানার ওসি জানান, আরপিএফ এবং জিআরপি-র জওয়ানরা ডাউন ডিব্রুগড়-হাওড়া কামরূপ এক্সপ্রেসের বিভিন্ন কামরায় তালাশি অভিযান চালিয়েছিলেন। অভিযানে সাধারণ শ্রেণির একটি কামরার ব্যাটারি বক্সে লুকিয়ে রাখা প্রায় ২৫ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে।

বৃষ্টিতে ফুলের বাগান নষ্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ১৪ ডিসেম্বর।। টানা তিন দিনের বাড়ি বৃষ্টিতে ভরাডুবি রাজ্যের একাধিক জেলা।তিন দিনের জমা জলে থমকে গেছে স্বাভাবিক জীবন। আর এই পরিস্থিতিতে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে রাজ্যের ফুল চাষিদের।নাগাড়ে বৃষ্টিতে চাষের ক্ষতি জোগানের অভাবে অগ্নিমূল্য ফুল। গাছের গোড়ায় জল জমে ক্ষতি হয়েছে প্রচুর। জমা জলের জেরে পচে গিয়েছে গাছ, নষ্ট হচ্ছে লক্ষ লক্ষ টাকার ফুল! এ বারের ক্ষতির বহরে মাথায় হাত রাজ্যের ফুল চাষি ও বিক্রেতাদের।

ইতিমধ্যেই সিপাহীজলা জেলা সংলগ্ন জোগানের অভাবে ফুলের দাম বাড়তে শুরু করেছে। বিক্রেতাদের আশঙ্কা, এ বারে ফুলের জোগানে ব্যাপক টানের জেরে বিয়ের এই মৌরসুমের সময় অগ্নিমূল্য হতে পারে ফুল এর।

বিগত বেশ তিন দিনেন টানা বৃষ্টিতে দোপাটি, গাঁদা, পদ্ম, জ্বেনদা বেলফুলের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে।জানাযায় সিপাহীজলা জেলার সোনামুড়া মহকুমার বক্সনগর ব্লকের অন্তর্গত কলশিমুড়া গ্রাম পঞ্চায়েতে এলাকার মঞ্জু রানী সূত্রধর এর দুই কানি জ্বেনদা ফুলের বাগান নষ্ট হয়ে যায়। জানা যায় মঞ্জু রনি সূত্রধর এবং তার ছেলে এবং অন্য আরেক জন মিলে এক বছরের জন্য ১৫ হাজার টাকা দিয়ে অন্যজনের কাছ থেকে এক বছররের জন্য দুই কানি জায়গা লিজ নেয়। এই দুই কানি জায়গার মধ্যে মঞ্জু রানি সূত্রধর গেন্দা ফুলের চাষ করেন। কিন্তু টানা তিন দিনের ভারী বর্ষার ফলে এই বাগানে অনেক ফুল গাছ নষ্ট হয়ে যায়।

তিনি এলাকার মেম্বার প্রধান এবং সরকারের নিকট করুন আবেদন রাখেন সরকার যাতে উনাকে কিছু আর্থিক সহযোগিতা করেন। না হলে উনার অনেকটাই ক্ষতি হয়ে যাবে বলে তিনি ব্যক্ত করেন। তিনি জানান তিনি এই ফুল চাষের উপর নির্ভর করে তিনিই জীবন জীবিকা নির্ভর করেন। এই ফুল বাগান থেকে যা সামান্য আয় হয় এই সামান্য আয় এর মধ্যে দিয়ে তিনি সংসার প্রতিপালন করেন। এখন দেখার সরকার উনাকে কিছু আর্থিক সহযোগিতা করে কি না।

শিক্ষক বদলীর প্রতিবাদে পথ অবরোধ দাতারামে

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৪ ডিসেম্বর।। শিক্ষকের বদলি রদ করতে প্লে কার্ড হাতে স্কুলের ছাত্র ছাত্রীরা রাস্তায় নেমে পথ অবরোধ করেন। ঘটনা উদয়পুর মহকুমা রাধাকিশোরপুর থানার অন্তর্গত গর্জি আউট পোস্টের দাতারাম পতিরাম রিয়াং চৌধুরী পাড়া জে বি স্কুলে। সংবাদ সূত্রে জানা যায় ঐ বিদ্যালয়ে একজন শিক্ষককে রাজ্য বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর অন্যত্র বদলির আদেশ দিয়েছেন।

এই সংবাদ ছাত্র ছাত্রীদের কানে পৌছা মাত্র ছাত্র ছাত্রীরা প্লে কার্ড হাতে নিয়ে উদয়পুর দাতারাম সড়ক অবরোধ করে রাখে।খবর পেয়ে গর্জি আউট পোস্টের পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। পুলিশের মৌখিক আশ্বাসের পর ছাত্র ছাত্রীরা পথ অবরোধ তুলে নেয়। এ দিকে দীর্ঘক্ষণ পথ অবরোধ চলতে থাকায় অবরোধ স্থলের রাস্তার দুপাশে যাত্রীবাহি অটো ও বাইক সহ অনেক নিত্য যাত্রী আটকে পড়েন। পুলিশ আসার পর যাত্রী দুর্ভোগ কিছুটা লাঘব হয়। এমনিতেই প্রায় অধিকাংশ স্কুলে শিক্ষক স্বল্পতার জন্য পঠন পাঠন লাটে উঠেছে। অবিলম্বে বিভিন্ন স্কুলে শিক্ষক নিয়োগের দাবি উঠেছে।

শুরু হচ্ছে

● প্রথম পাতার পর

থিউরি এবং ১০ নম্বর থাকবে অভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের জন্য এবং বিজ্ঞান বিভাগের ক্ষেত্রে ৩৫ নম্বর থাকবে থিউরি এবং ১৫ নম্বর থাকবে প্র্যাকটিক্যালের উপর। তিনি জানান, এই টার্ম ওয়ান পরীক্ষার ক্ষেত্রে এবছর মধ্যশিক্ষা পর্ষদ মোট সিলেবাসের ৩০ শতাংশ কমিয়ে ৭০ শতাংশ সিলাবাসের অর্ধেক অংশের উপর পরীক্ষা নেবে।

যুবকের

● প্রথম পাতার পর

যুবকের বাড়িতেও। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে দমকল বাহিনীর জওয়ানরা ছুটে এসে আহত যুবককে উদ্ধার করে জিবি হাসপাতালে নিয়ে যায়। জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়েছে।

তার মৃত্যুর সংবাদে এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে। মৃত যুবকের বাড়ি রানীর বাজারের দেবীনগর এলাকায় বলে জানিয়েছেন তার এক নিকট আত্মীয়। রানীর বাজার থানার পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। এদিকে ময়নাতদন্তের পর মৃত দেহটি তার পরিবারের লোকজনদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। তাঁর মৃতদেহ দেবীনগর এলাকায় বাড়ি পৌছাতেই জনমনে শোকের ছায়া নেমে আসে।

মৃত্যুর মামলা

● প্রথম পাতার পর

পশ্চিম পানিসাগরের এক নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা জনৈক সুনীলচন্দ্র নাথের বছর ২২-এর ছেলে পেশায় ফলবিক্রেতা সঞ্জয় নাথ (২২)-এর ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে তার বাড়ির গোয়ালঘরে।

ধারণা করা হচ্ছে, মৃত সঞ্জয় গতকাল রাতে পরিবারের লোকজনদের নজর এড়িয়ে নিজের বাড়ির গোয়ালঘরের কড়িকাঠের সাথে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী হয়েছেন। আজ সকালে মৃত সঞ্জয়ের মা গোয়ালঘরে প্রবেশ করলে তাঁর নজরে পড়ে বড় ছেলের ঝুলন্ত দেহ। এই দৃশ্য দেখে বুকফাটা আর্তনাদে জড়ো হন আশপাশের মানুষ।

ঘটনার খবর দেওয়া হয় পানিসাগর থানায়। খবর পেয়ে পুলিশ এসে মৃতদেহের প্রাথমিক এনকুয়েস্ট করে ময়না তদন্তের জন্য ধর্মনগরে সরকারি হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়। ময়না তদন্তের পর বিকেলের দিকে সঞ্জয়ের মৃতদেহ তার পরিবারবর্গের হাতে সমঝে দিয়েছে পুলিশ।

জানা গেছে, আত্মঘাতী সঞ্জয় সবে বিএ পাশ করে বিএড করার স্বপ্ন নিয়ে পড়াশুনা করার পাশাপাশি প্রাইভেবট টিউশন এবং ফলের ব্য বসা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এমতাবস্থায় কী কারণে তিনি আত্মহত্যা র পথ বেছে নিলেন তা তার পরিবার বা গ্রামের কেউই বুঝতে পারছেন না।

প্রেমে প্রত্যাখ্যান হয়ে কি যুবক আত্মঘাতী ? এই প্রশ্নই ঘুরপাক খাচ্ছে সবার মধ্যে। যদিও পরিবারের লোকজন মুখ খুলতে নারাজ। প্রায় সময়ই মোবাইল নিয়েই থাকতো যুবক। পড়াশুনায় ভাল ছিল। বাবা কাঠমিস্ত্রির কাজ করেই সংসার প্রতিপালন করতেন। একমাত্র ছেলেকে হারিয়ে বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েন।সোমবার রাতে কল্যাণপুরের দুর্গাপুর গ্রামে নিজ ঘরে ফাঁসিতে আত্মঘাতী হলো এক যুবক। তখন যুবকের মা-বাবা কেউ ছিল না বাড়িতে। মৃতের নাম রমেশ দাস (১৯)। সোমবার সন্ধ্যা নাগাদ নিজের ঘরেই ফাঁসিতে ঝুলে পরে বিধু দাসের পুত্র রমেশ।

সে খোয়াই কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্র ছিলো। ফাঁসিতে ঝুলে পরার পর হটাৎ এক আত্মীয়ের তা নজরে আসে। পরক্ষনেই তাকে ঝুলন্ত অবস্থা থেকে নামিয়ে কল্যাণপুর হাসপাতালে নিয়ে গেলে ডাক্তার বাবুরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা দেন। ঠিক কি কারণে ঐ যুবক আত্মঘাতী হলো তা এখনই জানা না গেলেও এর পেছনে প্রেম সংক্রান্ত বিষয় যুক্ত থাকতে পারে বলে ধারণা। রমেশ এর অকাল মৃত্যু তে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে।

ঘটনার তদন্তে নেমেছে কল্যাণপুর থানার পুলিশ। কল্যাণপুর থানার এসআই প্রিয় রঞ্জন সাহা জানান আজ অর্থাৎ মঙ্গলবার সকালে ময়নাতদন্ত করে পরিবারের হাতে তুলে দেয়া হয় মৃতদেহ। যুবকের অকাল মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। কল্যাণপুর হাসপাতালে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে পরিবারের সদস্য। সবেমাত্র যৌবনে পা। কেনই বা আত্মহত্যার পথ বেছে নিল। আসল রহস্য কি উন্মোচন হবে না লুকিয়ে থাকবে। পুলিশি তদন্তে সব বেরিয়ে আসবে। যুবকের নাকি প্রায় সময় মোবাইল ব্যবহার করত। পুলিশ সঠিক তদন্ত করলে মোবাইলের তথ্য ধরে অনেক কিছু বেরিয়ে আসতে পারে। কারন যেকোনো আত্মহত্যার ঘটনার পেছনে কোন না কোন কারণ লুকিয়ে থাকে। তিনি পরদিন আত্মহত্যার প্রবণতা বাড়ছে কেন ?

জালে

● প্রথম পাতার পর

কাছ থেকেও তারা টাকা তুলেছে। গতবছরও সিপাহীজলা জেলার একটি স্কুল থেকে টাকা তুলেছে এই দুই প্রতারক।

পুলিশের দাবি, বিভিন্ন স্কুলে গিয়ে প্রধান শিক্ষকদের জেলা শিক্ষা আধিকারিকের স্বাক্ষর করা অনুমতি পত্র দেখিয়ে তারা স্কুলে প্রবেশ করেন। বাস্তবে সেই অনুমতি পত্র সম্পূর্ণ ভুয়ো। জেলা শিক্ষা আধিকারিক এধরনের অনুমতিপত্র দেওয়ার কথা অস্বীকার করেছেন। তিনি এসব বিষয়ে কিছুই জানেন না বলেও স্পষ্টভাবেই দাবি করেছেন।

অভিযোগে জানা গেছে, দুই প্রতারক চেচুড়ীমাই স্কুলের প্রধান শিক্ষককে বলেছে জেনারেল নলেজ এর উপর ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষা নেবে। পরীক্ষায় যারা ৮০ শতাংশের উপরে নম্বর পাবে তাদেরকে পুরস্কার দেওয়া হবে। ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে ক্যাটাগরি অনুযায়ী ফি নেওয়া হবে। তখন স্কুলের প্রধান শিক্ষক হীরালাল দেববর্মার সন্দেহ হয়। তিনি বিষয়টি জেলা শিক্ষা আধিকারিকের নজরে নেন।

জেলা শিক্ষা আধিকারিক বলেন, তিনি এমন কোনো নির্দেশ দেননি। সঙ্গে সঙ্গে জেলা শিক্ষা আধিকারিক এবং অন্যান্য অফিসাররা তাদেরকে আটক করে বিশ্রামগঞ্জ থানায় খবর দেন। জেলা শিক্ষা আধিকারিক নিজে এই দুই যুবকের বিরুদ্ধে প্রতারণার মামলা দায়ের করেন। দুই প্রতারককে মেডিকেল করিয়ে রিমান্ড চেয়ে মঙ্গলবার দুপুরে বিশালগড় মহকুমা আদালতে সোপর্দ করে বলে জানিয়েছেন বিশ্রামগঞ্জ থানা ওসি পান্নালাল সেন।

এদিকে জেলা শিক্ষা আধিকারিক বলেন, তারা প্রথম অবস্থায় ধরা পড়ে যাওয়াতে অল্পেতে রক্ষা পেয়েছে জেলার অন্যান্য স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা। তবে বিষয়টি হীরালাল দেববর্মার নজরে না আসলে এই প্রতারক চক্র অনেক স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে পালিয়ে যেত।

এর পেছনে বড় ধরনের চক্র রয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এখন দেখার বিষয় পুলিশ তদন্ত করে প্রতারক চক্রের মূল পাণ্ডাদের আটক করতে পারে কিনা। সিপাহী জলা জেলার এই ঘটনা দেখে অন্যান্য জেলা গুলি সতর্ক হয়ে গিয়েছে। প্রতারণা আজ সর্বস্তরে পৌঁছে গিয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

তবু, তাঁর উদ্যমী মানসিকতাকে ধন্যবাদ দিয়েছি, কুর্ণিশ জানিয়েছি।

এদিন তিনি বলেন, চাহিদার তুলনায় রক্তের যোগানে ঘাটতি থাকলে রোগীদের সমস্যায় পড়তে হবে। নতুন রক্তদাতা এগিয়ে আসলে সেই ঘাটতি কখনই পূরণ করা সম্ভব নয়। তাই, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এবং কলেজের অধ্যক্ষদের আলোচনার ভিত্তিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করতে হবে বলে দাবি করেন তিনি। তাতে, রক্তের ঘাটতি অনেকটাই মিটবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেছেন। সাথে বিভিন্ন ক্লাবগুলিকে ধারাবাহিকভাবে রক্তদান শিবিরের আয়োজনের উপর গুরুত্ব দেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী।

প্রবীণ কমিউনিস্ট নেতা আজ বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়েও আলোচনা করেছেন। তাতে তিনি আবেদন রেখেছেন, একাংশ অন্ধবিশ্বাসীদের হুমকিতে ভয় পেয়ে রক্তদানে পিছিয়ে যাবেন না। তাঁদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলে রক্তদানের মত মহান কাজে ব্রতী হন। তাঁর কথায়, রক্তদাতা কাকে রক্ত দিয়েছেন জানতে চান না, এমনকি রক্তগ্রহিতাও কে রক্ত দিয়েছেন সেই খবব নেন না। চিকিতকরাও শুধু রক্তের গ্রুপ সম্পর্কে অবগত থাকেন, একে অপরের ধর্ম সম্পর্কে জানতে তিনি মোটেও আগ্রহী হন না।

রাহুল গান্ধী

● প্রথম পাতার পর

দুর্ভাগ্যজনক হত্যা।' রাহুল আরও বলেছেন, '১২ সাংসদকে সাসপেন্ড করে ভারতীয় জনগণের কণ্ঠস্বরকে দমিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তাঁরা কোনও অন্যায় করেননি। আমাদের সংসদে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করতে দেওয়া হয় না।'

১২ জন সাংসদের সাসপেনশন প্রত্যাহার করতেই হবে, এই দাবিতেই অনড় বিরোধীরা। সরকার বলছে, ক্ষমা চাইতে হবে সংশ্লিষ্ট সাংসদদের। দুই পক্ষই অনড়, আর তা নিয়েই অচলাবস্থা জিইয়ে রয়েছে রাজ্যসভায়। মঙ্গলবার রাজ্যসভার অধিবেশন শুরু হতেই ১২ জন সাংসদের সাসপেনশন প্রত্যাহারের দাবিতে সরব হন বিরোধীরা। স্লোগান চলতে থাকে। রাজ্যসভার ওয়েলে নেমে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন কংগ্রেস-সহ অন্যান্য বিরোধী সাংসদরা। তৃণমূলের সুখেন্দু শেখর রায় অবশ্য অধিবেশনে অংশ নেন।

পুলিশ

● প্রথম পাতার পর

সর্বমোট ২ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে এবং যে সমস্ত গাড়ি জরিমানা দিতে ইচ্ছুক নয় তাদের বিরুদ্ধে মোটর ভেহিকেল অ্যাক্ট অনুযায়ী মামলা গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানান বিশ্রামগঞ্জ থানা ট্রাফিক ইউনিটের এএসআই রতন গোস্বামী। যানবাহনের গতি নিয়ন্ত্রণ এবং দুর্ঘটনা এড়াতে ট্রাফিক পুলিশ এ ধরনের অভিযান অব্যাহত রাখবে বলে জানানো হয়েছে।

ক্রীড়া

ক্রিকেট বাড়ছে আমেরিকায় রাজত্ব করছে ভারতীয়রাই

আমেরিকার ক্রিকেটের প্রসার ঘটানোর লক্ষ্যে সে দেশে ২০২৪ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ আয়োজন করতে চলেছে আইসিসি। এই প্রথম এত বড় মাপের কোনও প্রতিযোগিতা আয়োজন করছে আমেরিকা। এর আগে বিভিন্ন দেশ সেখানে দ্বিপাক্ষিক সিরিজ খেলেছে সে দেশের সমর্থকদের ক্রিকেটমুখী করে তুলতে। এর মধ্যে রয়েছে ভারতও। তারা ২০১৬ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে দু'টি টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলেছিল আমেরিকার মাটিতে।দেখা যাচ্ছে, আমেরিকায় ক্রিকেটের প্রসারে সব থেকে বেশি এগিয়ে রয়েছে ভারতই। সে দেশের কোচ থেকে শুরু করে মুখ্য নির্বাচক, এমনকী দলের বেশির ভাগ ক্রিকেটার হয় ভারতীয়, নয়তো ভারতীয় বংশোদ্ভূত। দেশ ছেড়ে সুদূরে পাড়ি দিয়ে অনেকেই নিজেদের ভবিষ্যৎ অন্য ভাবে তৈরি করেছেন।আমেরিকার জাতীয় দলের নবনিযুক্ত অধিনায়ক মোনাঙ্ক পটেলই যেমন। আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে সীমিত ওভারের সিরিজে তাঁকে অধিনায়ক করা হয়েছে। ২৮ বছর বয়সী এই ক্রিকেটারের জন্ম গুজরাতের আনন্দে। অল্প বয়সেই তিনি পাড়ি দিয়েছিলেন আমেরিকায়। সেখানেই বয়সভিত্তিক ক্রিকেট খেলে বড় হয়ে উঠেছেন। কালক্রমে সুযোগ পেয়েছেন আমেরিকার জাতীয় দলে। এ বার তিনিই দলকে নেতৃত্ব দেবেন।মোনাঙ্ক যাঁর বদলে অধিনায়ক হলেন, সেই সৌরভ নেত্রভলকরও ভারতীয়। শুধু তাই নয়, চুটিয়ে ক্রিকেট খেলেছেন এ দেশে। ভারতের অনূর্ধ-১৯ দলের হয়ে খেলেছেন তিনি। মুম্বইয়ের হয়ে রঞ্জি ট্রফিতেও খেলেছেন ২০১৩-১৪ মরসুমে। এর পরেই আমেরিকা পাড়ি দেন। ২০১৮-তে প্রথম বার সুযোগ পান সে দেশের জাতীয় দলে। সেই শুরু। আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধেও দলে রয়েছেন সৌরভ।এ ছাড়াও, আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে দলে একাধিক ভারতীয় এবং ভারতীয় বংশোদ্ভূত ক্রিকেটার রয়েছেন। জসকরণ মলহোত্র যেমন। চণ্ডীগড়ে জন্ম তাঁর। ২০১৯ সালে আমেরিকার জাতীয় দলে প্রথম বার খেলার সুযোগ পান। তার পর থেকে সে দেশের হয়ে খেলেই চলেছেন। বিভিন্ন টি-টোয়েন্টি প্রতিযোগিতাতেও ইদানীং দেখা যায় তাঁকে। সম্প্রতি ছ'বলে ছ'টি ছক্কা মেরে নজর কেড়েছেন তিনি। মহারাষ্ট্রের জালনার সুশান্ত মোদানি রয়েছেন দলে। আমেরিকার হয়ে ইতিমধ্যেই পাঁচটি একদিনের ম্যাচ খেলে ফেলেছেন তিনি। অলরাউন্ডার হিসেবে খেলেন দলে। এ ছাড়া জস্‌সি সিংহ, গজানন্দ সিংহরা রয়েছেন দলে। আয়ারল্যান্ড সিরিজেই প্রথম বার জাতীয় দলে সুযোগ পেয়েছেন রাহুল জারিওয়ালা এবং বৎসল বাঘেলা, যাঁদের জন্ম আমেরিকায় হলেও পারিবারিক সূত্রে এঁরা ভারতীয়ই।আমেরিকার জাতীয় দলে কিছুটা হলেও প্রাধান্য রয়েছে গুজরাতিদের। নবনিযুক্ত অধিনায়ক মোনাঙ্ক বা নিসর্গ তো রয়েছেনই, এ ছাড়াও আমেরিকার হয়ে খেলেন সাগর পটেল এবং তিমিল পটেল।

এর মধ্যে সাগরের জন্ম আমেরিকাতে হলেও, তিমিল গুজরাতের আমদাবাদের ছেলে।আমেরিকার এই দলের কোচ জে অরুণকুমার, যিনি এক সময় কর্ণাটকের হয়ে দাপিয়ে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট খেলেছেন। কর্ণাটকের হয়ে শতাধিক প্রথম শ্রেণির ম্যাচে সাত হাজারের উপর রান রয়েছে অরুণকুমারের। আইপিএল-এর প্রথম সংস্করণে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোরের হয়েও খেলতে দেখা গিয়েছিল তাঁকে। কর্ণাটকের রঞ্জি দলের ব্যাটিং কোচ হিসেবে কাজ করেছেন তিনি। ছিলেন কিংস ইলেভেন পঞ্জাবের ব্যাটিং কোচও।আমেরিকায় কোনও ভারতীয়ের যোগদানের সাম্প্রতিক উদাহরণ উন্মুক্ত চন্দ। দেশীয় ক্রিকেট ছেড়ে তিনি আমেরিকায় পাড়ি দিয়ে ক্রিকেট খেলা শুরু করেছেন।ক্রিকেট আমেরিকায় কোনও দিনই সে ভাবে পাত্তা পায়নি। তবে গত কয়েক বছর ধরেই তাকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। আমেরিকা থেকে জুনিয়র ক্রিকেটার তুলে আনার উদ্দেশে সে দেশে চালু হয়েছে মাইনর ক্রিকেট লিগ। এ বছর থেকেই তা চালু হয়েছে এবং দেশের পাঁচটি অঞ্চল থেকে মোট ২৭টি দল তাতে অংশ নিয়েছে। ছিল মোটা পুরস্কারও।ক্রিকেটের জনপ্রিয়তার লক্ষ্যে দেশের নানা প্রান্তের তৈরি হচ্ছে ক্রিকেট অ্যাকাডেমি। সম্ভাবনাময় অনেক ক্রিকেটারই উঠে আসছেন। আমেরিকার ক্রিকেট সংস্থার মনে হচ্ছে, এই ক্রিকেটারদের আত্মপ্রকাশের জন্য একটা মঞ্চ দরকার ছিল। সেই অভাব মেটাতেই মাইনর ক্রিকেট লিগ চালু করা হয়েছে। এটি সফল হলে ভবিষ্যতে মেজর ক্রিকেট লিগের দরজাও খুলে যেতে পারে।

তাঁকে হারানো হয়েছে, বললেন ক্ষুব্ধ হ্যামিল্টন

পেরিয়ে গিয়েছে চব্বিশ ঘণ্টা। কিন্তু মরসুমের শেষ ফর্মুলা ওয়ান আবু ধাবি গ্রঁ প্রি নিয়ে বিতর্ক কাটছে না। যে মঞ্চে সাতবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন, মার্সিডিজের চালক লুইস হ্যামিল্টনকে হারিয়ে এই প্রথমবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন রেড বুলের চালক, ২৪ বছরের তারকা ম্যাক্স ভারস্টাপেন।বিতর্কের কারণ মূলত দু'টি। প্রথমত ৫৩তম ল্যাপে যখন হ্যামিল্টন জয় প্রায় নিশ্চিত করে ফেলেছিলেন, সেই সময় ট্র্যাকের মধ্যে দুর্ঘটনায় পড়ে নিকোলাস লাতিফির গাড়ি, যিনি ঘটনাচক্রে রেড বুলেরই আর এক চালক।

দ্বিতীয়ত শেষ ল্যাপের আগে দুর্ঘটনা এড়াতে ভারস্টাপেনের গাড়িতে 'সফ টায়ার' লাগানোর অনুমতি দেন রেস ডিরেক্টর মাইকেল মাসি। অথচ সেই সময় হ্যামিল্টন 'হার্ড টায়ার' লাগিয়েই গাড়ি চালাচ্ছিলেন। প্রশ্ন উঠছে, যেখানে দুর্ঘটনার কোনও সম্ভাবনা ছিল না, সেখানে এ ভাবে ভারস্টাপেনকে চাকা বদল করার নির্দেশ দেওয়া হল কেন?রবিবার রেসিংয়ের পরেই এই দুই বিষয় নিয়ে অভিযোগ জানান মার্সিডিজ দলের প্রধান টোটো উলফ। তাঁর দাবি ছিল, এফ-ওয়ান নিয়ম ভঙ্গ করে, অনৈতিক ভাবে ভারস্টাপেনকে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সুযোগ তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনার পরে মার্সিডিজের অভিযোগ খারিজ করা হয় এবং ঘোষণা করা হয়, ভারস্টাপেনের চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পিছনে কোনও নিয়ম ভঙ্গ হয়নি!কিন্তু তা নিয়ে বিতর্ক থামেনি। ভারতের প্রথম ফর্মুলা ওয়ান চালক নারায়ণ কার্তিকেয়ন যেমন জানিয়ে দিয়েছেন, ভারস্টাপেনকে চ্যাম্পিয়ন করা হবে বলেই হ্যামিল্টনের প্রতি অবিচার করা হয়েছে। সংবাদ সংস্থা পিটিআই-কে কার্তিকেয়ন বলেছেন, "যা হয়েছে তা পরিষ্কার যে, এফ-ওয়ান কমিটি এ বার ভারস্টাপেনকে চ্যাম্পিয়ন করার জন্য মরিয়া ছিল। রবিবার যে রেসিং হয়েছে, তাকে খেলাধুলোর গোত্রভুক্ত করা যায় না বলেই আমি মনে করি। হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের সমাপ্তি এমন কোনও অবস্থায় হতে পারে না।"মুখ খুলেছেন হ্যামিল্টনও। তিনি সোমবার জানিয়েছেন, আবু ধাবি গ্রঁ প্রি-তে যা হয়েছে, তার চিত্রনাট্য আগে থেকেই তৈরি করা হয়েছিল।

তাঁর নিশ্চিত খেতাব জয় অন্যায় ভাবে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। ফর্মুলা ওয়ান টুইটার হ্যান্ডলেও শেষ ল্যাপের যে ভিডিয়ো পোস্ট করা হয়েছে, সেখানে শোনা গিয়েছে হ্যামিল্টন চিৎকার করে তাঁর দলের সদস্যদের বলছেন, "উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে আমাকে হারানো হচ্ছে।"হতাশ মার্সিডিজ চালক তাই আগামী বছর ফর্মুলা ওয়ানে অংশ নেবেন কি না, তা নিয়েও ভাবনাচিন্তা শুরু করেছেন। হ্যামিল্টন বলেছেন, "খেতাব না জিতলেও গোটা মরসুমে দারুণ গাড়ি চালিয়েছি। আমার দল অক্লান্ত পরিশ্রম করেছে। তবে পরিণতি এমন হবে, সেটা কল্পনার মধ্যে ছিল না।" তার পরেই যোগ করেন, "দেখা যাক, আগামী বছর কী করব। অনেকগুলো বিষয় নিয়ে বিশ্লেষণ করতে হবে দলের সঙ্গে। তার পরেই কোনও সিদ্ধান্তে আসতে পারি। এই মুহূর্তে নতুন চ্যাম্পিয়ন ভারস্টাপেনকে অভিনন্দন জানাই।" যে মন্তব্য শুনে অনেকেই মনে করছেন, এ বার হয়তো অবসরের ইঙ্গিতই দিয়ে ফেললেন গতির গ্রহের সাতবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন।

আলাদা প্রবেশপথ, লিফ, ডাগআউট, তবু বিগ ব্যাশে নেমেই মাতালেন আন্দ্রে রাসেল

অস্ট্রেলিয়ার বিগ ব্যাশ লিগে ফিরেই মাতিয়ে দিলেন আন্দ্রে রাসেল। ব্যাট হাতে ঝোড়ো ইনিংস খেলে রান করলেন। তবে বল হাতে সে ভাবে সফল হতে পারলেন না। যদি তাঁর দল মেলবোর্ন স্টার্স এই ম্যাচে জিতেছে।মেলবোর্নের হয়ে নামার আগে অবশ্য কড়া কোভিড-বিধি মানতে হয়েছে রাসেলকে। সিডনিতে ৭২ ঘণ্টা নিভৃতবাস কাটিয়ে শুক্রবার ম্যাচের দিন সকালেই তিনি মেলবোর্নে এসে পৌঁছন। কিন্তু সেখানেও তাঁকে মানতে হয় একগুচ্ছ নিয়ম।সতীর্থরা যে গেট দিয়ে ঢুকেছেন, সেটা দিয়ে ঢুকতে পারেননি রাসেল। তাঁকে আলাদা একটি গেট দিয়ে ঢুকতে হয়েছে। এমনকী তিনি আলাদা লিফ এবং আলাদা ড্রেসিংরুম ব্যবহার করেছেন। শুধু তাই নয়, আলাদা ডাগআউটে বসতে হয়েছে তাঁকে। বিপক্ষের উইকেট পড়লেও বাকিদের সঙ্গে গিয়ে উচ্ছ্বাসে মাততে পারেননি তিনি। কারণ ম্যাচ চলাকালীন সতীর্থদের সঙ্গে দু'মিটারের দূরত্ব রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাঁকে।এত কিছু সত্ত্বেও রাসেলকে পারফর্ম করা থেকে কেউ আটকাতে পারেননি। মাত্র ৮ বলে তিনি ১৭ রান করেন। তবে বল হাতে ৪ ওভারে ৪০ দিয়ে বসেন কেকেআর-এর এই ক্রিকেটার। যদিও অ্যাডাম জাম্পার দুরন্ত বোলিংয়ে জেতে দল।

রণকৌশল ও দলে বদল আনার ইঙ্গিত হাবাসের

প্রায় আকাশ থেকে মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়েছে তাঁর তারকাখচিত দল। এ বারের আইএসএল শুরুর আগে হুগো বুমোস, রয় কৃষ্ণ সমৃদ্ধ এটিকে-মোহনবাগানকে লিগের অন্যতম সেরা দল ধরা হচ্ছিল। কিন্তু শেষ দুই ম্যাচে হারার পরে প্রায় দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছে আন্তোনিয়ো লোপেস হাবাসের প্রশিক্ষণাধীন দলের। এই অবস্থায় শনিবার ফতোরদার মাঠে চেন্নাইয়িন এফসি-র মুখোমুখি হতে চলেছেন রয় কৃষ্ণেরা।চার ম্যাচে এটিকে-মোহনবাগানের পয়েন্ট ৬। সেখানে তিন ম্যাচের পরে চেন্নাইয়িন এফসি-র পয়েন্ট ৭। এই অবস্থায় বৃহস্পতিবার দলের অনুশীলনে হাবাস ফুটবলারদের বলে দিয়েছেন, কোনও ভাবেই হারের হ্যাটট্রিক দেখতে চান না তিনি। কারণ, চেন্নাইয়িনের বিরুদ্ধে হারলে লিগ তালিকায় অনেকটাই পিছিয়ে পড়তে হবে। তখন কঠিন হয়ে যাবে প্রথম চারে থাকা। সে কারণেই এ দিন অনুশীলনের পরে মাঠেই কৃষ্ণ, বুমোসদের একপ্রস্ত ক্লাস নিয়েছেন হাবাস। সেখানেই দলের আক্রমণ ভাগের খেলোয়াড়দের হাবাস বলে দিয়েছেন, কোনও অজুহাত শুনতে চান না। শুরুতেই গোল চাই তাঁর।জানা গিয়েছে, জনি কাউকো, মনবীর সিংহদের এটিকে-মোহনবাগান কোচ বলেন, গোল হলে কোনও রেফারিই গোল বাতিল করবেন না। যদিও কোনও কারণে সেই গোল বাতিলও হয়, তা হলে পরবর্তী গোলের জন্য চেষ্টা করতে হবে। চেন্নাই ম্যাচে দলের রণনীতি এবং ছকও পরিবর্তন করতে পারেন হাবাস। এ দিন স্পেনীয় ডিফেন্ডার তিরি পুরোদমেই অনুশীলন করেছেন দলের সঙ্গে। যার ফলে রক্ষণে খেলোয়াড় বদলের সম্ভাবনা থাকছে। তবে শেষ সিদ্ধান্ত হাবাস নেবেন শুক্রবার চূড়ান্ত অনুশীলনের পরেই। সবুজ-মেরুন রক্ষণে শেষ দুই ম্যাচে জাতীয় দলের দুই ডিফেন্ডার প্রীতম কোটাল ও শুভাশিসের খেলায় সন্তুষ্ট নন হাবাস।রক্ষণ সামলানোর দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে প্রীতমের সামান্য ভুলচুক হলেও শুভাশিসের গত দুই ম্যাচে একাধিক ভুল হয়েছে বিপক্ষের খেলোয়াড়কে নজরে রাখতে ও ফরোয়ার্ডকে রুখতে। শোনা যাচ্ছে, হাবাস নাকি এ দিন এই দু'জনকে ডেকে বলেন, নিজেদের নামের প্রতি সুবিচার করতে। তাঁরা দু'জন যে জাতীয় দলের ফুটবলার সেটা বোঝাতে হবে চেন্নাই ম্যাচে।তিরি দলে এলে হাবাসের প্রথম একাদশে বদল হতে পারে। এ দিন তার মহড়াও হয়েছে। বিভিন্ন রণকৌশল নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পাশাপাশি ৪-৪-২ ছকে খেলার প্রস্তুতিও হয়েছে রক্ষণে তিরিকে রেখে। সে ক্ষেত্রে প্রীতম ও তিরিকে স্টপারে রেখে রক্ষণে দুই প্রান্তে প্রবীর দাস ও শুভাশিস থাকতে পারেন।সেন্ট্রাল মিডফিল্ডে কার্ল ম্যাকহিউয়ের সঙ্গে থাকতে পারেন দীপক টাংরি। পরে কার্লের জায়গায় আসতে পারেন জনি কাউকো। ডান প্রান্তে মনবীর থাকলেও বাঁ প্রান্তে মাইকেল সুসাইরাজকেও তালিম দিয়ে রাখা হয়েছে। চেন্নাইয়িনের বিরুদ্ধে তাঁর খেলার সম্ভাবনা রয়েছে।

নজির শাকিবের ! পিছনে ফেললেন বথাম, সোবার্স, কপিলদের

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টে আপ্রাণ লড়েও বাংলাদেশের ইনিংসে হার বাঁচাতে পারেননি তিনি। কিন্তু তার মধ্যেই রেকর্ডের খাতায় নিজের নাম তুলে নিয়েছেন শাকিব আল-হাসান। শুধু তাই নয়, পিছনে ফেলে দিয়েছেন ইয়ান বথাম, স্যর গারফিল্ড সোবার্স, কপিল দেবদের।দ্বিতীয় টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে পাক বোলারদের বিরুদ্ধে ক্রিজ কামড়ে পড়েছিলেন শাকিব। শেষ পর্যন্ত ৬৩ রানে আউট হন। শাকিব ফেরার পরেই বাংলাদেশের আশা শেষ হয়ে যায়।দ্রুততম ক্রিকেটার হিসেবে টেস্টে ৪০০০ রান এবং ২০০ উইকেটের নজির গড়লেন শাকিব। ষষ্ঠ ক্রিকেটার হিসেবে এই নজির গড়লেন তিনি। মাত্র ৫৯ টেস্টে এই নজির তৈরি করেছেন শাকিব। তাঁর নিকটতম ক্রিকেটার বথাম, যিনি ৬৯ ম্যাচে এই কীর্তি স্থাপন করেছিলেন। ম্যাচে। কপিলের লেগেছিল ৯৭টি ম্যাচ।

ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারিয়ে টি২০-তে নজির পাকিস্তানের, নিজেদেরই রেকর্ড ভাঙলেন বাবররা

ঘরের মাঠে প্রথম টি২০ ম্যাচে ৬৩ রানে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারিয়েছে পাকিস্তান। তার সঙ্গেই কুড়ি-বিশের ক্রিকেটে নতুন নজির গড়েছেন বাবর আজমরা। বিশ্বের প্রথম দল হিসেবে এক বছরে ১৮টি টি২০ ম্যাচ জিতেছে পাকিস্তান। এ রেকর্ড অন্য কোনও দেশের নেই। চলতি বছর ২৭টি ম্যাচ খেলেছে তারা। অর্থাৎ বাবরদের জয়ের হার ৬৬.৬৬ শতাংশ।নিজেদের রেকর্ড নিজেরাই ভেঙেছে পাকিস্তান। এর আগে ২০১৮ সালে ১৯ টি২০ ম্যাচ খেলে তার মধ্যে ১৭টিতে জিতেছিল পাকিস্তান। এক বছরে সব থেকে বেশি টি২০ ম্যাচ জেতার তালিকায় তিন নম্বরে রয়েছে উগান্ডা। ১৬টি ম্যাচ জিতেছে তারা। তালিকায় চার ও পাঁচে রয়েছে ভারত। ২০১৬ সালে ২১ ম্যাচের মধ্যে ১৫টি ম্যাচে জিতেছিল ভারত। ২০১৮ সালে ১৯ ম্যাচের মধ্যে ১৪টিতে জেতেন বিরাট কোহলীরা। করাচিতে প্রথমে ব্যাট করে ৬ উইকেটে ২০০ রান করে পাকিস্তান। উইকেটরক্ষক মহম্মদ রিজওয়ান ৫২ বলে ৭৮ ও হায়দার আলি ৩৯ বলে ৬৮ রান করেন। ২০১ রানের লক্ষ্য নিয়ে খেলতে নেমে ১৯ ওভারে ১৩৭ রানে অলআউট হয়ে যায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। বল হাতে কামাল করেন মহম্মদ ওয়াসিম ও শাদাব খান। ওয়াসিম চার ও শাদাব তিন উইকেট নেন।চলতি বছরে টি২০ বিশ্বকাপে স্বপ্নের ছন্দে ছিল পাকিস্তান। গ্রুপ লিগের সব ম্যাচ জিতে সেমিফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার কাছে হারেন বাবররা। ট্রফি জিততে না পারলেও সমালোচকদের প্রশংসা কুড়িয়েছিলেন পাক ক্রিকেটাররা।

হায়দরাবাদ ঝড়ে চূর্ণ নর্থইস্ট

বিধ্বংসী বার্তোলোমেউ ওগবেচে। সোমবার নর্থ ইস্ট ইউনাইটেড এফসিকে ৫-১ ধরাশায়ী করে আইএসএলের পয়েন্ট টেবলে দ্বিতীয় স্থানে উঠে এল হায়দরাবাদ এফসি।গত মরসুমে অল্পের জন্য প্লে-অফ খেলার স্বপ্ন পূরণ হয়নি হায়দরাবাদের। অষ্টম আইএসএলে শেষ চারে থাকার লক্ষ্যে নতুন ভাবে দল সাজিয়েছেন হায়দরাবাদের কোচ মানোলো মার্কুয়েস। গত বারের চ্যাম্পিয়ন মুম্বই সিটি এফসি থেকে তিনি ছিনিয়ে এনেছেন স্ট্রাইকার ওগবেচেকে। এটিকে-মোহনবাগান থেকে সই করিয়েছেন এদু গার্সিয়াকে। এ ছাড়াও হাভিয়ের সেভেরিয়োর সঙ্গে রয়েছেন জামশেদপুর এফসি ছেড়ে যোগ দেওয়া অনিকেত যাদব। তা সত্ত্বেও প্রথম ম্যাচে চেন্নাইয়িন এফসি-র কাছে ০-১ হেরে গিয়েছিল হায়দরাবাদ। শুরুর ধাক্কা কাটিয়ে দ্বিতীয় ম্যাচেই মুম্বইকে ৩-১ হারিয়ে দুর্দান্ত ভাবে ঘুরে দাঁড়ায় তারা। ১-১ ড্র করে জামশেদপুর এফসির সঙ্গে। ওগবেচেরা ১-০ হারান বেঙ্গালুরু এফসিকে। সোমবার নর্থ ইস্টের বিরুদ্ধেও অব্যাহত তাঁদের জয়ের ধারা।বার্সেলোনার যুব দলের প্রাক্তনী, হায়দরাবাদের কোচ মানোলো সোমবার নর্থ ইস্টের বিরুদ্ধে ৪-৩-২-১ ছকে দল সাজান। খেলা শুরু হওয়ার ১২ মিনিটের মধ্যেই চিংলেনসানা সিংহ গোল করে এগিয়ে দেন দলকে। ২৭ মিনিটে ২-০ করেন ওগবেচে। ৪৩ মিনিটে ব্যবধান কমান লালডানমাওয়াই রালতে।আশা করা গিয়েছিল, দ্বিতীয়ার্ধে ঘুরে দাঁড়াবে খালিদ জামিলের নর্থ ইস্ট। কিন্তু ৭৮ মিনিটে ফের গোল করে হায়দরাবাদকে ৩-১ এগিয়ে দেন ওগবেচে। ৯০ মিনিটে ৪-১ করে দেন অনিকেত যাদব। দ্বিতীয়ার্ধের সংযুক্ত সময়ে ৫-১ করেন হাভিয়ের সিভেরিয়ো। দুরন্ত জয়ের ফলে পাঁচ ম্যাচে ১০ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবলের দ্বিতীয় স্থানে উঠলেন ওগবেচেরা। দশম স্থানে নেমে গেল নর্থ ইস্ট।এ দিকে আজ, মঙ্গলবার আইএসএলে জামশেদপুর এফসির মুখোমুখি হচ্ছে ওড়িশা এফসি।

কীর্তি গড়ে অজয়ের সোনা ভারোত্তোলনে

চলতি কমনওয়েলথ ভারোত্তোলন চ্যাম্পিয়নশিপে সোনা জিতলেন ভারতের অজয় সিংহ। এই সাফল্যে ২৪ বছর বয়সি ভারতীয় অ্যাথলিট সরাসরি ২০২২ কমনওয়েলথ গেমসে অংশ নেওয়ার ছাড়পত্র পেলেন।অজয় মোট ৩২২ কেজি (১৪৭ ও ১৭৫ কেজি) ওজন তুলে সেরা হন। যার মধ্যে আবার ১৪৭ কেজি স্ন্যাচে ওজন তুলে তিনি জাতীয় রেকর্ডও গড়েন। অজয় তৃতীয় ভারতীয় ভারোত্তোলক হিসেবে ২০২২ কমনওয়েলথ গেমসের যোগ্যতা অর্জন করলেন। এর আগে জেরেমি লালরিননুঙ্গা এবং অচিন্ত্য শিউলি ২০২২ কমনওয়েলথ গেমসে যোগ দেওয়ার ছাড়পত্র পেয়েছিলেন।এর আগে পপি হাজারিকা ৮৪ কেজি স্ন্যাচে এবং ১০৫ কেজি ক্লিন অ্যান্ড জার্কে অর্থাৎ মোট ১৮৯ কেজি ওজন তুলে রুপো জিতেছিলেন। এই দুই ভারোত্তোলককে সাই টুইটারে অভিনন্দন জানায়।

দক্ষিণ আফ্রিকায় এক দিনের সিরিজ না-ও খেলতে পারেন কোহলী, নেপথ্যে কি অন্য কারণ

সোমবার জানা গিয়েছিল চোটের কারণে দক্ষিণ আফ্রিকায় টেস্ট সিরিজ খেলবেন না রোহিত শর্মা। তার ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতে জানা গেল প্রোটিয়াদের দেশে এক দিনের সিরিজ নাকি খেলবেন না বিরাট কোহলী। কারণ, মেয়ে ভামিকার প্রথম জন্মদিন। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডকে নাকি এ কথা জানিয়ে দিয়েছেন সদ্য এক দিনের দলের নেতৃত্ব হারানো কোহলী। তবে শুধুই মেয়ের জন্মদিন, নাকি নেপথ্যে অন্য কারণও রয়েছে?এক সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, কোহলী আগে থেকেই পরিকল্পনা করে রেখেছিলেন মেয়ের প্রথম জন্মদিনে পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাবেন। গত বছর ১১ জানুয়ারি জন্ম হয়েছিল ভামিকার। ভারতের শেষ টেস্ট শুরু হচ্ছে সে দিন। শেষ ১৫ জানুয়ারি। ১৯ জানুয়ারি থেকে শুরু এক দিনের সিরিজ। টেস্ট সিরিজ শেষ হলে পরিবারের সঙ্গে ছুটি কাটানোর পরিকল্পনা রয়েছে কোহলীর।তবে শুধুই কি মেয়ের জন্মদিন বলে এক দিনের সিরিজ খেলবেন না কোহলী? নাকি তার পিছনে অন্য কারণও রয়েছে? স্বেচ্ছায় টি২০ দলের অধিনায়কত্ব ছাড়লেও এক দিনের অধিনায়কত্ব ছাড়ার প্রক্রিয়া অন্য রকম ছিল। কোহলী নিজে কোনও সিদ্ধান্ত জানাননি। নির্বাচকরা দল ঘোষণার সময় সরিয়ে দেন তাঁকে। অধিনায়ক করা হয় রোহিতকে। এ ভাবে সিরিজ না খেলার পিছনে সেই কারণও কাজ করতে পারে।কোহলী না খেললে টি২০ বিশ্বকাপের ব্যর্থতার পরে পর পর দু'টি সিরিজে দুই ফরম্যাটের অধিনায়ককে এক সঙ্গে খেলতে দেখা যাবে না। ভারতে নিউজিল্যান্ড সিরিজেও টি২০ দলে ছিলেন না কোহলী। অন্য দিকে টেস্ট দলে খেলেননি রোহিত। সেই একই ছবি এ বার দেখা যেতে পারে দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন

নতুন ধারায়

রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন

প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১

ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪

ই-মেল : rainbowprintingworks@gmail.com

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

ওয়ানটাইম ফিনান্সিয়াল সাপোর্ট স্কীমের সুবিধাভোগীদের মধ্যে সার্টিফিকেট প্রদান করেন জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া। ছবি নিজস্ব।

মহকুমা ভিত্তিক বইমেলা করারও উদ্যোগে নেওয়া হয়েছে, জানালেন তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ডিসেম্বর।। আগরতলায় রাজ্যভিত্তিক বইমেলা করার আগে মহকুমা ভিত্তিক বইমেলা করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। রাজ্যের ২৩টি মহকুমায় সম্ভব না হলেও বাছাই করা ১০ থেকে ১২টি মহকুমায় এই বইমেলা আয়োজন করার উদ্যোগ নিয়েছে তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তর। জেলা প্রশাসন, মহকুমা প্রশাসন, পুরপরিষদ ও পঞ্চায়েত সমিতিগুলিকে নিয়ে সম্মিলিতভাবে এই বইমেলার আয়োজন করা হবে। এনিয়ে দ্রত বৈঠক ডাকা হবে। আজ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে অনুষ্ঠিত ৪০তম আগরতলা বইমেলার প্রথম প্রস্তুতি সভায় একথা গুরুত্বের সাথে তুলে ধরেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। তিনি বলেন, আজকের বৈঠকে উঠে আসা বিভিন্ন প্রস্তাব সাপেক্ষে আগামী কয়েকদিনের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী এবং উপমুখ্যমন্ত্রীর সাথে আলোচনাক্রমে আগরতলা বইমেলার স্থান, দিনক্ষণ ও আনুষঙ্গিক বিষয়গুলি চূড়ান্ত করা হবে। আর সেটা হবে বইমেলা কমিটির সকলের মতামত বিবেচনা করেই।

প্রস্তুতি সভায় তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী আরও বলেন, কোভিড পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে এবছরও পুস্তক বিক্রেতাদের বিশেষ ছাড় দেওয়ার চিন্তাভাবনা নিয়েছে রাজ্য সরকার। সেক্ষেত্রে স্টল চার্জ না রাখা সহ বিভিন্ন দিকে সহায়তা করা হবে। এই সরকার প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতাদের পাশে রয়েছে। তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, নারী ক্ষমতায়নের কথা ভাবনায় রেখে আগামী বইমেলায় রাজ্যের সার্বিক ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য মহিলাদের জন্যও দুটি বিশেষ পুরস্কার প্রদানের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। সুষ্ঠ সংস্কৃতি ছাড়া কোনও দেশ ও রাজ্য এগিয়ে যেতে পারে না। এই ক্ষেত্রে ত্রিপুরা রাজ্যের একটা নিজস্ব সংস্ক'তি রয়েছে। সেই সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রেখে আগামীদিনে সমস্ত কিছুকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আহ্বান রাখেন তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী। তিনি বলেন, বইমেলার সাথে রাজ্যবাসীর একটা ভাবাবেগ জড়িয়ে রয়েছে। প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতাদেরও ভাবাবেগ রয়েছে এতে। বই কিংবা পুস্তকের মধ্যেই বস্তুনিষ্ঠ তথ্য নিহিত থাকে। আর বইমেলা শুধু বই কেনাবেচার মধ্যে নিহিত নয়। এরমধ্যে রয়েছে একটা সুষ্ঠ সাংস্ক'তিক পরিমণ্ডল।

তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী জানান, সংস্ক'তি চর্চার বিষয়টি মাথায় রেখে রাজ্যে একটি ফিল্ম ইনস্টিটিউট গড়ে তোলার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে আলোচনা চলছে। এজন্য ৬ কোটি টাকার প্রজেক্ট পাঠানো হয়েছে। এতে অনেক মানুষের কর্মসংস্থান এবং রুটি রুজির ব্যবস্থা হবে। আগামী ২/৩ মাসের মধ্যে এ বিষয়ে ইতিবাচক সাড়া পাওয়া যাবে বলেও তিনি আশা ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, এর পাশাপাশি রাজ্যে একটি কালচারাল হাব গড়ার জন্য ১০০ কোটি টাকার ডিপিআর করা হয়েছে। এই কালচারাল হাব গড়ে উঠলে রাজ্যের সাংস্ক'তিক পরিমণ্ডল নতুন দিশায় এগিয়ে যাবে।

প্রস্তুতি সভায় টিআইডিসির চেয়ারম্যান টিংকু রায় আগরতলা বইমেলা হাঁপানিয়া আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণে করার পক্ষেই মত রাখেন। এক্ষেত্রে মেলা প্রাঙ্গণে লোক সমাগমের জন্য কিছু সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব তুলে ধরেন। তিনি বলেন, শিক্ষা, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা পাওয়া রাজ্যের ব্যক্তিত্ব বা প্রতিষ্ঠানের জীবনী মেলা চত্বরে ডিসপ্লে করার ব্যবস্থা হোক। এতে ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে ক্রীড়াপ্রেমী এবং সংস্ক'তি চর্চার সাথে যুক্ত মানুষ বইমেলার প্রতি আকর্ষিত হবেন।

প্রস্তুতি সভায় বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ হাইকমিশনের ফার্স্ট সেক্রেটারি এস এম আসাদুজ্জামান। তিনি বলেন, গত বছরও আগরতলা বইমেলায় বাংলাদেশের দুটি স্টল ছিলো। সবকিছু ঠিক থাকলে এবং কোভিড পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকলে এবারও বাংলাদেশের প্রকাশকগণ বইমেলায় যোগ দেবেন। সভায় ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গন উপাচার্য তথা স্টেট হায়ার এডুকেশন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ড. অরুণোদয় সাহা বইমেলার প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন। এই বইমেলাকে উত্তর পূর্বের

আগরতলায় ভারত-বাংলাদেশ পর্যটন উৎসব ৯-১১ ফেব্রুয়ারী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ডিসেম্বর।। ত্রিপুরায় ভারত-বাংলা পর্যটন উতবের আয়োজন করা হয়েছে। আগামী ৯ থেকে ১১ ফেব্রুয়ারি উজ্জয়ন্ত রাজপ্রাসাদ প্রাঙ্গণে পর্যটন দপ্তরের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হবে ভারত বাংলা পর্যটন উৎসব ২০২২। মুলত, দুই দেশের পর্যটনে বিকাশ এবং পারস্পরিক সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে ওই উতবের আয়োজন করা হচ্ছে বলেই দাবি।

এই উপলক্ষে আজ রাজ্য অতিথিশালার মিলনায়তনে পর্যটনমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রস্তুতি বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়েছে। এই সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র, আগরতলাস্থিত বাংলাদেশের সহকারি হাইকমিশনার, পশ্চিম ত্রিপুরার জেলাশাসক, পর্যটন নিগমের অধিকর্তা সহ ট্যুর অপারেটর, হোটেল মালিক ও বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকবৃন্দ। তিনদিনব্যাপী এই মিলন উৎসবে অংশগ্রহণ করবেন এপার বাংলা ওপার বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামী, রাজনীতিবিদ, শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবি, ট্যুর অপারেটর ও হোটেল মালিক এবং কলকাতা সহ উত্তর পূর্বাঞ্চলের ট্যুর অপারেটরগণ।

এই পর্যটন উৎসব উপলক্ষে আগামী ৯ ফেব্রুয়ারি উজ্জ্বয়ন্ত প্রাসাদ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হবে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ ও রাজ্যের বিশিষ্ট শিল্পী সমন্বয়ে অনুষ্ঠিত হবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। তাছাড়া ওইদিন রাজবাড়ির প্রধান প্রবেশদ্বার প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হবে ট্র্যাডিশনাল ফুড ফেস্টিভেল। ১০ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের ট্যুর অপারেটরদের মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত পর্যটনস্থল সহ রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ পর্যটনকেন্দ্রগুলিতে ভ্রমণের ব্যবস্থা করা হবে। ১১ ফেব্রুয়ারি সকালে আগরতলায় একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালির আয়োজন করা হবে। তাতে অংশ নেবেন এপার বাংলা ওপার বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামী, রাজনীতিবিদ, শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবি, ট্যুর অপারেটর ও হোটেল মালিক এবং কলকাতা সহ উত্তর পূর্বাঞ্চলের ট্যুর অপারেটরগণ। দুপুরে রাজ্য অতিথিশালায় অনুষ্ঠিত হবে ব্যবসায়িক ও মতবিনিময় সভা।

আজ বৈঠকে উপস্থিত অতিথিগণ অভিমত ব্যক্ত করেন যে, প্রতিবেশি দুই ভূখণ্ডের মানুষের ভাষা সংস্কৃতি ও খাদ্যাভ্যাস যেহেতু একই সূত্রে গাঁথা তাই এই উদ্যোগের ফলের দুদেশের পর্যটন সম্ভাবনা আরও ত্বরান্বিত হবে এবং পারস্পরিক সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় হবে।

স্কুটি থেকে পড়ে গিয়ে গুরুতর আহত মহিলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ডিসেম্বর।। বিশালগড়-র চন্দননগর এলাকায় স্কুটি থেকে পড়ে গিয়ে এক মহিলা গুরুতরভাবে আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। দুর্ঘটনায় আহত মহিলার নাম কাজলী মারাক। বিশালগড় চন্দননগর এলাকায় স্কুটি থেকে পড়ে গুরুতরভাবে আহত এক মহিলা।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে তিনটা নাগাদ বিশালগড় থানার চন্দনগর এলাকায় স্কুটি থেকে ছিটকে পড়ে গুরুতর ভাবে আহত হয় কাজলি মারাক। পরবর্তী সময়ে স্থানীয় পথ চলতি লোকেরা দেখতে পেয়ে তৎক্ষণাৎ খবর দেওয়া দেন বিশালগড় অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের কর্মীদেরকে।

তারা ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে আহত কাজলি মারাককে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসক সুস্মিতা দাস আহত মহিলাকে আগরতলায় হাপানিয়াস্থিত ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করেন। বিশালগড় থানা পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

বাংলাদেশের মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে আগরতলায় গুচ্ছ অনুষ্ঠানের আয়োজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ডিসেম্বর।। মহান বিজয় দিবস। আগামী ১৬ ডিসেম্বর এই দিনটি বাংলাদেশে ঘটা করে পালিত হয়। এ উপলক্ষে ওইদিন আগরতলায় অবস্থিত বাংলাদেশ সহকারি হাই কমিশন অফিসে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

এ-বিষয়ে মঙ্গলবার সাংবাদিক সম্মেলনে সহকারী হাইকমিশনার বিস্তারিত তথ্য জানান। তিনি বলেন, আগামী ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের পাশাপাশি আগরতলায় অবস্থিত বাংলাদেশের সরকারি হাইকমিশনার অফিস মহান বিজয় দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হবে। এই উপলক্ষে ওইদিন সকাল ৯ টায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হবে। জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পর প্রথম পর্বেই বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী সহ অন্যান্যদের বাণী পাঠ করা হবে।

তিনি বলেন, অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হবে সকাল দশটায়। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে জাতির জনক শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ এবং এক মিনিট নীরবতা পালন করা হবে। সাথে তিনি যোগ করেন, মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে এই দিনটির প্রেক্ষাপট ও পটভূমিকা আলোচনা করা হবে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারত সহ অন্যান্যদের অবদান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত করা হবে।

এছাড়া মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে ত্রিপুরার বিশিষ্ট শিল্পীদের নিয়ে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে, তিনি বলেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন ত্রিপুরা বিধানসভার অধ্যক্ষ রতন চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানকে সাফল্যমন্ডিত করার জন্য বাংলাদেশের সহকারী হাই কমিশনার সকলের প্রতি আবেদন জানিয়েছেন।

দিল্লির আকবর রোডের নাম সেনা সর্বাধিনায়ক রাওয়তের নামে করার দাবি তুলল বিজেপি

নয়াদিল্লি, ১৪ ডিসেম্বর (হি.স.): নয়াদিল্লির আকবর রোডের নাম বদলের দাবি করল বিজেপি। কংগ্রেস সদর দফতর যে রাস্তায় সেই আকবর রোডের নাম বদলে সদ্য প্রয়াত সেনা সর্বাধিনায়ক জেনারেল বিপিন রাওয়তের নামে করার দাবি তুললেন দিল্লি বিজেপি-র মিডিয়া শাখার প্রধান নবীনকুমার জিন্দল।

সম্প্রতি নয়াদিল্লি মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল (এনডিএমসি)-কে পাঠানো চিঠিতে নবীনকুমার লিখেছেন, 'দেশের প্রথম সিডিএস-এর স্মৃতি অক্ষয় করে রাখতে দিল্লির আকবর রোডের নাম তাঁর নামে করার অনুরোধ জানাই। আমার মনে হয় প্রয়াত জেনারেলের স্মৃতির উদ্দেশে এর চেয়ে ভাল সম্মান প্রদর্শন আর হবে না।" নবীনকুমারের আরও দাবি, 'আকবর এক জন আক্রমণকারী ছিলেন। তাই রাজধানীর এত গুরুত্বপূর্ণ সড়ক তাঁর নামে হওয়া উচিত নয়।'

অনেকটা একই সুরে বিজেপি নেতার বক্তব্যের সমর্থন এসেছে দিল্লি পুরসভার অন্দর থেকেও। এনডিএমসি-র ভাইস চেয়ারপার্সন সতীশ উপাধ্যায় বলেন, "আমি এই দাবির সঙ্গে সম্পূর্ণ সহমত। নেটমাধ্যমে এই দাবির সমর্থনে বিভিন্ন চিঠিচাপাটি আমার চোখে পড়েছে। আশা করি, দিল্লি পুরসভা এই দাবি সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করে দেখবে।"

রাজধানী দিল্লির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এলাকার অন্যতম আকবর রোড।

ভিলেজ সচিব সহ সদস্যরা তালাবন্দী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ডিসেম্বর।। উত্তর ত্রিপুরা জেলার বালিছড়া এডিসি ভিলেজে বিভিন্ন দাবি দাওয়া নিয়ে বালিছড়া এডিসি ভিলেজের সচিবকে তালা বন্দি করলেন স্থানীয় লোকজনরা।

এডিসি ভিলেজে তালা ঝুলিয়ে ভিলেজ সচিব সহ জি আর এসকে তালা বন্দি করে রাখলেন স্থানীয় জনগণ। উত্তর জেলার কালাছড়া ব্লকের একমাত্র এডিসি ভিলেজ বালিছড়া এডিসি ভিলেজ। ভিলেজটির নির্বাচিত কমিটির মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়াতে ভিলেজ সচিবই ভিলেজেটি পরিচালনা করছেন।

গত পনেরো আগস্ট স্থানীয় একটি ক্লাবে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ভিলেজ থেকে পনেরো হাজার টাকা দেওয়ার কথা থাকলেও আজ অবধি মেলেনি বলে অভিযোগ। তাছাড়া বালিছড়ায় শুকা মরশুমে তীব্র পানীয় জলের সংকট দেখা দেয়। কিন্তু পানীয় জলের উৎস নির্মাণ ও সংস্কারের কোন উদ্যোগ নেই ভিলেজ সচিবের। এমনকি বিগত দুর্গাপূজোতে কাজ দেওয়া হলেও বড়দিনের আগে কেন গ্রামের মানুষকে কাজ দেওয়া হলো না মুলত এই সমস্ত দাবিতে ভিলেজ সচিবকে তালা বন্দি করে রাখেন স্থানীয় জনগণ। তালাবন্দির খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে চুরাইবাড়ি থানার পুলিশ।

ভিলেজ সচিব মজিবুর রহমান সহ জি আর এসকে সোমবার সন্ধ্যা ছয়টা অবধি তালা বন্দি করে রাখা হয়। পরে অবশ্য লিখিত আশ্বাস পেয়ে এলাকাবাসী তাদের মুক্ত করে দেন।

ফের কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধীর বৈঠক এড়িয়ে গেল তৃণমূল কংগ্রেস

নয়াদিল্লি, ১৪ ডিসেম্বর (হি.স.) : কংগ্রেস-তৃণমূলের দূরত্ব আরও প্রকট। ফের কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধীর বৈঠক এড়িয়ে গেল তৃণমূল কংগ্রেস। সংসদের শীতকালীন অধিবেশন চলাকালীন ফের কক্ষ সমন্বয়ের কৌশল স্থির করতে বিরোধী দলগুলির নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করলেন সোনিয়া গান্ধী। কিন্তু মঙ্গলবার সন্ধ্যার সেই বৈঠকে দেখা গেল না তৃণমূলের কোনও প্রতিনিধিকে।

সোনিয়া গান্ধীর বৈঠকে এনসিপি প্রধান শরদ পওয়ার, ডিএমকে-র টি আর বালু, শিবসেনার সঞ্জয় রাউত, ন্যাশনাল কনফারেন্সের ফারুক আবদুল্লার পাশাপাশি হাজির ছিলেন সিপিএম সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরিও। সংসদের অধিবেশনে সরকার পক্ষের বিরুদ্ধে সুর চড়ানোর কৌশলের পাশাপাশি বৈঠকে রাজ্যসভার ১২ জন সাংসদের বিরুদ্ধে সাসপেশন প্রত্যাহারের প্রসঙ্গেও আলোচনা হয়। সূত্রের খবর, এ বিষয়ে রাজ্যসভার অধ্যক্ষ বেঙ্কাইয়া নায়ডুর সঙ্গে আলোচনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে পওয়ারকে।

সাম্প্রতিক একাধিক ঘটনাপ্রবাহে কংগ্রেস-তৃণমূলের দূরত্ব প্রকাশ্যে এসেছে। নভেম্বরের শেষে মমতা দিল্লি এলেও সনিয়ার সঙ্গে দেখা করেননি। সংসদের শীতকালীন অধিবেশনের আগে কংগ্রেসের ডাকা বিরোধী বৈঠকেও অংশ নেয়নি তৃণমূল। এমনকি, তৃণমূলের তরফে কংগ্রেসের সঙ্গে কক্ষ সমন্বয়ের বিষয়েও অনীহা প্রকাশ করা হয়েছিল। মঙ্গলবার সন্ধ্যার বৈঠকে দেখা গেল না তৃণমূলের কোনও প্রতিনিধিকে।

এই পরিস্থিতিতে মঙ্গলবার সনিয়ার বৈঠক কংগ্রেস-তৃণমূলের দূরত্ব আরও বাড়াল বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশ। বিজেপি-র রাজ্যসভার নেতা পীযূষ গয়াল মঙ্গলবার রাজ্যসভার ১২ জন সাংসদের বিরুদ্ধে সাসপেশন প্রসঙ্গে বলেন, "নিঃশর্ত ক্ষমা না চাইলে ওই সাংসদদের সাসপেশন প্রত্যাহারের কোনও সম্ভবনা নেই।"

আজ তিপরা ফুটবল লিগের ফাইনালে আসছেন ভাইচুং ভুটিয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ডিসেম্বর।। তিপরা ফুটবল লিগের ফাইনালে আসছেন স্বনামধন্য ফুটবলার ভাইচুং ভুটিয়া। আগামীকাল খুমলুঙ স্টেডিয়ামে বেলা দুটায় তিপরা ফুটবল লিগের ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হবে। স্বনামধন্য খ্যাতিসম্পন্ন তথা ভারতের ফুটবল দলের প্রাক্তন অধিনায়ক বাইচুং ভুটিয়া এই লিগের গোমতি জোন ও পশ্চিম জোনের ফাইনাল খেলার শুভ উদ্বোধন করবেন। এ-বিষয়ে আজ মঙ্গলবার খুমলুঙে সাংবাদিক সম্মেলনে এডিসি-র উপদেষ্টা ও প্রশাসন সংস্কার কমিটির চেয়ারম্যান তথা এমডিসি প্রদ্যুৎবিক্রম কিশোর দেববর্মা জানান, ড্রাগের নেশা থেকে মুক্তি ও জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক মানের প্রতিভাবান খেলোয়াড় তৈরি করা এই খেলার প্রধান লক্ষ্য। সাথে তিনি যোগ করেন, আগামী ১৯ এবং ২০ ডিসেম্বর খুমলুঙে ফেস্টিভ্যাল অব ইন্ডিজেনাস তিপরাসা ২০২১ অনুষ্ঠিত হবে। ১৯ ডিসেম্বর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বলিউড কণ্ঠশিল্পী লাকি আলি ও ২০ ডিসেম্বর বলিউড কণ্ঠশিল্পী অঙ্গরাগ মহন্ত (পাপন) সঙ্গীত পরিবেশন করবেন।

কদমতলা বাজারে মোবাইল রিপিয়ারিং এর দোকানে অগ্নিকাণ্ড,পুড়ে ছাই সাড়ে চার লক্ষ টাকার সামগ্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ১৪ ডিসেম্বর।। বড়সর অগ্নিকান্ডের হাত থেকে রক্ষা পেল উওর জেলার অন্যতম বাজার কদমতলা।ঘটনার বিবরনে জানা যায় মঙ্গলবার সন্ধ্যায় কদমতলা বাজারের নাভিতে অবসিত কামাল হোসেন নামাজ পড়ার জন্য তার এ ওয়ান মোবাইল রিপিয়ারিং এর দোকানটি তালা দিয়ে মসজিদে যায়।এমন সময় বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিটের কারনে দোকানে অগ্নিকান্ডের সুত্র পাত ঘটে।

দোকানে আগুন দেখে আশপাশের দোকানিরা খবর দেন প্রেমতলা দমকল অফিসে।প্রেমতলা থেকে দমকল বাহিনির কর্মীরা অকুস্থলে ছুটে এসে আগুন আয়ত্বে আনে।ততক্ষনে মোবাইল রিফিয়ারিং এর দোকানটি ভস্মিভুত হয়ে যায়।

তাতে করে মুল্যবান বহু এন্ড্রয়েড মোবাইল সহ নানা যন্ত্রপাতি ও নগদ পঁচিশ হাজার টাকা পুড়ে ছাই হয়ে যায়।ক্ষয়ক্ষতির পরিমান প্রায় চার থেকে সাড়ে চার লক্ষ টাকা হবে জানিয়েছেন দোকান মালিক।তবে দমকল কর্মীদের তৎপরতায় বড়সড় অগ্নিকাণ্ডের হাত থেকে রক্ষা পেল কদমতলা বাজার।

প্রত্যন্ত চুরাইবাড়ি এলাকার ছাত্র-ছাত্রীরা প্রথমবারের মত বসল ইন্টার্নেশনাল অলিম্পিয়াড পরীক্ষায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ১৪ ডিসেম্বর।। উত্তর জেলার ত্রিপুরা অসম সীমান্তের প্রত্যন্ত এলাকা চুরাইবাড়িতে প্রথমবারের মতো ইন্টার্নেশনাল অলিম্পিয়াড পরীক্ষায় বসলো কচিকাঁচা ছাত্রছাত্রীরা।উক্ত এলাকার চুরাইবাড়ি পাবলিক স্কুলের পঁচিশ জন ছাত্র ছাত্রী আজ অলিম্পিয়াড পরীক্ষায় অংশ নেয়।হরিয়ানা বোর্ডের সাইন্স অলিম্পিয়াড ফাউন্ডেশনের আজ ছিল নেশনাল সাইন্স অলিম্পিয়াড পরীক্ষা।গোটা ভারতবর্ষে হচ্ছে অলিম্পিয়াড পরিক্ষাটি।আগামী ষোল ডিসেম্বর উক্ত স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা ইন্টার্নেশনাল ম্যাথমেটিক অলিম্পিয়াড পরীক্ষায় বসবে।মুলত ধর্মনগর শহর বাদ দিলে কদমতলা-কুর্তি বিধানসভা কেন্দ্রে একটি স্কুলে এই অলিম্পিয়াডের পরীক্ষা হতো। কিন্তু সর্বপ্রথম চুরাইবাড়ি পাবলিক স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা অলিম্পিয়াড পরীক্ষার সুযোগ পায়।এদিকে চুরাইবাড়ি পাবলিক স্কুলের প্রিন্সিপাল হোসেন আহমেদ হানি জানান,পিইএসিই ফাউন্ডেশনের চুরাইবাড়ি পাবলিক স্কুলটি মন্তেসরী মেথড অফ টিচিং পদ্ধতি নিয়ে তিন বছর যাবৎ চলছে। উক্ত স্কুলে মোট একশো সত্তোর জন ছাত্র ছাত্রী রয়েছে। শিক্ষক রয়েছেন আট জন। তাছাড়া উক্ত স্কুলে পুঁথিগত শিক্ষা ছাড়া সঙ্গীত, নৃত্য, ক্যারাটে সহ যোগা প্রশিক্ষণও দেওয়া হয়। প্রিন্সিপাল আরও জানান, কদমতলার একটি স্কুল বাদ দিলে এই বৃহত্তর এলাকায় সর্বপ্রথম চুড়াইবাড়ি স্কুলের ইন্টার্নেশনাল অলিম্পিয়াড পরীক্ষায় বসার সুযোগ পেল পঁচিশ জন ছাত্র-ছাত্রী। সেই অলিম্পিয়াড পরীক্ষায় বসাতে আগামী দিনে কচিকাঁচা ছাত্র-ছাত্রীদের পুঁথিগত বিদ্যা সহ প্রফেশনালে অনেকটাই লাভান্নিত হবে বলে জানান প্রিন্সিপাল। তিনি আরো বলেন,এখন পর্যন্ত সরকারিভাবে কোন সুযোগ সুবিধা পাননি।তবে সরকারি সুযোগ সুবিধা পেলে স্কুলটিকে বিস্তার করে সানীয় এলাকায় ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে গুনগত শিক্ষা পৌঁছে দিতেন।তাছাড়া উক্ত এলাকার সকল অবিভাবকরা চুরাইবাড়ি পাবলিক স্কুলের পাশে থেকে সাহায্যের হাত বাড়ানোরও অনুরোধ করেন প্রিন্সিপাল।

মঙ্গলবার এক অনুষ্ঠানে ২৪ বারের বেশি রক্তদাতাদের সংবর্ধনা দেয়া হয় ডিওয়াইএফআই এর উদ্যোগে। ছবি নিজস্ব।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।